প্রতি আক্রমণ করিতে পারিত না। যৎকালে মানসিংহ বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে আসেন, তৎকালে বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়া দেবীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া জয়পুরে ঐ পাহাড়ের উপরি স্থাপিত করিলেন। দেবীর নিকট প্রতিদিন মেষ মহিষ ছাগ নরবলি দিয়া পূজা করিতেন। এই মত বলি প্রদান করাতে শিলাদেবী সাক্ষাৎ হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন। পরে রাজা সওয়াই জয়সিংহ নরবলি নিষেধ করিয়া ছাগাদি বলি দিতেন, তাহাতে দেবী রুষ্ট হইয়া বামদিকে মুখ ফিরাইয়া আছেন। এ পর্য্যন্ত ঐ রূপ দেবী মুখ ফিরাইয়া আছেন দৃষ্ট হয়। অতি উত্তম মূর্ত্তি, অষ্ট-ভুজাদেবী—সুগঠন। দর্শনে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

জয়পুরে চুড়ি এবং জুতা, আর কাপড়ের রঙ্গ অতি উত্তম উত্তম হয়ে।

জল বড় খারি অর্থাৎ লবণাক্ত। রাজার বাগবাগিচা ভাল আছে; চিড়িয়া এবং পশ্বাদি নানা জাতি আছে।

২০ আষাঢ়

জয়পুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবজি এবং অন্য অন্য দেবালয় দর্শন।

২১ আষাঢ়

ঐ

২২ আষাঢ়

নগর-ভ্রমণ, রাজপুরী দর্শন, স্থানে স্থানে দেবদেবী দর্শন।

২৩ আষাঢ়

শ্রীশ্রীগোবিন্দজি দর্শন করিয়া অন্নপ্রসাদ পাইয়া বেলা তৃতীয়

প্রহরগতে শ্রীশ্রীগোপীনাথজির দর্শনে গমন। গোবিন্দজির মহল হইতে গোপীনাথের মহল প্রায় একক্রোশ।

জয়পুরের গোপীনাথ

নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে দিবা অবসানে তৎস্থানে পঁহুছাইয়া প্রথমতঃ গোস্বামীর ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া, পরে শ্রীযুত নন্দলাল গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া, শ্রী৺গোপীনাথ জিউর আরতি দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর বাটীতে অবস্থিতি হইল। শ্রীশ্রীগোপীনাথজিউর বক্ষঃস্থল অতি সুগঠিত, মূর্ত্তি প্রমাণমনুষ্য, বামভাগে শ্রীমতীজিউ আছেন। সকলের মহাপ্রভুর বাটীতে সমাবেশ না হওয়ায় স্ত্রীলোক সকল ঐ বাটীর মধ্যে, বাহিরে এক বকুলবৃক্ষ, তাহার গোড়া চৌতারা পাকাপাথরে বান্ধা, তাহাতে কেহ কেহ স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার্থে রহা হইল। বাকী যাত্রিগণ রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরবাটীতে, শ্রীযুত কালী বাবু এবং তাঁহার শ্বশুর শ্রীযুত মাধবচন্দ্র বসুজ গোপীনাথের বাটীর পূর্ব্বে যে বাগান আছে, তাহাতে গাড়ী ছিল, ঐ গাড়ীতে রক্ষকগণ লইয়া রহিলেন। পরদিবস শ্রীগোপীনাথজির প্রসাদ ভক্ষণ। আপন আপন ভেট শ্রীজিকে গোস্বামীর নিকট দেওয়া।

জয়পুরত্যাগ ও পুষ্করযাত্রা

২৪ আষাঢ়

গোপীনাথের বাটী হইতে সহরের বাহির দুই ক্রোশ যাইয়া বকড়্ নামে এক গ্রাম। তাহাতে রাণীর এক বাগান আছে। তাহাতে এক শিব-স্থাপনা আছে, তথায় এক মিঠা কূয়া আছে, বৃক্ষাদির ছায়া আছে, ঐ সম্মুখে বাজার, রাওলের সৈন্যগণ এবং ছয় কামান আছে। উহার নিকটে এক অনাদি শিব আছেন। তাঁহার নাম···। শিবের ঘর প্রস্তরে উত্তমরূপে রাওল তৈয়ার করিয়া দিতেছেন। শ্বেতপ্রস্তরে মন্দির সুনির্মিত হইয়াছে। রাণীর বাগে শিব-মন্দিরে সকলের অবস্থিতি এবং বৃক্ষমূলে গাড়ী, ঐ স্থানে রন্ধন-ভোজন।

বকড়

২৫ আষাঢ়

বকড়্ হইতে ছয় ক্রোশ যাইয়া পাড়্ নামে এক গ্রাম। তথায় তিন দোকান আছে, থাকিবার স্থান নাই। এক পুষ্করিণীর নিকট বৃক্ষমূলে আহারাদি করিয়া ঐ গ্রামের কিছু দূরে যাইয়া এক গ্রাম। থানা আছে, এক দেবালয় আছে। ঐখানে ময়দানে থানার সম্মুখে বালুকাময় ভূমিতে স্থিতি।

পাড়্

২৬ আষাঢ়

ঐ স্থান হইতে দশক্রোশ যাইয়া বাঁদরিসুন্দরি। পথমধ্যে

অনেক পর্ব্বতাদি দুর্গম পথ আছে। তাবৎ দিন যাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় এক গ্রামের নিকট বটবৃক্ষ আছে। তাহার ছায়াতে বসিয়া ঐ গ্রামের দোকান হইতে চাবেনা লইয়া, ঐ বৃক্ষমূলে বসিয়া জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রম দূর করিয়া, বাঁদরিসুঁদরি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। ঐ গ্রামে দশ বার দোকান এবং এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর নিকট এক পাহাড় আছে, তাহাতে অভ্রের খনি। ঐ স্থানে দোকানে খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। রাত্রে আহারাদি হইল। ঐ দিন তিতু পথিমধ্যে জ্বর হইয়া একত্র জুটিতে পারে নাই।

বাঁদরি-সুঁদরি

২৭ আষাঢ়

বাঁদরিসুঁদরি হইতে দশক্রোশ কৃষ্ণগড়, পাহাড়ের উপর সহর। কৃষ্ণগড়ের রাজা স্বাধীন, যোধপুরের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র। রাজধানী অতি উত্তম। বৃদ্ধ রাজা বড় ধার্ম্মিক, পীড়ক নহেন—পালক। রাজ্যের শৃঙ্খলা ভাল আছে। ঘৃতপক্ক ভিন্ন তৈলপক্ক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার অনুমতি নাই। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, সংক্রান্তি, রবিবার—এই কয় দিবসে ঘৃতের কড়াই জ্বালাইবার অনুমতি নাই। রাজ্যের মধ্যে পর্ব্বত কি ময়দান ইত্যাদি যাহাতে ভয়ানক পথ আছে, তাহাতে ভালমতে রক্ষকগণ নিযুক্ত আছে। অর্দ্ধ-ক্রোশ অন্তর অন্তর এক এক থানা, তাহাতে জমাদার এক জনা এবং দশ সওয়ার প্রতি ঘাটিতে আছে। এই মত রাজ্যরক্ষা এবং পথিকগণের হিত করিতেছেন। কোনক্রমে

কৃষ্ণগড়

কাহার অপচয় না হয়। রাজধানীতে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। দধি যেমন উত্তম ঐ স্থানে মিলে, এমন দধি মথুরা ব্যতীত কোথাও দেখি নাই। ঐ সহরের প্রান্তে এক পর্ব্বত। উপরে সমাজস্থান, শিবস্থাপন, (৬) বাগিচা আছে। উত্তম সুরম্যস্থান, তাহাতে ধর্ম্মশালা আছে। ঐ বাগানে অবস্থিত হইয়া আহারাদি করিয়া ধর্ম্মশালার উত্তম ঘরে রাত্রে শয়ন হয়। ঐ বাগানের পূর্ব্বদিকে সদাব্রতের বাটী আছে। তাহার পূর্ব্বে সরাই। সে স্থানে থাকা হইল। তথা হইতে সহর এক ক্রোশ। রাজভবন এবং কেল্লা ও নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া নগর বাজার দেখা হইয়াছে।

২৮ আষাঢ়

বাণনদী ও কাউড়ি

প্রাতে কৃষ্ণগড় হইতে পাঁচক্রোশ যাইয়া বাণ নদী। ঐ নদীতে সম্বর লবণ জন্মে। নদীর অর্দ্ধেক যোধপুরের রাজার, অর্দ্ধেক জয়পুরের রাজার। ঐ নদীতে স্নান তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে পাঁচক্রোশ কাউড়ি নামে এক গ্রাম, ঐ গ্রামে অবস্থিতি।

২৯ আষাঢ়

বুড়া-পুষ্কর

প্রাতে কাউড়ি হইতে সাত ক্রোশ বুড়া-পুষ্কর। বেলা দুই প্রহরের সময় পঁহুছিয়া ঐ কুণ্ডে স্নান-তর্পণ। কুণ্ড বৃহৎ, তাহাতে পদ্মবন আছে এবং অনেক হোগলার গাছ আছে, আর দাম পানা আছে। ঐ কুণ্ডের দক্ষিণদিকে পাকা ঘাট। ঐ ঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক বাউরি, জয়পুরের রাজরাণীকৃত

আছে। তাহার নিকটে এক লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। তথায় স্নান তর্পণ করিয়া তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া ব্রহ্ম-পুষ্কর। ঐ স্থানে পঁহুছিয়া পুষ্করতীর্থের তীরে শিবস্থাপন আছে। ঐ শিবালয়ের মধ্যে উত্তম বাটী আছে। ঐ বাটীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কোটীতীর্থের ঘাটে স্নান তর্পণ তীর্থ-শ্রাদ্ধাদি করা হইল। যে শিবালয়ে বাসা হইল, ঐ শিব শ্বেত-প্রস্তরের পঞ্চমুখ। সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের বৃষ আছে। মন্দির সকল শ্বেত-পাথরের। ঐ শিবালয়বেষ্টিত দুই শত ষোল শিবস্থাপন আছে, তাঁহাদের মন্দির নাই। ব্রহ্ম-পুষ্করের উপরে বাটী। এই শিবালয় গোয়ালিয়ার রাজসরকারের একজন সরদার গোবিন্দ-রায় তাঁহার কীর্ত্তি। এই ঘাটের নাম শিবঘাট।

পুষ্করতীর্থ সকল তীর্থের গুরু। এইস্থানে তিন পুষ্কর—বুড়া পুষ্কর, মধ্য পুষ্কর, কনিষ্ঠ পুষ্কর। এই তিন পুষ্কর শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ত্রিদেবের যজ্ঞস্থান। বুড় পুষ্কর শিবের যজ্ঞভূমি, মধ্য পুষ্কর বিষ্ণুর যজ্ঞভূমি, কনিষ্ঠ পুষ্কর ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি।

ব্রহ্মপুষ্কর—যথায় ব্রহ্মা বসিয়া যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডের নাম ব্রহ্মপুষ্কর। ঐ কুণ্ডের পরিক্রম করিতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রম দিতে হয়। এত বড় বৃহৎকুণ্ড দীর্ঘ প্রস্থ প্রায় সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুষ্কর

এই কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে দেবালয় এবং বসতাদি হইয়া সুশোভিত আছে। কুণ্ডের জল সুশীতল, সুনির্ম্মল, অগাধ জল। কমলের বন শ্বেতশতদল প্রস্ফুটিত হইয়া কুণ্ডের শোভাজনক। জল-জন্তু মকর কুম্ভীর ইত্যাদি নানা জাতীয় আছে। মৎস্য নানা জাতি, তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। হংস বক

প্রভৃতি আর আর জলচর পক্ষিগণ সর্ব্বদা জলকেলি করিয়া কমল-কুমুদ মূল ভক্ষণে সুখী হইয়া বিহারাদি করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।

পুষ্করতীর্থ*—ব্রহ্মার মর্ত্ত্যভূমিতে যজ্ঞ করিবার মানস হইয়াছিল। তাহাতে সকল দেবতা, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও মুনিগণকে কহিলেন, "আমি মর্ত্ত্যভূমিতে যজ্ঞ করিব। সকলে তথায় অধিষ্ঠান হইয়া যজ্ঞের যাহা হইতে যাহা সাহায্য হয়, তাহা করিতে হইবে।" ইহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎপরে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি তেত্রিশকোটী দেবতা, পর্ব্বতগণ, নাগগণ, বৃক্ষগণ, মেঘগণ এবং পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ জলচর বনচর ভূচর নিশাচর ইত্যাদি ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যে কেহ আছে, সকলকে কহিলেন, "আমার যজ্ঞে সকলে সাহায্য করিবে, অপকার না হয়।" এই কহিয়া ত্রিদেব তিনস্থানে যজ্ঞোদ্যোগে রহিলেন। এই যজ্ঞস্থলের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া আবরণ করহ বলাতে পর্ব্বতগণ চতুর্দ্দিকে কানাতের ন্যায় রহিল, মধ্যস্থলে স্থানে স্থানে ত্রিদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ও) মহেশ্বর যজ্ঞ করিতে বসিলেন। বিষ্ণু মহেশ্বর যথাযোগ্য আপন মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া, ব্রহ্মার যজ্ঞস্থানে সকল দেবদেবী সমভ্যারে উপস্থিত হইয়া, যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওনের কাল উপস্থিত হওয়াতে সকলে কহিলেন, "বিলম্বের সময় নহে, সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও।" তৎকালে যজ্ঞস্থলে সাবিত্রীদেবী আইসেন নাই।

পুষ্করে ব্রহ্মার যজ্ঞ

* পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের ১৪শ হইতে ২৯শ অধ্যায়ে এবং নারদপুরাণের উত্তরভাগে ৭১ অধ্যায়ে পুষ্করক্ষেত্র ও পুষ্করতীর্থের মাহাত্ম্য এবং এই তীর্থের দেবদেবীমাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আসিবার বিলম্ব হওয়াতে ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদকে শীঘ্র সাবিত্রীকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। নারদ গমন করিয়া আপন মাতাকে কহিলেন, "যজ্ঞস্থলে সকলে আসিয়াছেন, তুমি চল।" নারদমুখে এই কথা শুনিবামাত্র ব্রহ্মাণী যজ্ঞস্থলে যাত্রা করিলেন। নারদ দেখিয়া কহিলেন, "মাতা তৎস্থলে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, শিবের শিবানী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, চন্দ্রের রোহিণী প্রভৃতি আটাইশ রমণী, সূর্য্যপত্নী সৌম্যা ও ছায়া, বরুণের পত্নী (গৌরী), অগ্নিপত্নী স্বাহা ইত্যাদি সকল দেবপত্নীরা সুসজ্জিতা হইয়া যজ্ঞস্থলে শুভাগমনপূর্ব্বক সুশোভিত করিয়াছেন।* মাতা তুমি ব্রহ্মাণী হইয়া এমত অপরিচ্ছদে তথায় গমন করা ভাল দেখায় না। তুমি সুসজ্জিতা হইয়া চল।" এই কথা সাবিত্রীকে কহিয়া ব্রহ্মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাবিত্রী আসিতে বিলম্ব হইতেছে কেন?" নারদ কহিলেন, "আসিতে বিলম্ব আছে।" এখানে যজ্ঞের তাবৎ প্রস্তুত, সাবিত্রীর আসার জন্য যজ্ঞারম্ভ হয় না। অধিক বিলম্ব হওয়াতে ব্রহ্মা ক্রোধ করিয়া নারদকে কহিলেন, "সস্ত্রীক ভিন্ন যজ্ঞ হইতেছে না, ইহার উপায় কি?" নারদ কহিলেন, "পিতা, ঐ যে গোপকন্যা

* পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের ১৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"শ্রদ্ধা সরস্বতী চৈব নাভ্যাগচ্ছন্তি কন্তকাঃ।
ইন্দ্রাণী ইন্দ্রপত্নী তু রোহিণী শশিনঃ প্রিয়া॥
অগ্নে পত্নী তথা স্বাহা ধূম্রোর্ণা তু যমস্য তু।
বরুণস্য তথা গৌরী বায়োর্দ্দেবী সুপ্রভা তথা॥"

ইত্যাদি শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মার যজ্ঞ-বিবরণ পদ্মপুরাণ-সৃষ্টিখণ্ড অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে

আসিতেছে, উহার পাণিগ্রহণ করিয়া ঐ কন্যাকে লইয়া সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ করুন।” তাহাতে ব্রহ্মা কহিলেন, “গোপকন্যা শূদ্রাণী, উহাকে কিরূপে গ্রহণ করিতে পারি?” তাহাতে সিদ্ধ হইল যে, ঐ কন্যাকে গোমুখে দিয়া গো ভক্ষণ করিয়া নির্গত করিলে শোধন হইবে, পরে গ্রহণ করা হইবে। এই যুক্তি করিয়া কন্যাকে শোধন করিয়া ব্রহ্মা পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যার নাম গায়ত্রী হইল। ঐ গায়ত্রীসহ একত্র হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। এখানে সাবিত্রী আসিতেছেন দেখিয়া নারদ পথিমধ্যে যাইয়া গায়ত্রীর বিবরণ সকল জ্ঞাত করিলেন। সাবিত্রী শুনিবা-মাত্র ক্রোধাবিষ্টা হইয়া যজ্ঞভূমির নিকট এক পর্ব্বত ছিল, তাহাতে বসিলেন। সকলে অনেক যত্ন করিলেন, অভিমানে মানিনী হইয়া পর্ব্বতোপরি রহিলেন। ঐ পর্ব্বতের নাম সাবিত্রী পাহাড়। ঐ পাহাড় তিনক্রোশ উচ্চ। পর্ব্বত মধ্যে নানাজাতি বৃক্ষাদি পশুপক্ষী আছে। অতি রম্য স্থান। সাবিত্রীদেবীর মন্দির পর্ব্বতের শিরোভাগে। ঐ মন্দির মধ্যে সাবিত্রী (ও) সরস্বতী দুই মূর্ত্তি আছেন। পূর্ব্বকার মূর্ত্তি খণ্ডিত হওয়াতে ঐ মূর্ত্তি নগর মধ্যে যথায় এক্ষণে দারগার কাছারি তথায়; নূতন মূর্ত্তি পর্ব্বতের উপর মন্দিরে আছেন। মন্দিরের পশ্চাতে এক কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের জল অতি উত্তম। ঐ কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে এক ব্রাহ্মণের কন্যা তপস্যা করিতেছেন। প্রায় চল্লিশবৎসর একাসনে তপ জপ করিতেছেন। দেবীর ভোগান্তে পূজারি প্রসাদ অন্নাদি দিয়া আইসেন, তাহাই ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা, অল্প বয়সে বিধবা হইয়া সাবিত্রীর নিকটে সাধন করিতেছেন। ঐ পর্ব্বতে রাত্রে কেহ থাকে না। পূজারিগণ

প্রাতে যাইয়া পূজা ভোগ দিয়া তাবৎ দিবা ঐ স্থানে থাকিয়া সন্ধ্যায় আরতি (ও) শীতল-দ্রব্য দিয়া পর্ব্বত হইতে নীচে আপন আপন বাটীতে আইসে; কেবলমাত্র ঐ তপস্বিনী তথায় থাকেন। ঐ পর্ব্বতের মধ্যে নানাজাতি হিংস্র জন্তু আছে, এজন্ত কেহ রাত্রে থাকে না। যদি কেহ গায়ত্রী-পুরশ্চরণ জন্ত পর্ব্বতে থাকিবার মানসে থাকে, রাত্রে দেবীর মন্দির ভিতরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ তপস্বিনী নিঃশঙ্কে আছেন। ঐ পর্ব্বতে উঠিতে প্রথম বালুকাময়, পরে প্রস্তর, ক্রমে উচ্চে উঠিয়া মধ্যস্থলে যাইয়া এক গুহা আছে। তাহাতে এক উদাসীন বহুদিনাবধি আছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের অধিক হইবে। ঐ সন্ন্যাসী ঐ স্থান হইতে অন্ত কোথাও গমন করিয়া যাত্রা করেন না। অযাচক হইয়া ঐ পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে তপস্তা করিতেছেন। নগরবাসী ব্যক্তিগণ এবং দর্শনার্থী অন্তান্ত দেশীয় যে যখন যায়, তাহারা যাহা উপস্থিত করিয়া দেয়, তাহাই লন। গাঁজা, চরস, তামাক সর্ব্বদা চলিতেছে। অগ্নির ধুনি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত আছে। তথা হইতে কিছু উচ্চে উঠিলে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগণ আছে, তাহার মধ্যে এক বৃক্ষে নাম খোদিত আছে। পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে অতি সুরম্য নির্জ্জন স্থান।

পুষ্করতীর্থের চতুস্পার্শ্বে দেবালয় এবং পাণ্ডাদিগের ও অপরাপর ব্যক্তিগণের বাসস্থান (ও) বাজার। (বাজারে) সকল প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মিষ্টান্ন পক্কান্ন সর্ব্ববিধ তৈয়ার হয়, ফলফুলাদি সর্ব্বরকম আছে। জাম দাড়িম্ব নেবু উত্তম উত্তম আছে। আর আর ফলাদি সর্ব্বরকম পাওয়া যায়। তথাকার পাণ্ডাদিগের সত্যযুগের ন্তায় ব্যবহার। সকলে বেদ-

পাঠী, দশকর্ম্মনিপুণ। সর্ব্বদা সকল কর্ম্মে বেদ অধ্যয়ন হয়।

পুষ্করের পাণ্ডা

ব্রাহ্মণদিগের নীতি এই আছে, যে যাহা দিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহাই গ্রহণ করেন, তাহাতে দ্বিরুক্তি নাই।

পুষ্করের চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত দেবালয় এবং ঘাট আছে তাহার নাম ১৫ ঘাট—

বরাহঘাট, শিবঘাট, কোটীতীর্থের ঘাট, রাজঘাট, নৃসিংহঘাট,

পুষ্করের ঘাট

বিশ্রান্তঘাট, বদরীঘাট, চিরঘাট, গৌঘাট, ব্রহ্মঘাট, সাবিত্রীঘাট, স্বরূপঘাট, সপ্তর্ষিঘাট, চন্দ্রঘাট ও ইন্দ্রঘাট।

পুষ্কর তীর্থের পূর্ব্বদিকে যে চন্দ্রঘাট আছে, ঐ ঘাটে এক হরগৌরী-মূর্ত্তি আছেন, অতি সুগঠন। মহাদেব শ্বেত প্রস্তরের, অতি সুঠাম গঠন, ধ্যানে যেমন বর্ণিত আছে সেই মত, চাক্ষুষ দেখা যায়।

শ্যামলাল-কীর্ত্তি—

চন্দ্রঘাটে যে চন্দ্র আকৃতি করিয়াছে, চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃ, তাহার অন্যথা নাই। এই দুই দেবালয় জয়পুরের রাজার দেওয়ান শ্যামলাল এবং তাঁহার ভ্রাতা সুন্দরলাল দুই ভ্রাতার।

বরাহঘাটে বরাহদেবের মন্দির আছে।

কুণ্ডের পশ্চিমদিকে ব্রহ্মার মন্দির, যে স্থানে বসিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ কুণ্ড পূর্ব্বে হেলিয়া জলমধ্যে আছে। তাহার কিছু দূর উপরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি। বামদিকে গায়ত্রী দেবী। ব্রহ্মা স্থূলকায়, চতুর্ম্মুখ (৩) রক্তবর্ণ। ঐ শ্বেত প্রস্তরের মন্দির

তন্মধ্যে বিরাজমান আছেন। মন্দিরের দরদালানে নারদ মুনির প্রতিমূর্ত্তি আছে, গণেশাদি পঞ্চদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ মন্দিরের যে নাটমন্দির আছে প্রস্তরে নির্ম্মিত ; তাহাতে নানামত চিত্রপটের ন্যায় দেবতাদিগের লীলাচিত্র আছে, মেজে শ্বেত-প্রস্তরে বান্ধা। বাটীর চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীরবদ্ধ ; বাটীর মধ্যে অনেক ঘর আছে। দরজার উপরে নহবৎখানা, প্রতি দিবস প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজে। ঐ স্থানে এক জন মোহন্ত আছেন, (তাঁহার) সদাব্রতাদি চলিতেছে।

ব্রহ্মার মন্দির

পুষ্করতীর্থের পরিক্রম পঞ্চক্রোশী। পর্ব্বতের ভিতর পথ। ইহার মধ্যে মধ্যে অনেক তীর্থ আছে—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুল, পুলস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের কুটীর এবং নাগপর্ব্বতে নাগমেলা হয়, আষাঢ়ী তিথিতে বহু মনুষ্যের মেলা হয়। ঐ স্থানে নাগকুণ্ড।

পুষ্করের তীর্থকুণ্ড

গোমুখকুণ্ড—এই কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি।

পদ্মকুণ্ড [পরশু] (বা) জমদগ্নিকুণ্ড—এই স্থানে জমদগ্নি মুনির তপস্যার স্থান, সম্মুখে কুণ্ড।

বামদেব-কুণ্ড—এ স্থানে বামদেব ঋষির তপস্যার স্থান।

ভৃগুকুণ্ড—এই স্থানে ভৃগুঋষি তপস্যা করেন, সম্মুখে কুণ্ড।

অগস্ত্যকুণ্ড—অগস্ত্য মুনির তপস্যার স্থান, সম্মুখে কুণ্ড।

কপিলকুণ্ড—কপিল মুনির তপস্যার স্থান, সম্মুখে কুণ্ড।

এ স্থান পাহাড়ের পথে—আজমীর যাইবার পথের প্রথম ঘাটে কপিলাশ্রম।

পঞ্চমুনির আশ্রম পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে। কপিল-আশ্রম হইয়া পর্ব্বতের গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া চারিশত হাত ভিতরে যাইয়া

কপিলেশ্বর শিব আছেন। তাঁহার নিকট এক যোগী যোগে আছেন, কাহারও সহিত কথা নাই, সর্ব্বদা যোগে মগ্ন আছেন। যদি কেহ দুগ্ধ ইত্যাদি ফল-মূল দ্রব্য আহারের জন্য সম্মুখে প্রস্তুত করে, তাহা গ্রহণ আছে, অযাচক। এই মত পাহাড় মধ্যে স্থানে স্থানে যোগিগণ যোগে আছেন, চর্ম্ম-চক্ষে চিনা যায় না।

কপিলেশ্বর শিব

বরাহঘাটের নিকট অটমটেশ্বর শিব আছেন। সমভূমি হইতে আট হাত নীচে শিবের স্থান। পুষ্করতীর্থের আদিদেব অটমটেশ্বর। প্রথমে এই শিব পূজা করিয়া পুষ্করের সকল দেব দর্শনপূজন।

৩০ আষাঢ়

পুষ্করতীর্থে স্নান-তর্পণ, ব্রাহ্মণ ও কুমারী এবং সধবাদিগের ভোজন করান। পুষ্করবাসী ব্রাহ্মণদিগের নীতি এই আছে—যত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইবে, তাহার অধিক এক বালক হইবে না। যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিবে, তাহাই সন্তুষ্ট হইয়া ভোজন করিবে। অন্ন হইলেও আর চাহিবে না। যদি আনিয়া দেয়, তাহা ভোজন করিবে। প্রথম গণ্ডুষ সময়ে সকলে জল হাতে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিয়া গণ্ডুষ করিয়া দাতার অনুমতি লইয়া ভোজনে বৈসেন। শেষ গণ্ডুষে ঐ মত, পরে আচমন করিয়া পান দক্ষিণা হস্তে গ্রহণ করিয়া, অক্ষতণ্ডুল ফলপুষ্প হস্তে করিয়া, দাঁড়াইয়া বেদধ্বনি করিয়া, পরে দাতাকে তিলক এবং মস্তক উপরে বস্ত্র-আচ্ছাদন করিতে হয়, তাহাতে আশীর্ব্বাদ। এই মতে ঐ দিবস গত হইল।

পুষ্করে ব্রাহ্মণ-ভোজন

৩১ আষাঢ়

পুষ্করতীর্থে স্নান-তর্পণাদি করিয়া সাবিত্রী পাহাড়ে উঠিয়া সাবিত্রী দেবী দর্শন, পূজা ইত্যাদি, ব্রহ্মা ও গায়ত্রী দর্শন। তথায় আপন আপন ইষ্ট-সাধন, তৎপরে বাসায় গমন।

১ শ্রাবণ

পুষ্করতীর্থের পঞ্চক্রোশী পরিক্রম, অগস্ত্য, গৌতম, ব্যাস, পরাশর ইত্যাদি ঋষিগণের আশ্রম দর্শন, (পরে) পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ-পোয়া সুড়ঙ্গে গমন করিয়া নীলেশ্বর শিব দর্শন। তথায় এক জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী থাকেন।

২ শ্রাবণ

ব্রহ্মপুকুরে স্নান-তর্পণ করিয়া সাবিত্রী পাহাড়ে উঠিয়া দর্শনাদি, নিয়ে আসিয়া ব্রহ্মা, গায়ত্রী ইত্যাদি দর্শন।

৩ শ্রাবণ

ব্রহ্মপুকুরের দ্বাদশ ঘাটে স্নান এবং সাবিত্রী, ব্রহ্মা ও গায়ত্রী-দর্শন।

৪ শ্রাবণ

তীর্থে স্নানাদি করিয়া সাবিত্রী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাদি দর্শনাদি করিয়া আপন কর্ম্ম সমাপনান্তে বাসায় গমন।

৫ শ্রাবণ

সকলের আজমীর গমন। আমার নিজ কর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য পুষ্করতীর্থে অবস্থিতি করিয়া, আপন সংকল্পিত কর্ম্ম সমাপন

করিয়া, বরাহঘাটের নিকট গোবিন্দদাস পাণ্ডার বাটীতে থাকিয়া, ব্রহ্মাদি দেবদেবী দর্শনাদি করিয়া, আপন কর্ম্ম সমাপনান্তর ঐ পুষ্করবাসী পাণ্ডার বাটীতে আসিয়া বাজার হইতে পুরি ইত্যাদি আনিয়া ভোজন করা হয়। তৎকালে অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে বাজারে যাইয়া দেখিলাম মকরাণা হইতে শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সরকার শ্বেত-প্রস্তরের দ্রব্যাদি লইয়া পঁহুছিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর ঐ স্থানে জয়পুরের রাজার যে শিবস্থাপন আছে, ঐ শিব-মন্দিরে দ্রব্যাদি রাখিয়া, সকলে একত্রে থাকা হইল। পরে মুটিয়াগণ আনাইয়া আজমীর গমনের স্থির করিয়া ঐ শিবালয়ে রাত্রে সকলের অবস্থিতি হইল।

পুষ্কর হইতে আজমীর

৬ শ্রাবণ

পুষ্করতীর্থে স্নান-তর্পণাদি করিয়া আজমীর গমন। পুষ্কর হইতে আজমীর (৮) ক্রোশ, পাহাড়ের উপর হইয়া এই পথ। গাড়ী যে পথ হইয়া গতায়াত করে, তাহাতে দশক্রোশ পথ। পাহাড়ের ঘাটে ঘাটে পথ। ঐ পথে পূর্ব্বদিবস গাড়ী ইত্যাদিতে শ্রীযুত কালীবাবু প্রভৃতি আসিয়া পথিমধ্যে বৃষ্টি হওয়াতে বড় ক্লেশ পাইয়াছিলেন। গাড়ী চলিবার পথ ছিল না, কোদালি দিয়া দুই বগলের বালি কাটিয়া পথের মধ্য দিয়া গাড়ী পাহাড়ের পথ হইতে বাহির করিয়া নাগাইত সন্ধ্যাকালে অনাহারে আজমীর সহরে পঁহুছেন। তথায় মধুসূদন-মিত্র নামক কায়স্থ জাতীয় এক ব্যক্তি কমিশনর শ্রীযুত নারন সাহেবের আমলা। অতি সদাশয় ব্যক্তি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, ভগিনেয় এবং মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি পরিজনবর্গসহ আছেন। উক্ত মধুবাবু আজমীর সহরে সূর্য্যমল শেঠের বাটীতে থাকিবার স্থান করিয়া দেন। ঐ বাটীতে সকলের থাকা হয়। শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত অতি উত্তম বাটী। ভিতর মহলে অনেকগুলি ঘর আছে। বাহিরে বসিবার উত্তম দালান, কিন্তু পায়খানার এবং জলনিকাশের পথের বন্দোবস্ত নাই। বৃষ্টি হইলে বাটীর সকল জল এমন কি পায়খানার পর্য্যন্ত সম্মুখের দ্বার দিয়া নিকাশ হয়। এইমত আজমীর সহরের যত বাটী আছে, সকলেরই ঐ মত জল-নিকাশের পথ।

আজমীর

উক্ত বাটীতে সকলে রহিলেন। আমি, রামচরণ, বৈকুণ্ঠ সরকার (ও) শ্বেত-পাথরের মুটে আমরা চারিজন এবং পুষ্করবাসী পাণ্ডা রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দচাঁদ, চিন্তামণি ও মধুসিংহ সকলে পাহাড়ের উপর দিয়া যে পথ আছে ঐ পথ হইয়া আজমীরে পঁহুছান হইল। আজমীর সহরে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে। উত্তম উত্তম শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত ভবন। তাহাতে নানামত নক্সা আছে। খোদিত মূর্ত্তিসকল প্রস্তরে খোদিত আছে। সহরের নিয়মমত সকল জাতির বসতি এবং সর্ব্ব রকমের দোকান আছে। রাজার কেল্লা পাহাড়ের উপর। মাড়য়ারের রাজধানী অতি সুশোভিত সহর। শ্বেত-প্রস্তরের নানামত বাসন এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি আর সকল রকম খেলানা, সিংহাসন, কৌচ, কেদারা, মেজ ইত্যাদি জিনিস উত্তম উত্তম পাওয়া যায়।

আজমীর সহরে খাজা সাহেব বলিয়া এক পীর আছেন, বড় জাগ্রৎ। তাঁহার ফকিরগণ পথ হইতে যাত্রিগণকে লইয়া যায়। তথায় হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বজাতি দর্শনার্থে যায়, তাহার কারণ,

পীর খাজা সাহেব ও চন্দ্রনাথ শিব

ঐ স্থানে চন্দ্রনাথ নামে এক অনাদি শিব ছিলেন। তাঁহার নিকট এক বৃক্ষ ছিল। আজমীর সহরে মুসলমানের অধিক বসতি। একজন ভিস্তী জল সমেত আপন ভিস্তী ঐ গাছের উপর রাখিয়া আহারাদি করিতেছিল। ঐ গাছের উপর হইতে ভিস্তীর জল টোপা টোপা শিবের মস্তকে পতিত হওয়াতে, মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া প্রকট হইয়া ঐ ভিস্তীকে কহিলেন, "আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ, আমি দিব।" ঐ ভিস্তী কহিল যে, "তুমি কে?" শিব কহিলেন,

"আমি এই স্থানে আছি। আমি চন্দ্রনাথ শিব, এই বৃক্ষমূলে আছি। তুমি আজ আমার মস্তকে জলধারা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছ। এজন্য তোমাকে সদয় হইয়া বর দিতে আসিয়াছি।" ঐ ভিস্তী তখন কহিল, "যদি আমাকে বর দিবে, তবে এই বর দেহ, এই স্থানে তোমার যে নাম প্রকাশ আছে, তাহা গুপ্ত হইয়া আমার নাম প্রকাশ থাকে।" তাহাতে শিবজি কহিলেন, "তথাস্তু" অর্থাৎ তাহাই হইবে। "আমি গোপন হইলাম। আমার উপরে তোমার মসজিদ কবর হইবে, তাহাতে তোমার নাম খাজা সাহেব বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। কিন্তু তোমার যে কেহ সেবাতি হইবে, তাহারা মুসলমানের ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করিতে পারিবে না।" তাহা সে স্বীকার করিল। মহাদেব আশুতোষ স্বভাবে বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ঐ স্থানে ভিস্তী দেহত্যাগ করিয়া রহিলেন। তাহার কবর ঐ শিবের উপরে হইল। তাহার পরিবারগণ ফকির হইয়া শুদ্ধাচারে আছেন। ঐ ফকির শিবের পূজা এবং খাজা সাহেবের শিরনি দুইই প্রতিদিবস দিতেছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। যাহার যে মনের মানস মানত করিলে সিদ্ধ হয়। তাহাতে দিল্লীশ্বর ঐ মসজিদ নানাপ্রকার প্রস্তরে খচিত করিয়া তাহাতে নানারঙ্গের প্রস্তর খোদিত করিয়া স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সম্মুখে নাটমন্দির আছে। তাহার যে সমস্ত থাম আছে, তাহাতে খোদিত করিয়া সাঁকতির কর্ম্ম করা আছে। ঐ স্থানে সর্ব্বদা নর্ত্তকী-গণ নৃত্য-গীতবাদ্যাদি করে। বাটীর চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীরবদ্ধ। ঐ বাটীর মধ্যে সদাব্রতের ঘর আছে। তাহাতে ফকির ফাকরা থাকে। ঐ বাটীতে অনেক কুকুর আছে।

আজমীর যোধপুরের রাজার অধিকৃত ছিল। যৎকালে ইংরেজ বাহাদুর ভরতপুর জয় করিলেন, যোধপুরের রাজা কোম্পানী বাহাদুরের সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়া মায় কেল্লা আজমীর সহর দিয়া আপন তাবৎ রাজ্য স্বাধীন রাখিয়াছেন। ঐ কেল্লা মধ্যে কোম্পানী বাহাদুরের সৈন্যগণ আছে। পর্ব্বত-উপরে কেল্লা।

আজমীর হইতে পুনরায় মথুরা

৭ শ্রাবণ

আজমীর হইতে গমন করিয়া তথা হইতে দশ ক্রোশ কৃষ্ণগড়। ঐ স্থানে বাগিচাতে স্থিতি।

৮ শ্রাবণ

কৃষ্ণগড় হইতে দশক্রোশ পড়াসনি নামে এক গ্রাম। ঐ গ্রামের মধ্যে থাকিবার স্থান না পাইয়া গ্রামের প্রান্তে ময়দানে জায়গা, তাহার নিকট কূয়া এবং বৃক্ষাদির ছায়া আছে। ঐ স্থানে সন্ধ্যার সময় পঁহুছা হয়।

পড়াসনি

৯ শ্রাবণ

পড়াসনি গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া নদী। ঐ নদীতে মুখ প্রক্ষালন স্নানাদি করিয়া পার হইয়া এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের নিকট আসিতে এক ব্যক্তি উটের উপর সওয়ার হইয়া গাড়ী রোখিতে আইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কি জন্ত গাড়ী রোখিতেছ। তাহাতে সে ব্যক্তি কহিল যে, "তোমাদের সমভ্যারের একজন বাঙ্গালী মরিয়াছিল, তাহাকে দাহাদি না করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছ।" আমরা কহিলাম, "সমভ্যারের কেহ মরে নাই।" পরে তদারক করিতে জন্ত জন্ত যে সব যাত্রী পুষ্করে গিয়াছিল, তাহাদের একজন স্ত্রীলোক মরিয়া যায়। তাহার সমভ্যারী ব্যক্তি তাহাকে বনে ফেলিয়া আইসে। ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া

যথায় লাস তথায় চালান করিয়া দেয়। কিন্তু সে ব্যক্তি অতি গরীব জানিয়া, তাহার নিকট টাকা পাইবার পথ না দেখিয়া আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আইসে। আমরা তথা হইতে চারি ক্রোশ ছুহু বলিয়া এক গ্রামে আসি। তথায় বাজার ইত্যাদি আছে। মিষ্টান্ন পক্কান্ন দ্রব্য জলখাবার লইয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ

ছুহু গ্রাম

.... এক বটবৃক্ষ আছে, ঐ স্থানে থাকিবার কথা ছিল। ঐ উষ্ট্রারূঢ় ব্যক্তিকে সমভ্যার দেখিয়া তথা হইতে গমন করা হইল। ঐ স্থানে থানা আছে, কিন্তু আমাদিগকে কিছু কহিতে পারিল না, তাহার কারণ যোধপুরের রাজার রেশালা সকল ঐ স্থানে আছে। আমরা তথা হইতে বগড়ু গ্রামে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়াতে গাড়ী ইত্যাদি রাখিয়া আহারাদির উদ্যোগ হইতে লাগিল। এমত সময় ঐ উটের সওয়ার বটতলার পূর্ব্বদিকস্থ

বগড়ু গ্রাম

থানায় যাইয়া জানাইল যে, ইহারা আমাদের সরহদ্দের মধ্যে একটী মনুষ্য খুন করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে। ঐ থানাদার শ্রীযুত কালীবাবুকে তলব করায় নানা প্রকার বাদানুবাদের পর, তথায় যাইতে নানামত ভয় দর্শাইয়া পচিশ টাকা লইলেক, সুতরাং দিতে হইল, (কারণ) পরিবার সঙ্গে আছে। টাকা দিয়া আহারাদি করিয়া তথা হইতে রওনা হইয়া তিন ক্রোশ আসিয়া বড়েনা নামে এক গ্রাম। তথায় রাত্রে পহুছা হয়। দোকান আছে, ধর্ম্মশালা আছে। দোকানে

বড়েনা গ্রাম

রাত্রে থাকা হইল। ঐ দিবসের ক্লেশের কথা কিছু লিখিতে পারিলাম না। সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ, দেবতার বৃষ্টি ঐ দিন দিবারাত্র।

১০ শ্রাবণ

বড়েনা হইতে ছয়ক্রোশ বাউড়ি। ঐ গ্রামে থাকা হয়।

১১ শ্রাবণ

বাউড়ি হইতে আট ক্রোশ আসিয়া জয়পুর সহর। বাজারের মধ্যে এক ঘর লইয়া তাহাতে আহারাদি। বাহিরে দোকানের ঘর লইয়া তথায় আমরা সকলে থাকি। ঐ দিবস বৃষ্টি হয়। আহারান্তে নগর ভ্রমণ, সকল দেবালয়ের দেব-দর্শনাদি করিয়া, রাজার বাগানে ব্যাঘ্র ও হরিণ ইত্যাদি পশুগণের শোভা দেখিয়া, পুষ্করিণীতে জলচর পক্ষীগণের শোভা দেখিয়া, বাসায় স্থিত।

জয়পুর

১২ শ্রাবণ

জয়পুরে দর্শনাদি করিয়া যে সমস্ত প্রস্তর ইত্যাদির দ্রব্যাদি ছিল, তাহার পাশ পরোয়ানা রাজসরকারে করাইয়া, আর যে যে দ্রব্য জয়পুরে লইবার তাহা লইয়া ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় ঘাটদরজাতে আসিয়া থাকা হয়।

১৩ শ্রাবণ

ঘাটদরজা হইতে দশ ক্রোশ মোহনপুরা। ঐ স্থানে অবস্থিতি।

১৪ শ্রাবণ

মোহনপুরা হইতে দশ ক্রোশ দোশাগ্রাম। ঐ গ্রামে ঘর পাওয়া যায় না; অনেক ক্লেশে ছোট ছোট পাঁচ ছয় ঘর পাওয়া হইল, তাহাতে সকলে অতি কষ্টে কালযাপন করা হইল।

দোশা

১৫ শ্রাবণ

সেকেন্দরা

দোশা হইতে দশ ক্রোশ সেকেন্দরা। ঐ স্থানে মুন্দি ও নামদা ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। ঐ স্থানে রাত্রে দোকানে পুরি তৈয়ার করাইয়া আহারাদি করিয়া সরাই মধ্যে থাকা হয়।

১৬ শ্রাবণ

বেশোড়া

সেকেন্দরা হইতে দশ ক্রোশ বেশোড়া। ঐ গ্রামে দোকান আছে, তথায় দোকানে থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না। ঐ স্থানের নিকট এক বৈরাগীর দেবালয় আছে। তাহার নিকটে ভাল ময়দান মত স্থান ছিল, তাহাতে গাড়ী রাখিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া, তথায় খেচরান্ন করিয়া, সকলে আহারাদি করিয়া ঐ স্থানে থাকিবার কথা হইল; কিন্তু ঐ বৈরাগী প্রথমে কাহাকেও থাকিতে দিতে সম্মত হইল না, পরে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া ঐ দেবালয়ের বাটীতে শয়ন করা হইল। সম্মুখ দ্বারে স্ত্রীলোক সকল, মন্দিরের দরদালানে আমরা সকলে রাত্র গুজরান করিলাম।

১৭ শ্রাবণ

ছোকরাবার

বেশোড়া হইতে দশ ক্রোশ ছোকরাবার; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তথায় পঁহুছান্ হইল।

১৮ শ্রাবণ

গাগর-আনি

ছোকরাবার হইতে এগার ক্রোশ গাগর-আনি।

১৯ শ্রাবণ

সাগর-স্নানি হইতে দশক্রোশ লোঁক, কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য। ঐ স্থানে বেলা চারিদণ্ড থাকিতে পঁহুছিয়া পুষ্করিণীর নিকট তথায় এক ব্রাহ্মণের বাটী আছে। উহার তীরে শিবালয়, রাস্তাপারে এক বৈরাগীর সমাজবাটী, আর আর অন্য অন্য লোকের বাটী ঘর আছে। তথায় ছুতার মিস্ত্রীর কাষ্ঠগড়ন হইতেছে। ঐ স্থানে নিম্বৃক্ষ-মূলে আহারাদির উদ্যোগ করা হইল। তথা হইতে বাজার নিকট। দশ বার দোকান আছে; সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ঐ দিবস অরহর দাল পাওয়া হইল এবং গমের আটা, ভাল চাউল (ও) তরকারি পাওয়া হইল। জয়পুরের পথে আহারা-দির অন্য দ্রব্য কিছু পাওয়া যায় না। জুয়ার (ও) বাজরার আটা, আর মওটের দাল অনায়াসে পাওয়া যায়। তদ্দেশের সকল মনুষ্যে ঐ সকল দ্রব্যাদি আহার করে। বাটী-লেটী ইহাতেই কাল-হরণ। অনেক ভল্লাসে বিবিধ দাল, (ও) গম যবের মিলাও আটা পাওয়া যায়, দাম অধিক। তরি তরকারি কিছু পাওয়া যায় না। পথে বন-উদ্ভিদ শাক আর ফল—তাহারই তরকারি করিয়া তাহাতেই আহারাদি। এই মতে কালহরণ করিয়া তীর্থভ্রমণাদি করিয়া লোঁকে আসিয়া পহুছান হইল। ঐ স্থানে ঐ দিবস থাকিয়া অরহরের দাল (ও) তরকারি করিয়া আহারাদি হইল। রাত্রে ঐ বৃক্ষমূলে শয়ন। রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে সকলে বসিয়া থাকা হইল, থাকিবার জন্য ঘর পাওয়া গেল না। কেহ ছত্র, কেহ মুগী, কেহ বস্ত্র, কেহ কম্বল, কেহ দুই ইত্যাদি আবরণ করিয়া,

কেহ কেহ শিবমন্দিরে, কেহ বা গাড়ীর উপর অর্থাৎ ভিতরে, কেহ নীচে, কেহ কাহারও বাটীর কানাচিতে, কেহ বা বৃক্ষের আড়ে রহিল; কেবল শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাপড়ের ছাতা মুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে সকল শরীর আচ্ছাদন করিয়া নিদ্রা গেলেন। (আর) সকলে জাগ্রতে রাত্রি গত করিলাম।

২০ শ্রাবণ

শোঁক হইতে ছয় ক্রোশ সসা। তথায় আসিয়া স্নানাদি করিয়া ঐ স্থান হইতে মথুরা চারিক্রোশ। বেলা আড়াই প্রহর গতে মথুরা পহুছিয়া চৌবের সহিত কথোপকথন হইতে এনত বৃষ্টি আসিল যে, জলের আস্ফালনে গাড়ী চলিতে পারে না। পরে বৃষ্টি কিঞ্চিৎ নিবারণ হইলে মথুরা হইতে তিন ক্রোশ শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম, তথায় সন্ধ্যাগতে পঁহুছান হইল। ব্রহ্মকুণ্ডের অষ্টমীর মেলা। যে অগ্রবিহারীর কুঞ্জে থাকা হইয়াছিল, আমরা জয়পুর-পুষ্কর গমন করিবার পর ঐ কুঞ্জের কামদায় বৃন্দাবন সরকার অন্ত যাত্রী তুলিয়াছে, এজন্ত ঐ বাটীতে থাকিবার স্থান না হওয়ায় শ্রীযুত শুকদেব ব্রজবাসীর যজমান শেঠের কুঞ্জে আসা হইল। ঐ রাত্রে সকলেরই পুরি কচুরি আহার হইল। পথে আমার নাসায় ব্যামহ হয়। তাহার পর ডের ক্রোশ পদব্রজে আসিয়া সকলের সমভ্যারে বৃন্দাবনে পঁহুছি।

সসা

বৃন্দাবন

২১ শ্রাবণ

ঐ শেঠের কুঞ্জের উপরের ঘরে রসুই ইত্যাদি হইয়া

সকলে আহারাদি করিল। আমি রুটী আহার করিলাম। পরে বাটী অম্বেষণ করিতে করিতে অনেক বাটী দেখা হইলেও

শ্যামসুন্দর

সুবিধামত বাটী পাওয়া গেল না। পরে বংশীবটের নিকট শ্যামবাজারনিবাসী ৺কৃষ্ণ-বসুর পুত্র ৺গুরুপ্রসাদ বসু যে কুঞ্জ করিয়া শ্রী৺শ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ বাটী চারিখণ্ড, উত্তম বাড়ী, জল নিকট, যমুনার তটে ধীরসমীরের ঘাটে স্নান, বংশীবট নিকটে এবং বাটীর ভিতরে দুই কূয়া আছে। ঐ বাটীতে গুরুপ্রসাদ বাবুর পরিবার—তাঁহার স্ত্রী, দুই কন্যা ও পৌত্রী আছেন। কুঞ্জের কামদার আঁটিপুরনিবাসী শ্রীযুত রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী অতি সদাশয় ব্যক্তি। ঐ বাটী ভিতরের ঘর সকল একতলা, কিন্তু ঘর চওড়া, তাহাতে থাকিবার ক্লেশ নাই।

২২ শ্রাবণ

গুরুপ্রসাদ বাবুর কুঞ্জ, যাহাকে লালাবাবুর কুঞ্জ কহে,

লালাবাবুর কুঞ্জ

তাহাতে স্থিতি হইল। বাটীর ভিতরের উত্তরের খণ্ড স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্থান। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকে দোতলার উপরে আমাদের থাকিবার ঘর। ঐ ঘরের সম্মুখের ছাত হইতে বংশীবট এবং যমুনাদর্শন উত্তমরূপ হয়।

২৩ শ্রাবণ

একাদশী, বৃন্দাবনপরিক্রম, তৃতীয়াবধি ঝুলন আরম্ভ, কিন্তু

বৃন্দাবনে ঝুলন

একাদশী অবধি বাহুল্য হয়। শ্রীধামে যত দেবালয় আছে, সকল স্থানেই ঝুলন হয়।

বৈকালে ছয় দণ্ড দিন থাকিতে অবধি বার হইয়া দর্শন আরম্ভ হয়, ক্রমে সর্ব্বত্র দর্শনযাত্রা।

২৪ শ্রাবণ

প্রাতে যমুনায় স্নান তর্পণাদি করিয়া গোপেশ্বর দর্শনান্তর গোপীনাথ দর্শন, বৈকালাবধি ঝুলন-দর্শন। ব্রজবাসিনী সকলে আপন আপন গৃহমধ্যে ঝুলে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ঝুলনের গীত গায়, তাহাতে কাহাকেও কাহার লজ্জা নাই, কি শ্বশুর কি ভাশুর, কি স্বামী, কি পিতা, কি ভ্রাতা, যে কেহ গুরুতর ব্যক্তি থাকুক তাহাতে শঙ্কা নাই, বরং তাহারা সম্মুখে আইসে না। সকল স্ত্রীলোক শ্রাবণ মাসে উন্মাদিনী হইয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বর্ণনে মগ্ন থাকে।

২৫ শ্রাবণ

যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া দর্শন-যাত্রা।

২৬ শ্রাবণ

নানা-জ্বরে শয়ন।

২৭ শ্রাবণ

স্নানাদি করিয়া দর্শন, পরে বৈকালে সর্ব্বত্র ঝুলন-দর্শনার্থ গমন। দেবালয়সকল উত্তমরূপে সুলক্ষীভূত করা। লালাবাবুর কুঞ্জে ঝাড়-লণ্ঠন, দেয়ালগিরি অনেক প্রজ্বলিত হয়। শ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্র ঝুলনে বৈসেন নাই, তেঁহ সিংহাসনে থাকেন, অন্য মূর্ত্তি আনিয়া ঝুলন হয়। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির, তাহাতে ঝুলনচৌকি বসায়। শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউর ঝুলনচৌকি অতি সুগঠন। শ্রীবৃন্দাবনে যেমত ঝুলন-চৌকির

লালাবাবুর কুঞ্জে ঝুলন

সুঠাম গঠন এতাদৃশ কোথাও দেখা যায় না। সকল দেবালয়ে সকল দেব ঝুলনচৌকিতে আসিয়া ঝুলন হয়, কেবল শ্যামসুন্দর রাধাদামোদর যে মন্দিরে আছেন, তাঁহারা এবং বৃন্দাবনচন্দ্র আর কৃষ্ণচন্দ্র এই কয় মূর্ত্তি অচল আছেন। ইঁহাদিগকে সিংহাসন হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। বৃহৎ বিগ্রহ পদ্মাসনসমেত সিংহাসনে আঁটা আছেন। এই তিন দেবালয়ে অন্য শ্রীমূর্ত্তি লইয়া ঝুলন হয়। স্থানে স্থানে নানামত নৃত্য গীত মহোৎসব হইতেছে। নানামত দ্রব্যাদিতে চৌকির সম্মুখ শোভাযুক্ত হয়, পাশা সতরঞ্চ ইত্যাদি খেলা থাকে। রাধাকৃষ্ণ-লীলাতে মগ্ন হয়। বঙ্কুবিহারীর ঝুলন তৃতীয়ার দিবস হয়, আর হয় না।

শেঠ যে রঙ্গচারীর রঙ্গনাথের মন্দির করিয়াছে, তিন-হারা প্রাচীর রঙ্গনাথের মন্দির, স্থানে স্থানে নানামত দেবমূর্ত্তি আছে, নারায়ণ মূর্ত্তি সকলই চতুর্ভুজ। এ সকল মূর্ত্তি অচল। রঙ্গনাথ শ্রীরামমূর্ত্তি আছেন।

রঙ্গনাথের মন্দির

তাঁহার সকল লীলা হয়। রঙ্গনাথের ঝুলন হয়। হিন্দোলা স্বর্ণনির্ম্মিত, অতি উৎকৃষ্ট লক্ষ মুদ্রাতে হিন্দোলা তৈয়ার হয়। ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগিরি রাশি রাশি; ষোল ডাল কুড়ি ডাল ঝাড়, ছাপান্নটা পাঁচ ডালের দেওয়ালগিরি, ত্রিশ বৈঠকি চারি ঝাড়, কি ঝাড়ে আশি ফানস্; ইহা ভিন্ন লণ্ঠন আছে, এই সব আলো হয়। বৃহৎ বৃহৎ মুকুর সকল আছে, তাহাতে বাটী অতি সুশোভিত হয়। ঐ দিবস মধ্যখণ্ডে যে পুষ্করিণী আছে, তাহাতে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ হয়।

সন ১২৭১ সালের মাহ চৈত্রে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামের ৺নন্দ-

কুনার বয়ুর কুঞ্জ হইতে কুম্ভের মেলাতে শ্রী৺হরিদ্বার স্নানার্থে গমন।

ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে শ্রীবৃন্দাবনে ফুলদোলের সময় কুম্ভের মেলা হয়। এই মেলা দ্বাদশ বৎসরান্তর হয়। প্রথমে ফুলদোলে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমের মেলা অন্তে হরিদ্বার গমন করে। মেলাতে নানা দেশ, পাহাড়, জঙ্গল হইতে খাকি, বৈষ্ণব, গিরি, পুরী, ভারতী, রামাত, সন্ন্যাসী, গোস্বামী, আখড়াধারী, মোহান্ত, নাগা ইত্যাদি অবধূতগণ আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে থাকে। খাকি ইত্যাদি বৈষ্ণবগণ যমুনার চড়ার মধ্যে বেদীর উপর আসন করিয়া ঐ স্থানে থাকিল। খাকি বৈষ্ণব দশ হাজার; তাহাদিগের সমভ্যারে নানা প্রকার শিলা আছে এবং নৃসিংহ মূর্ত্তি ও গোপাল মূর্ত্তি। এমত প্রকার দেবসেবা চড়ার উপরে স্থানে স্থানে হইতেছে। শঙ্খ ঘণ্টা ঝড়ি কাঁসর মৃদঙ্গ করতাল খঞ্জরী ইত্যাদি বাদ্যধ্বনি করিয়া সময় সময় ভজন করা হয়। যমুনার চড়া কালিয়দহ হইতে গহ্বর-বনের নিকট পর্য্যন্ত। এই মত মহানন্দে আনন্দযুক্ত হইয়া বালুকাময় ভূমি স্বর্গতুল্য হইয়াছিল। খাকিগণ যে যে আসন করিয়া বসিয়াছিল, তথা হইতে মেলা ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও যান নাই। পনর দিবস মেলা ছিল। ইতোমধ্যে দুই তিন দিবস এরূপ বৃষ্টি ও বাতাস হইল যে, মনুষ্যগণ আপন আপন আশ্রমে থাকিয়াও আসিতে ভীত হইয়া কম্পমান; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় সাধুগণ ঐ যমুনার চরমধ্যে থাকিয়া, ধুনী তাপিয়া ভজনানন্দ হইয়া, ভজনে মগ্ন রহিল। তাহাতে কিছু ক্লেশ বোধ নাই। দিবাতে পূজা পাঠ গান বাদ্য ইত্যাদি স্থানে স্থানে হইয়া পরমানন্দে মগ্ন। চিত্রকূট-

বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা

নিবাসী এক খাকি বাবাজি মৃদঙ্গে বড় ভাল ছিলেন। তাঁহার বাদ্য শুনিবার জন্য প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকের মেলা হয়। এমত মৃদঙ্গের বাদ্য প্রায় কেহ শুনে নাই। এই সকল সাধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না। যে কেহ আপন ইচ্ছাতে উহাদিগকে ভোজন দ্রব্য, ধুনীর কাষ্ঠ, গাঁজা চরস ভাঙ্গ দিতেছে, তাহাই সকলে বণ্টন করিয়া লইয়া আনন্দে ভজন করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রী৺রাধারাণীর এরূপ কৃপা আছে যে, কেহ এ ধামে উপবাসী থাকে না। এই সকল সাধুদিগের সেবার দ্রব্যাদি সকলে যোগাইয়া দেয়। এক দিবস এমত হইল যে, কেহ সাধুদিগের কিছু আহার্য্য পঁহুছায় না; তাবৎ দিবা গত হইল, তথাচ আহার্য্য, কি ধুনীর কাষ্ঠ কিছু না পাওয়াতে সন্ধ্যা আরতি করিয়া সকলে ভজনে মগ্ন হইল। এইরূপ নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম। রাত্র এক প্রহর পর্য্যন্ত সকলে সমাপন করিয়া পরস্পর প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া, আপন আপন যোগাসনে যোগ-সাধন করিতে উপবেশন সময়ে শ্রীধামের কোতোয়াল—জাতিতে মুসলমান, অশ্বারূঢ় হইয়া যমুনার চড়াতে যাইয়া, আপন গণ সমভ্যারে পদব্রজে সাধুদিগের নিকটে গমন করিয়া শুনিল যে, অদ্য সাধুসকল উপবাসী আছেন। তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে বিশ মণ পুরি, কচুরি এবং তদুপযুক্ত চিনি আর ধুনীর জন্য পঞ্চাশ মণ কাষ্ঠ, পঁচিশ মণ কাণ্ডা এবং তামাক চরসের খরচ পাঁচ টাকা দিয়া গমন করিল। এই মতে প্রতি দিবস সাধুদিগের সেবা হইত।

যে-সমস্ত সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যমুনার তীরে ছিলেন। ইঁহাদের ভিক্ষা করা ছিল, দিবাতে চুটকি পর্য্যন্ত

করিত। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে গিরণার পর্ব্বত হইতে এক মৌনী-

গিরণারের মৌনী বাবা

বাবা আসিয়াছিলেন। তেঁহ ছত্রিশ বৎসর মৌনভাবে আছেন। অন্নাদি আহার করেন না—ফলাহারী, অযাচক। তাঁহার সহিত গিরণারবাসী এবং আবু-পাহাড়বাসী দশজন ছিল, আর এক ঘোড়া (ও) দুই চেলা; তাহারা বংশীবটের ঘাটের উপরে অশ্বত্থ-মূলে আসন করিয়াছিল। ঐ মৌনীবাবার আশ্চর্য্য তপস্তা, বৃক্ষশাখাতে রজ্জু দিয়া ঐ রজ্জুপরে চুরাশি আসন প্রত্যক্ষে করা, নীচে প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপ। এই মত প্রতি দিবস প্রাতে সন্ধ্যায় নিয়ম আছে। আহারাদির ফলাহারী দ্রব্য যদি কেহ আনিয়া দেয়, তাহা গ্রহণ করেন। অন্ন অন্ন ব্যক্তিগণের ভোজন দ্রব্য যাহা দেয়, তাহা লইয়া সকলকে বণ্টন করেন। আপনার ফলাহারী দ্রব্য যে দিবস কোথাও পাওয়া না যায়, সে দিবস বিল্বপত্র আহার করিয়া দিনাতিপাত হয়। এই নিয়মে তাঁহার থাকা হয়।

শ্রীধামে বার আখড়া আছে। ঐ সকল আখড়াধারীরা আপন আপন গদি হইতে আইসে। তাহাদের সমভ্যারে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নীলগাও, মৃগ, হরিণ, নীলবানর ইত্যাদি পশুগণ আছে।

বৃন্দাবনের আখড়া

ঘোটক (ও) উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ডঙ্কা, উষ্ট্র'পরে কড়া-বিন আর তাসের ও কিংখাপের ও আলোয়ানের নিশান সকল। সঙ্গে আটটা, কাহার দশ, কাহার বার, ইস্তক আট নাগাইদ চব্বিশটা নিশান। যাহার যেমত গদি তাহাদের সহিত সেই মত নিশান। এক এক নিশানের মূল্য ইস্তক আটশত নাগাইদ আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত আছে। ঐ নিশানের রক্ষক তিন চারি শত নাগা অস্ত্রধারী, অস্ত্র চালনা করিতে করিতে,

বাদ্যধ্বনি-বন্দুক কামান কড়াবিন আওয়াজ করিতে করিতে, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইল। আখড়ার মোহন্ত হস্তীতে, রূপার আমারি, তাহার উপর শ্বেত চামরের ব্যজন, আশাশোটা বল্লম ছড় সোণা রূপার, এই মত আসবাবে আসা হয়। যখন বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হয়, তাহার পূর্ব্বে মথুরায় আসিয়া সংবাদ হয়। বৃন্দাবন হইতে আপন আপন আখড়ার বৈরাগীগণ অগ্রগামী হইয়া এথান-কার আসবাব সকল লইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া আইসেন। আপন আপন গদিতে পঁহুছিয়া মেলা পর্য্যন্ত থাকিয়া সকলে এক এক দিন কড়াই করে অর্থাৎ ঠাকুর সকলকে উত্তমরূপে আহার করায়।

যে বার আখড়া আছে তাহার নাম :—

দিগম্বরী, পরমার্থী, বলভদ্রী, মালাধারী, নিক্ষরী, নির্ব্বাণী, বিষ্ণুস্বামী, হনুমানওয়ালা, ধুরিআল, মুলুকজি ...

শ্রীধামে ঝুলদোলের মেলা দেখিয়া এবং পরিক্রমাদি করিয়া হোরি খেলার মেলা হইলে পর বেলবনে হোরির মেলা দেখা হয়।

বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার

৫ চৈত্র—

শ্রীধাম হইতে প্রাতে সর্ব্বত্র দর্শন-যাত্রা সাঙ্গ করিয়া আহারাদির পরে যমুনা পার হইয়া মাঠগ্রাম হইয়া কোররি নামে এক গ্রাম, তথায় রাত্রে স্থিতি।

৬ চৈত্র—

খএর গ্রাম

কোররি হইতে দশ ক্রোশ পথ খএর নামে এক গ্রাম। তথায় বাগানে আহারাদি করিয়া রাত্রে সরাই মধ্যে যে বাগানে আহার করা হয়, তাহা হইতে তিন ক্রোশ। ঐ বাগানে তিত-সজনা-ফুলের রসুই হয়। ঐ বাগানের কূয়ার মধ্যে ডোল পড়ে; নবকৃষ্ণ ঐ কূয়াতে রশি ধরিয়া নামিয়া অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া ডোল তুলে। ত্রিশ হাত নীচে জল।

৭ চৈত্র—

খুরজা

খএর হইতে দশ ক্রোশ খুরজা। তথায় এক বাগানের মধ্যে আহারাদি করিয়া সহর মধ্যে সরাইতে থাকা হইল। এই স্থানে যথেষ্ট কম্বল প্রস্তুত হয়।

৮ চৈত্র—

খুরজা হইতে ৮ ক্রোশ গোলাচি। মাঠে এক অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে আহারাদি করিয়া গ্রামের মধ্যে ময়দানে থাকা হয়।

গোলাচি

৯ চৈত্র—

গোলাচি হইতে ছয় ক্রোশ হাপর, সহরের ন্যায় বসতি। সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বাজারের শৃঙ্খলামত দোকানাদি আছে। ঐ স্থানের পাঁপর অতি উত্তম, কিন্তু দিবাতে ভাল পাঁপর পাওয়া যায় না, সন্ধ্যার সময় উত্তম মিলে। ঐ স্থানে এক বাগানে আহারাদি করিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ যাইয়া এক গ্রাম। তাহার মধ্যে রাত্রে স্থিতি।

হাপর

১০ চৈত্র—

উক্ত গ্রাম হইতে ৮ ক্রোশ মিরাট। অতি উত্তম স্থান। কোম্পানি বাহাদুরের ছাউনি আছে। কমবেশ দেড়শত বাঙ্গালী আছেন। এক কালীবাড়ী আছে; তথায় একজন ব্রহ্মচারী আছেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে সর্ব্বত্রে এক এক শ্রী৺কালীবাটী আছে। তাহার খরচ সকল বাবু-লোকে মাসিক নিয়মমত দেন। এই কালীবাটী দুই কারণে হয়—এক কারণ, বাঙ্গালী যে সমস্ত মনুষ্য ষ্টেশনে ভিক্ষা কিম্বা কর্ম্মার্থে, কি দেশ ভ্রমণে আগমন করেন, যাঁহার সহিত কাহারও আলাপ নাই, ঐ সকল ব্যক্তির থাকিবার স্থান কালীবাটী, কেহ বাসাতে

মিরাট

স্থান দেয় নাই। দ্বিতীয় কারণ—এতদ্দেশে যে জীবহিংসা করে, তাহাকে অতি হেয় জ্ঞান করে। কাহারও মনে বৃথা-মাংস ভক্ষণ করিব না এই ভাবের উদয় হইলে, মহাদেবীর নিকট বলি প্রদান করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ হয়।

মিরাটে লালকুর্তির বাজারের নিকট বেহালা-নিবাসী দিগম্বর মুখোপাধ্যায়ের এক বাঙ্গালা আছে। তাহাতে বাবুদিগের সর্ব্বদা বৈঠক হয়। মুখোপাধ্যায়ের সরাবের কারবার আছে।

মিরাট সহর অতি উত্তম, তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত সহরের বসতি। স্থানে স্থানে বাজার আছে। সকল বাজার উত্তম শৃঙ্খলাযত। আহারাদির ভাল ভাল জিনিস পাওয়া যায়। চৈত্র মাসে কপি, মটর-শুটি, বিট-পালম ইত্যাদি ভাল মত পাওয়া গেল, আর আর সকল তরকারি আছে, কেবল পটল মিলে না।

মিরাটে জজ, কলেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর ইত্যাদির কাছারি আছে। জিহালখানার পার্শ্বে ডাক্তারখানা। সহরের বাহিরে কেম্প; তথায় গোরাবারিক এবং কালাপল্টন। ঐ স্থানে পল্টনের সাহেবদিগের বাঙ্গালা এবং ইলেক্‌ট্রিক-টেলিগ্রাফ আফিস।

আমরা সহরের ভিতর সকল বাজার ভ্রমণ করিয়া, নানা-জাতীয় দ্রব্য দেখিলাম। বাঙ্গালী দেশোয়ালী পঞ্জাবি ফিরিঙ্গি মুসলমান ইত্যাদি দোকানদার সকল উত্তম উত্তম দোকান সকল সুসজ্জিত করিয়াছে, তাহাতে সকল দেশের দ্রব্য পাওয়া যায়। উত্তম উত্তম কম্বল আছে, আর আর নানাবর্ণের সূতা উল পশমের বস্ত্রাদি আছে। মিরাট সহরের তামাক সকল রকমের আছে। সহরের লালকুরতির বাজারে দাদ ছোলা গুড় কপি

আলু মটরশুটী পান সুপারি তামাক ইত্যাদি দ্রব্যাদি লইয়া, সহরের বাহির তিনক্রোশ যাইয়া, তথায় বাগানের ভিতর গাড়ী ইত্যাদি ঐ স্থানে ধরিয়া আহারাদির উদ্যোগ হইতেছিল। তথায় আমরা বেলা এগার ঘণ্টার সময় পহুছিয়া, ঐ স্থানে স্নানাদি করিয়া, আহারের উদ্যোগ। যে পুষ্করিণীতে স্নান হইল, তাহার জল অতি উত্তম। আহারাদি করিয়া রাত্রে সরাই মধ্যে স্থিতি।

১১ চৈত্র

মিরাট হইতে দশক্রোশ মজফরনগর। ঐ স্থানে এক

মজফরনগর

বাগানে থাকিয়া দিবাতে আহারাদি করিয়া ঐ বাগানে স্থিতি।

১২ চৈত্র

মজফরনগর হইতে এগার ক্রোশ কাজিকাপুর। এই স্থানে

কাজিকাপুর

এক আম্রবাগানে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যাগতে সহর মধ্যে সরাই আছে তন্মধ্যে স্থিতি।

১৩ চৈত্র

কাজিকাপুর হইতে বারক্রোশ রুড়কি। নূতন সহর হইতেছে। এই স্থানের নাম "নিউ কলিকাতা" কোম্পানি-বাহাদুর

রুড়কি

রাখিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। যত বিষয়ের কল আছে, স্থাপিত হইয়াছে।- যত বিষয়ের কল আছে তাহার শিক্ষার জন্ত এই কলেজ। বিলাতে কলেজ আছে, আর এই রুড়কিতে এক

কলেজ। আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী যাহার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়, তাহারা যে কলেজে পড়িতেছে তাহার সার্টিফিকেট্ লইয়া এই কলেজে পড়িতে আসিলে যে ব্যক্তি যে কলেজে যত টাকা স্কলারসিপ্ পাইতেছে, ঐ টাকা আর এখানকার নিরূপিত আট টাকা পাইবে। বাঙ্গালা হইতে হিন্দুকলেজের ফার্ষ্টকেলাস্ হইতে শ্রীযুত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় আসিয়া, এখানে ফার্ষ্টকেলাসে ভর্ত্তি হইয়া, প্রশংসনীয় হইয়া উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। এরূপ বালক কেহ এ প্রদেশে পড়িতে আইসে নাই। ইতিপূর্ব্বে জনৈক বাঙ্গালী বালক দিল্লী কলেজ হইতে যাইয়া ফার্ষ্টকেলাসে ভর্ত্তি হইয়াছিল। সে ব্যক্তিও উত্তম ছিল, কিন্তু মধু'র ন্যায় নহে। আর বাঙ্গালি বালক কেহ নাই। এই স্থানে আর দুই জন বাঙ্গালি কেনেল ডিপার্টমেণ্টে আছেন। ঐ দপ্তরে কলিকাতানিবাসী উমাচরণঘোষ (ও) গুপ্তিপাড়ার নিকট (বাসস্থান) গিরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই জন বাঙ্গালি বাবু সহরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট কর্ম্মকারক আছেন। আর অনেক ফিরিঙ্গি ও গোরামিস্ত্রী এবং কেরাণী আছে, তাহাদের এক এক বাঙ্গালা আছে। কয়বেশ বাটিজন আছে।

এই স্থানে এক পণ্টন আছে, তাহার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ আছে। লোহার খানা আছে, তাহাতে নানামত লোহার দ্রব্যাদি তৈয়ার হইতেছে। লোহাতে এমত ফুট দিতেছে যে, জলের ন্যায় গলিয়া যায়। এই লোহার খানার লোহা গলাইবার যে ঘর তাহার ইট বিলাত হইতে আসিয়াছে। সে ইট বাঙ্গালা কি এতদ্দেশে জন্মে নাই। ইটের রঙ্গ শুভ্র, অনেক অগ্নির উত্তাপ পাইতেছে অথচ

গলে নাই। অতিশয় মজবুত ইট। ঐ লোহার খানাতে লোহার বোট হইতেছে। ঐ সকল বোট নহরেতে বহন করে। কমবেশ তিনশত বোট প্রস্তুত আছে এবং হইতেছে।

রুড়কির নহর

রুড়কিতে যে পুল হইয়াছে, এমত পুল কোথাও নাই। বড় মজবুত এবং সুডৌল। পুলের দুই মহড়াতে যে দুই ব্যাঘ্র তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে বৃহৎ আকৃতি—ভয়ানক মূর্ত্তি। নহরের দুই ধারে পোক্তা গাঁথনি উত্তম, সুরকির বজ্ররাটী করা। নহরের অতিশয় শোভা। পুলের পারে বাজার সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে, শৃঙ্খলামতে দোকান স্থাপিত। উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। নহরে জল ৩ ফুট চলিবার হুকুম। অধিক জল থাকিবার আদেশ নাই। যখন জল শুখাইয়া নহর মেরামত করিতে হয়, হরিদ্বারে যথা হইতে এই গঙ্গার নহর আসিয়াছে, তথায় বন্ধ করিলে জল শুখাইয়া যায়। তাহার পর মেরামতাদি হয়। এই নহরের শাখা-নহর স্থানে স্থানে অনেক হইয়াছে। অনেক কারণ জন্য গঙ্গায় এই নহর করিয়াছে। হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) পর্য্যন্ত জলপথে বাণিজ্যাদি হইবার কিম্বা সরকারি যুদ্ধাদির দ্রব্যাদি যাতায়াত করিবার পথ ছিল না। এই নহরে অনায়াসে নৌকা গতায়াত করিতেছে। আর এতদ্দেশে বহুস্থানে জলকষ্ট জন্য শস্যাদি জন্মিত না, মরুভূমির ন্যায় ভূমি সকল পতিত থাকিত; এক্ষণে এই প্রধান নহর হইতে গ্রামে গ্রামে নহর চালাইয়া ভূম্যাদি আবাদ করাইতেছে। ফি বিঘায় জল-খরচ ।০ চারি আনা ধার্য্য করিয়াছে। ইহাতে রাজা প্রজা দুইয়েরই লাভ অথচ প্রজা পরম সুখী। রুড়কিতে এই নহরের মুখে এক নদী আছে। ঐ নদীর জল

লহরের নীচে দিয়া যাইতেছে; লহরের জল নদীর উপর হইয়া আইসে। কাহার জলের সহিত কাহার জল মিশ্রিত হয় না। নদীর জল লহর হইতে নীচে আছে, এ জন্য ঐ নদীর উপর পুল করিয়া তাহাতে লহরের জল আসিতেছে। লহর সর্ব্বত্রে সমান ভাবে আসিতেছে, উচ্চ নীচ নহে। তাহা হইলে সর্ব্বত্র সমান জল থাকে না, কোথাও লহর নীচে দিয়া চলিতেছে, উপরে নদী বহিতেছে।

এই রুড়কির লহরের নিকটে এক বাগান আছে। ঐ বাগানে ঐ দিন স্থিত হইয়া আহারাদি করিয়া রুড়কির পুল ইত্যাদি যে সমস্ত কল-কারখানা আছে, তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া, বাজারে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা লইয়া, রাত্রে ঐ বাগানে থাকা হইল।

১৪ চৈত্র সোমবার

প্রাতে রুড়কি হইতে ছয়ক্রোশ যাইয়া এক আম্র বৃক্ষের নীচে আহারাদি করা হয়। তথায় লহরের জলে স্নানাদি। ঐ স্থান হইতে জলাপুর চারিক্রোশ। তথায় যে লহরের মুখে নদী পড়িয়াছে, তাহার লহর ঐ নদীর নীচে হইয়া আসিতেছে, নদী উপরে চলিতেছে। এই জলাপুরে পাণ্ডাদিগের বাটী। আঠার শত ঘর পাণ্ডা জলাপুরে ও কখলে আছে। জলাপুর হইতে হরিদ্বার তিন ক্রোশ। এই স্থানে হরিদ্বারের মেলা জন্য তোপখানা এবং এক কালা-পল্টন গার্ড আছে। অস্ত্র কি বন্দুক ইত্যাদি যাহাতে গোলা-গুলি চলে কিম্বা বড় লাঠী লইয়া কেহ প্রবিষ্ট হইতে না পারে; তাহার তল্লাসী গার্ডের

জলাপুর

মঙ্গুব্যোর লইয়া তবে তাহার ভিতর প্রবেশ হইতে দেয়। এই মত চতুর্দ্দিকে গার্ড আছে। আমরা তল্লাসী দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া, বাজারের কিছু দূরে এক ময়দান জায়গাতে গাড়ী রাখিয়া রেতিতে আসন করিয়া রাত্রে ঐ স্থানে থাকা হইল। সদভ্যারের সকল আসবাব ঐ রাত্রে পাণ্ডার বাটীতে রাখিয়া আসা হইল।

১৫ চৈত্র মঙ্গলবার

জলাপুর হইতে তিনক্রোশ হরিদ্বার।* অতি প্রত্যূষে তথায় পহুছিয়া, রুড়িতে গাড়ী রাখিয়া, হরপিড়ির ঘাটে প্রাতঃস্নান, তর্পণাদি, ভেট পূজা করিয়া, থাকিবার বাটীভাড়ার জন্ম সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করা হইল। এক এক ঘর এক শত টাকা মেলা পর্য্যন্ত ভাড়া। চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হয়। এই কয় দিবসে কিঃ ঘর একশত টাকা। বাটীর মধ্যে দশ বার ঘর আছে, কিন্তু পায়খানা এক। ঐ স্থানে সকল যাত্রী-ভদ্রের নিবাস প্রকাশ, এই মত দেখিয়া বাটী পছন্দ না হইয়া, গঙ্গার নিকট রুড়ির উপর ঘাসের ছাপ্পর তৈয়ার করাইয়া, তাহাতে তিন ঘর হইল। এক ঘর স্ত্রীলোকদিগের, এক ঘর দাসীদিগের, আর সদভ্যারী যাত্রীদিগের। এই দুই ঘর পূর্ব্বদ্বারী। যে ঘর দক্ষিণদ্বারী হইল, তাহাতে আমরা সকলে রহিলাম। চতুর্দ্দিকে ঘাসের টাটীর প্রাচীর হইল। দক্ষিণদিকের পূর্ব্ব-কোণে পায়খানা হইল। তাহার বাহিরে দরোয়ানদিগের দেউড়ি হইল। পূর্ব্বদ্বারী বাড়ী হইল, সম্মুখে পরিসর রাস্তা রহিল। তাহার পূর্ব্বে গঙ্গার

হরিদ্বার

* পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২১ ও ২২ অধ্যায়ে এবং শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৫১ অধ্যায়ে হরিদ্বার-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

লহর। ঐ গঙ্গাতীরে রস্থয়ের স্থান। এই মত বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থোপবাস করিয়া থাকা হইল।

১৬ চৈত্র

হরপিড়ির ঘাটে স্নানাদি করিয়া কুশাবর্ত্তের ঘাটে তীর্থ শ্রাদ্ধাদি করা হয়। ঐ ঘাটে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ দানাদি।* কুশা-বর্ত্তের ঘাটে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আছে, পিণ্ড জলশায়ী সময়ে দেখিতে চমৎকার! হাজার হাজার মৎস্য একের পর আর, একের পর আর, এইরূপ কেলি করে। শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া, ঐ বাসায় যাইয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, নিয়ম-ভঙ্গ হইয়া জল খাওয়া, পরে আহারাদি হয়।

১৭ চৈত্র—

নীল-পর্ব্বতে চণ্ড-দর্শনার্থে গমন। গঙ্গার লহর নৌকার পুলে পার হইয়া, পরে নীলগঙ্গার ধারা নৌকাতে পার হইয়া, পাহাড় মধ্যে প্রবেশ। ক্রমে পাহাড়ের উপর প্রায় তিন ক্রোশ উচ্চে উঠিতে হয়। এই পর্ব্বত মধ্যে উত্তর-দিকে এক নিবিড় বন আছে, তাহার মধ্যে অনেক সাধু যোগ-সাধন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট যাইয়া দর্শন করা সুকঠিন; তাহার কারণ ঐ বন মধ্যে অনেক হস্তী হস্তিনী আছে এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মৃগ,

নীল-পর্ব্বতে চণ্ডী ও নীলকণ্ঠেশ্বর-মন্দির

* "গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
তথা কনখলে স্নাত্বা ধুতপাপ্মা দিবং ব্রজেৎ॥"
(মহাভারত, ১৩।২৫।১৩)

শূকর, হিংস্রজন্তুগণ আছে। ঐ বনে প্রবিষ্ট না হইয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে নানা পুষ্পের উদ্যান এবং বৃক্ষগণে সুশোভিত, এই মত স্থানে স্থানে দেখিয়া পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া চণ্ডীদেবীর মন্দির। ঐ মন্দির মধ্যে প্রস্তরে দেবীর মূর্ত্তি। ঐ চণ্ডীদেবীর দর্শন পূজাদি করিয়া, তথা হইতে পূর্ব্বদিকে ঐ পর্ব্বতের অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চ এক শৃঙ্গ, তাহাতে অঞ্জনাদেবী আছেন, তাঁহার দর্শন। পরে পাহাড়ের দক্ষিণ দিক্ হইয়া নামিতে হয়। অনেক দেব দেবীর দর্শন আছে। অর্দ্ধেক পথ নামিলে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব আছেন, তাঁহার দর্শন পূজা। তাহার পর এক সাধু আছেন। তেঁহ হাঁটুতে দাঁড়াইয়া বার বৎসর তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার দর্শন করিয়া গৌরী-কুণ্ডের নিকট আসা হইল। গৌরীকুণ্ডের জলস্পর্শ করিয়া, ঐ স্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে করিতে কুণ্ডের মৎস্য দেখা হইল। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য, কিছু খাদ্য-দ্রব্য দিতে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পরে ঐ নীলধারায়, যথায় নৌকায় পার হইতে হয়, তথায় আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বপারে স্নান তর্পণাদি করিয়া, নৌকায় পার হইয়া আসিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর গতে বাসায় আসিয়া পহুছা হয়। পরে আহারাদি।

১৮ চৈত্র—

হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, বিল্বকেশ্বর শিব দর্শনার্থে গমন করিয়া, ঐ স্থান হইতে পাহাড়ের ধারে ধারে এক ক্রোশ যাইয়া, পর্ব্বতের নীচে শিব আছেন। তথায় অনেক বিল্ববৃক্ষ আছে। ঐ স্থানে বহু সন্ন্যাসী অবধূত থাকেন, সর্ব্বদা

হর হর শব্দ হইতেছে। তথা বিল্বদল-গঙ্গাজল লইয়া শিবপূজা দর্শনাদি করিয়া, বাসায় গমন। পরে আহারাদি করিয়া বৈকালে মেলার দোকানাদি দেখিয়া, নগর-ভ্রমণ, নানাবিধ দ্রব্যাদি ও মনুষ্য দেখা এবং শ্রবণনাথ মোহন্তের শিবস্থাপনের শোভাদি ও সন্ন্যাসিগণের দর্শনাদি করিয়া, সন্ধ্যাতে হরপিড়িঘাটে দর্শনাদি করিয়া বাসায় গমন।

১৯ চৈত্র—

বাসা যে স্থানে হইয়াছিল, তথা হইতে কম্খল-তীর্থ তিন ক্রোশ। প্রাতে গমন করিয়া কম্খল-ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া দক্ষেশ্বর শিব দর্শন ও পূজন করিয়া বটবৃক্ষের মূল হইয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বারের ন্যায় বটের আলে অর্থাৎ নাম্বাতে স্থাপিত আছে তাহার ভিতর হইয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া, সম্মুখের দ্বার হইয়া বাহির হইতে হয়। এই স্থানে অনেক সন্ন্যাসী, অবধূত, ব্রহ্মচারী (ও) যোগিগণ আছেন। অতি উত্তম স্থান, দক্ষ প্রজাপতির বাসস্থান। এই স্থলে দক্ষযজ্ঞ হয়। সহরের ন্যায় বসতি। দক্ষেশ্বর শিবের বাটী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অর্দ্ধক্রোশ পথ যাইলে সতীকুণ্ড। যথায় সতীর দেহত্যাগ হয়। ঐ কুণ্ড এক্ষণে এক পুষ্করিণীর মত হইয়া আছে, তথায় কাহারও বসতি নাই, মাঠ হইয়াছে। ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে এক শিব আছেন। দুই ভৈরব সম্মুখে আছে। বৃক্ষের তলাতে শিব (ও) ভৈরব আছেন, মন্দির আদি কিছুই নাই। কেবল একজন সন্ন্যাসী আছেন। কুণ্ড অতিশয় অপরিষ্কার, চতুর্দ্দিকে ময়লা। যেরূপ মহৎ তীর্থ, তদ্রূপ উদ্ধার নহে। কেবল ঐ

কনখল

তীর্থ এরূপ। নচেৎ অন্যান্য স্থান সকলে উত্তমরূপে তীর্থের উদ্ধার আছে। শেঠদিগের ধর্ম্মশালা, বাগান, (ও) দেবালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে। কখলে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে। এইখানে ডাকঘর এবং কাছারি ইত্যাদি আছে। দোকানদার সকলের রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান, সকল দ্রব্যাদিই পাওয়া যায়। এই কখল নগরে বার আখড়া আছে। দিগম্বরী, নির্ম্মরী ও বলভদ্রী প্রভৃতি আখড়াধারীদিগের এক এক আখড়া-বাটী আছে, তাহাতে অবধূত, নাগা, (ও) সন্ন্যাসীদিগের স্থান। মোহন্তগণ কুম্ভের মেলাতে আপন চেলাগণ শুদ্ধ আসিয়া ঐ স্ব স্ব স্থানে ঝণ্ডু তুলিয়া আসন করেন। এই সকল আখড়াধারীদিগের অনেক ব্যয় হয়। তাহার কারণ পক্ষদের সময়ে যত লোক তথায় অভুক্ত থাকে, সকলকে ভোজনদ্রব্যাদি দিতে হয়। আহারের পূর্ব্বে দামামা কি ঘড়ি কিম্বা ঘণ্টা বাদ্য করিয়া সকল লোককে সংবাদ করিতে হয়। যে কেহ ক্ষুধিত ব্যক্তি আছে আইস। এই মত সমস্ত মোহন্তের নীতি।

এই মত না করিয়া যদি মোহন্ত আত্মসুখাভিলাষে মগ্ন হয়েন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গদী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পূর্ব্ব মোহন্তের অন্য চেলাকে মোহন্ত করে। এই সকল মোহন্তদিগের শিষ্য বহু রাজা-রাজড়া আছেন, যখন যাহা খরচাদি হয়, তাহা ঐ রাজারা দিয়া থাকেন। কখলে অনেক বাগ বাগিচা, ময়দান, জায়গা আর উত্তম উত্তম বাটী ঘর বাজারাদি আছে। এজন্য যত দেশের রাজা-রাজড়া আসিয়াছিলেন, সকল রাজাদিগের ছাউনী ঐ স্থানে হইয়াছিল। এক এক স্থানে বাগে, ময়দানে এক এক রাজার তাম্বু কানাৎ ফেলিয়া বাটী ঘর তৈয়ার করিয়া আছেন। যোধপুর, আলওয়ার,

বিকানীর ও নাবা,—পঞ্জাবস্থ রণজিৎসিংহের অধীনের রাজগণের মধ্যে যে যে রাজা স্নানার্থে আসিয়াছিলেন, সকলে ঐ স্থানে স্থিত। আর যে সমস্ত সওদাগর অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গণ্ডার, খচ্চর, রোজ, নীলগাও প্রভৃতি জন্তুগণ বিক্রয়ার্থে লইয়া আসিয়াছে, তাহারাও ঐ স্থানে আছে। এই সকল কঙ্খল নগরের শোভা দেখিয়া পুনরায় বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া, বৈকালে হরিদ্বারের মেলার বাজার দেখিয়া, সন্ধ্যাতে হরপিড়ির ঘাটে গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করিয়া বাসাতে রাত্রে স্থিতি।

২০ চৈত্র—

হরপিড়ির ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, ঘাটের কিঞ্চিদ্দূর দক্ষিণাংশে যে পর্ব্বত আছে তাহার চড়াই চারি ক্রোশ; ঐ পর্ব্বতের উপরে সূর্য্যকুণ্ড, তাঁহার দর্শন। তাহার উচ্চ শৃঙ্গে এক সাধু তপস্যা করিতেছেন, অযাচক। কেহ তথায় আহার দ্রব্য পঁহুছাইয়া দেয় তবে আহার, নচেৎ পাহাড় হইতে নীচে আইসেন না। কিন্তু ভগবানের এমনি দয়া যে, ঐ পর্ব্বতোপরি বন মধ্যে প্রতি দিবস আহার যোগাইতেছেন। ঐ পর্ব্বতের উপর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বাসায় গমন। আহারাদি করিয়া নগর-ভ্রমণ।

২১ নাগাইদ ৩০ চৈত্র—

হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নীলধারা, ত্রিধারা, পঞ্চধারা, সপ্তধারা পর্য্যন্ত ভ্রমণ (ও) জলস্পর্শ। কোথাও কখন পুনঃ স্নান, সাধু-সন্দর্শন, প্রদক্ষিণ, দেবদেবী-দর্শন-

পূজন, নগর-ভ্রমণ, সাধুদিগের ভজন-শ্রবণ এই মত প্রতি দিবস প্রাতঃ অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত; কেবল ভোজন ও শয়নকাল বাসাতে।

হরিদ্বারে কুম্ভের মেলাতে বহু দেশস্থ নানারূপ মনুষ্যের একত্র মিলন হইয়াছে। প্রায় দেড় ক্রোর মনুষ্য, তদ্ভিন্ন জীব জন্তু আছে। চতুর্দ্দিকে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতি হইয়াছিল। আমরা যে স্থানে প্রথম আসিয়া ঘর বান্ধিয়া ছিলাম, তাহার চতুর্দ্দিক্ ময়দান জমির উপরে ছিল। কিন্তু দুই তিন্ দিন মধ্যে এমত বসতি হইল যে, তিল থুইবার স্থান রহিত হইল। এই সকল মরুভূমি লইয়া পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। স্থানাভাব এ পর্য্যন্ত হইল মনুষ্য সকল কেবল বসিয়া এবং ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিল।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা

গঙ্গার নূতন লহরের পুর্ব্বপার নীলধারার পশ্চিম প্রায় তিন ক্রোশ বাকসের জঙ্গল ছিল। ঐ জঙ্গলের মধ্যস্থলে এই মেলার রক্ষার্থে এক কাবা পল্টন ছিল। তৎপরে জঙ্গলে সকল লোক শৌচক্রিয়া করিত। কিন্তু এত মনুষ্যের সমাগম হইল, ঐ অপরিষ্কার ভূমি যত ছিল সকল স্থান পরিষ্কৃত হইয়া নগরের ন্যায় বসতি ও বাজার হইল।

হরিদ্বারের উত্তর-দক্ষিণে নয় ক্রোশ—ইস্তক হৃষীকেশ নাগাইদ কঙ্খল; পূর্ব্ব-পশ্চিম চারি ক্রোশ—ইস্তক নীলপর্ব্বত নাগাইদ জোয়ানপুর, এই চতুঃসীমার মধ্যে সর্ব্বত্রে নগর; সহরের ন্যায় মনুষ্যের বসতি এবং বাজার স্থাপিত হইল। সকল পথে এমত লোক গতায়াত করিতে লাগিল যে, পথ চলিতে গেলে মনুষ্যের ঠেলাঠেলিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়,

মেলায় লোক-সমাগম

গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। তথাচ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ হইতে এমত বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যে পথে লোক গমন করিবে সে পথে পুনরাগমনের লোক আসিতে পারিবে না। এই বন্দোবস্ত জন্য স্থানে স্থানে রক্ষকগণ যষ্টিহস্তে ভ্রমণ করিতেছে; গঙ্গাতে দুই স্থানে নৌকার পুল করিয়াছেন—এক পুল হরপিড়ির ঘাটের নিকট, আর এক পুল নীলপর্ব্বতের সম্মুখে রুড়িতে যথায় পল্টন। ঐ স্থানে দোহারা নৌকার পুল। তাহার দক্ষিণ দিকে যে নৌকার পুল, তাহাতে পশ্চিমপার হইতে পূর্ব্বপার যাওয়া (এবং) উত্তর অংশের পুলে পূর্ব্বপার হইতে পশ্চিম পারে আসা, হরপিড়ির ঘাটের নিকটে ঐরূপ বন্দোবস্ত। এই মত করাতে গমনাগমনের (পথে) লোকের সহিত গোলযোগ হইতে পারে না। মনুষ্য সকল পর্ব্বতের উপর পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিয়াছে।

মেলায় দোকান-পাট

বাজার সাজাইবার কথা কি পর্য্যন্ত লিখিব; অগণিত দোকান। মনোহারী দোকান নানাবিধ দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, দিল্লীওয়ালা-দিগের প্রায় পাঁচশত দোকান। ইহা ভিন্ন দেশী লোকের মনোহারী দ্রব্যাদির দোকান আছে। শাল, দোশালা, রুমাল, জামিয়ার, রেজাই, চোগা, মোজা, দস্তানা, আলোয়ান ইত্যাদি, পশমিনার টুপী, নানাবিধ বস্ত্র, কাশ্মীর, অমৃতসহর, নূরপুর, লুধিয়ানা, রামপুর ইত্যাদি প্রদেশের পশমীনার উত্তম উত্তম বস্ত্র সকলের প্রায় দুই শত দোকান। উলবস্ত্র, লুই, পঙ্ক্ষী, একতারি, চশমা, ওদা ইত্যাদি। বৃন্দাবনের এবং কাশ্মীর, অমৃতসহর, শিয়ালকোট, পেশোয়ার, মুলতান, ভোট, রামপুর ইত্যাদি সহরের মহাজন সকল পাহাড় হইতে উলবস্ত্রাদি আনাইয়া চারিশত দোকান লুই-পটীতে হইয়াছিল। নানা জাতীয় উত্তম

উত্তম কম্বল আসিয়াছিল। পট্টবস্ত্রাদির দোকান এবং সূতার বস্ত্রাদি নোনাদেশীয় দোকান পাঁচশতের কম নহে। আর পিতল, কাঁসা, তামা, দস্তা, লোহার বাসন এবং অন্যান্য তৈজস নানাপ্রকার আমদানি হইয়া কমবেশ একশত দোকান ছিল। রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিক, পদ্মবীজ, তুলসী, বিল্ব, পলার দোকান অগণিত। শ্বেত পাথরের থালা, বাটী, রেকাব, হুঁকা, ফরশী, মেজ, চৌকী, কৌচ, কেদারা ইত্যাদি উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল এবং নানাপ্রকার খেলানা দোকানে উত্তমরূপ সাজাইয়া শোভাযুক্ত করিয়াছে। এই সকল শ্বেত পাথরের দ্রব্যাদি মারোয়ারের মধ্যে যোধপুরের সামিল মকরাণা নামে এক স্থান আছে, তথায় শ্বেত পর্ব্বতের উপরে দৃশ্যমান যে পাথর আছে তাহাতে গঠনাদি হয় না, খানের ভিতর যে সমস্ত প্রস্তর জন্মাইতেছে, তাহাকে বাহির করিয়া গঠন করে। যখন ঐ প্রস্তর খাল হইতে উঠাইতে হয়, বারুদ দ্বারা ভগ্ন করিয়া পরে ছেদন করিয়া, যে পাথর যে কর্ম্মোপযুক্ত তাহাতে সেই গঠন করে। উত্তম উত্তম সংতরাস অর্থাৎ ভাস্কর প্রস্তরের কারিগর আছে। নানাবিধ দ্রব্যাদি খোদিত করিতে পারে। মকরাণাতে আসল খান। জয়পুর, আজমীর এবং মকরণাতে কারিগরদিগের বাস। মকরাণাতে দ্রব্যাদি অধিক তৈয়ার হয়। জয়পুর ও আজমীরে তথা হইতে প্রস্তর আনিয়া তৈয়ার করে। ঐ পাথরের খানেতে রাজার রক্ষকগণ আছে, দ্রব্যানুসারে হাসিল মাসুল আছে।

নানা জাতীয় মেওয়া কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর হইতে মোগল উটের উপর বোঝাই করিয়া আনে। তাহাতে আনার, আঙ্গুর, সেউ, বিহি, সোহারা, কিসমিস্, মনক্কা, বাদাম, পেস্তা

ইত্যাদি নানাবিধ মেওয়া, আলুবখারা, খাট্টা আনার, আঙ্গীর, জেলেবা ইত্যাদি অম্লরসের দ্রব্য সকলের দোকান পাহাড়ের নিকট স্থাপিত ছিল।

মসলা নানাজাতীয়। গুজরাট, বোম্বাই ইত্যাদি দক্ষিণ পাটনের দ্রব্য সকল লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, কায়ফল, জয়িত্রী, দারুচিনি, কালামরিচ, কালাজিরা, সফেদজিরা, জিরা, তেজপত্র, ছোট-এলাইচ ইত্যাদি নানাজাতীয় মসলা এবং নারিকেলের গোলা, চিকিসুপারি, বোম্বাই সুপারি, আর দক্ষিণী বাদাম ইত্যাদি জিনিস সকল উঠে বোম্বাই করিয়া সওদাগর সকল আনিয়া দোকান করিয়াছিল। ঐ সকল দোকানে স্তূপাকার দ্রব্যাদি পাহাড়ের নিকটে পাল তুলিয়া রাখিয়াছিল, এই সকল দ্রব্য অন্য দেশীয় সওদাগরে লইয়া যায়।

পান তামাকের দোকান স্থানে স্থানে আছে। নানা দেশীয় কলিকা বিক্রয় হইতে আসিয়াছিল। মৃত্তিকার, কাষ্ঠের, পিতলের, কাঁসার, দস্তার, রূপদস্তার এবং নারিকেল ও পাথরের নানা রকম হুকার দোকান ছিল; নল সকল রকম সকল হুকার মত বিক্রয় হইতেছে।

তরি তরকারি পটল ভিন্ন সকল জিনিস পাওয়া যাইত। ফলাদি অনেক রকমের মিলিত। তেঁতুল নূতন পাকা খোলা সমেত বিক্রয় হইত—তিন আনা সের।

আচারের দোকান শত শত ছিল। কিন্তু পঞ্জাব, লাহোর, অমৃতসহর ও দিল্লীর যে সমস্ত আচারের দোকানদার ছিল, তাহারা উত্তম উত্তম সকল দ্রব্যের আচার করিয়াছিল। আম্র, লেবু, কিস্‌মিস্‌, সোহারা, আদা, করঞ্জা, বার্ত্তাকু, কবলা, আলু,

পেঁপে (যাহাকে এরণ্ড খরমুজা কহে), সজনাফুল, কাঞ্চনফুল, সজনাডাটা, বকফুল, বকফুলের ডাটা, বাসকফুল, ঝিঙ্গেফুল, বিলাতী কুমড়ার ফুল এবং কুমড়া, দেশী কুমড়া, লাউ, কচু, বাঁশকোঁড়, থোড়, মোচা, তুঁতপাতা, আকন্দপাতা, লেবুর মধ্যে যত রকম লেবু আছে, শীম, মুলা, পদ্মমূল, পদ্মমৃণাল, কুমুদমূল, মৃণাল ইত্যাদি যত রকম জিনিস আছে, সকল আচারের নাম লিখিতে বাহুল্য লেখা হয়। সকল আচার উত্তম উত্তম করিয়া দোকান সাজাইয়াছিল।

এইরূপ মোরব্বাওয়ালাদিগের দোকানে নানা দ্রব্যের নানাবিধ মোরব্বা সুখাদ্য করিয়া যে যেমত দ্রব্য তাহাকে সেই মত রসে পাক করিয়া নানা রঙ্গের করিয়াছে। আম্র, আমলকী, হরিতকী, কিস্‌মিস্‌, সোহারা, লেবু, নারেঙ্গা, সন্তারা, পাতি, কাগজি, বাতাবি, পেঠাখিয়া, বার্ত্তাকু ইত্যাদি নানাজাতির দ্রব্যের মোরব্বার দোকান।

মেঠাইওয়ালা হালয়াইদিগের দোকান। নানা দেশের দোকানদার আসিয়া স্থানে স্থানে দোকান করিয়া দ্রব্যাদি নানামত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। দোকান স্থানে স্থানে তিন হাজারের কম নহে। হালয়াইদের দোকান—যেখানে লোকের বসতি হইয়াছে তাহারই নিকটে হালয়াইদের দোকান। তাহা ভিন্ন বাজারে আছে। দোকানদার সকল লাহোর, অমৃতসহর, অম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধর, দিল্লী, সাহরণপুর, মিরাট, কোএল, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি সহর সকল হইতে এবং গ্রাম নগর হইতে আসিয়া দোকান করিয়াছে। ইহাতে পুরি, কচুরি, তরকারি আর আচার ইহাই সবলগ বিক্রয়। এতদ্দেশী লোক

রসুই করিতে চাহে না। পুরি কচুরি লইলেক, গঙ্গার তীরে বসিয়া আহার করিলেক, মেলাতে বেড়াইতে লাগিল,—এই মত অনেক মনুষ্যের অবস্থা। এজন্য পুরি কচুরি অধিক বিক্রয়। অমৃতসহরের দোকানদারদিগের পুরি কি উত্তম হয়, তাহা বলিতে পারি না। এমত পাতলা পুরি কোথাও হয় না, তথাচ তাহারা হাতে গঠিয়া ভাজিতেছে—চাকি বেলুন স্পর্শ করে না। সাহরণ-পুরের দোকানদার এবং দিল্লীর দোকানদার সকলে উত্তম উত্তম নানারকম মিঠাই তৈয়ার করিয়া, মিঠাইতে ঘর বাড়ী দালান রথ ইত্যাদি নানামত কারখানা করিয়া, দোকান সাজাইয়াছিল। তাহাতে মুগের, উরুদের, মেথির, বেশমের, মগধের, (ও) মতিচুরের লাড়ু, অমৃতি, জিলাপি, সকরপানা, রসবড়া, চাঁদসাই, ক্ষুরমা, দইবড়া, পেড়া, বরফি, গোলাবজাম, গুজিয়া, পেঠার মেঠাই, লচ্ছা, মুগদল, চাঁদসাই খাজা, কদমা, ইলাইচদানা, বাতাসা, তিলকুট সন্দেশ, তিলেখাজা, ধূলউড়ি, ইত্যাদি মিষ্টান্ন পকান্ন আর গোহালার বিক্রয় দ্রব্য দধি দুগ্ধ ক্ষীর রাবড়ি মালাই মাখন ইত্যাদি গোরস সকল স্থানে স্থানে উত্তমরূপে দোকান সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে।

ভারওয়ালা অর্থাৎ ভুনাওয়ালা চনা, মকা, যব, গম, মুগ, মটর, তিল, চাউল, জোয়ার, (ও) বজরা ভাজা, বহুরি সিদ্ধির বীজ ভাজা, লেহরা ভাজা, কুসুমবীজ ভাজা, মুড়ি, খৈ, দেধানের খৈ, চোলাই বীজের খৈ, খশের খৈ, ইত্যাদি চাবেনা সকল লইয়া দোকান সাজাইয়া গলি গলি দোকান আছে। বিক্রয় অধিক হইতেছে, তাহার কারণ যত দীনদুঃখী আসিয়াছে, এক এক পয়সার চাবেনা অঞ্চলে লয়, লইয়া গঙ্গার তীরে বসিয়া চর্ব্বণ করিয়া, অঞ্জলি পুরিয়া

গঙ্গার জলপান করিয়া, দিবারাত্র পথে ভ্রমণ করিয়া মেলা দেখিয়া বেড়ায়।

হরপিড়ির ঘাটের পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণে পশারিদিগের দোকান, তাহাতে নানামত বেণেতি দ্রব্য সকল তিক্ত, কটু, মধুর, অম্ল, কষায়, (ও) ক্ষার, সকল রকম রস আছে। নানাজাতি ঔষধির জড়িবুটী, ফলফুল, ছালপাতা, লতাচিট্যা, মিঠ্যা পান, মূল, আরক, বীজ ইত্যাদি চিকিৎসার দ্রব্য; তদ্ভিন্ন চামর, চুয়া, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ধূপধুনা, সিন্দুর, মৌনি, আর আর নানাজাতীয় মসলাতে দোকান সকল সাজাইয়া সুশোভিত করিয়াছে।

ডোমদিগের বাঁশের লাঠী, ছড় আর গঙ্গাজল বহিবার কাউর, ছোট সাজির আকৃতি টুকরির দোকান কত স্থানে কত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যত মনুষ্য দেশান্তর হইতে আসিয়াছে, কি জন এক এক গাছি লাঠী লইয়াছে; তদ্ভিন্ন আপন আপন বাটীর জন্ম কেহ পাঁচ, কেহ সাত, কেহ বা দশ গাছা লাঠী লইয়াছে। গঙ্গাজল লইয়া যাইবার জন্ম কত শত কাউর বিক্রয় হইতেছে। আর ছোট টুকরি সাজির আকৃতি শত সহস্র স্থানে বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে বসাইয়া গঙ্গাজলের শিশা লইয়া যায়। আর সহস্র সহস্র ব্যক্তি আপন আপন ঘটীতে ৺গঙ্গা-জল তাহার মুখে টিনের এক এক চাক্তি বসাইয়া তাহাতে গালাষ ভরাট করাইয়া আঁটাইয়া প্রায় গৃহস্থের যত মনুষ্য স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা যাহারা পদব্রজে চলিতে পারে, সকলের হস্তে এক একটী করিয়া লইয়া দেশে যাইতেছে।

টিন ও গালা লইয়া বাজারে পথে ঘাটে মাঠে সকল গলি গলিতে দোকান করিয়া আছে। ফুকা শিশি ৺গঙ্গাজল লইবার

জন্ত কতশত দোকান হইয়া বিক্রয় হইতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। আর ফুকা বেল, লণ্ঠন, গোলক লণ্ঠন, আইন বরণ, গেলাস, ভাঁড়, বোতল ইত্যাদি বহু মত দ্রব্যাদির দোকান সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে।

কাষ্ঠের বাক্স, সিন্দুক, চৌকি, কেদারা, টুল, ডেস্ক, থঞ্জা ইত্যাদি আর আর নানামত খেলনা দ্রব্যাদির চিত্র বিচিত্র করিয়া দোকান সাজাইয়া সুশোভিত করিয়াছে।

নানা দোলা স্থানে স্থানে বসাইয়াছে, এক এক পয়সা দিয়া তিন তিন পাক দোল খাইতেছে। ইহাতে দিবারাত্র নিবারণ নাই।

হরপিড়িঘাটের পশ্চিম অংশে পাহাড়ের নিকট পঞ্চাশ জনা ভেটিয়ারি দোকান করিয়া তাহাতে ভাত রুটী খিচুড়ী তৈয়ার করিতেছে। যত মুসলমান লোক খরিদ করিয়া খাইতেছে। তাহাদের লোক ফুরাণ আছে—ইস্তক অর্দ্ধ আনা, নাগাইদ চারি আনা পর্য্যন্ত এক এক মনুষ্যের খোরাক; যে যেমত খাইবে তাহার সেই মত দাতব্য, ইস্তক শাক নাগাইদ মাংসের কালিয়া কোপ্তা কাবাব পর্য্যন্ত পায়। যাহার যেমত কড়ি, তাহার তেমত আহার্য্য দ্রব্য।

মেলাতে নানা দেশের চোর ও উঠায়গির নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যগণের সমভ্যারে বাজারে পথে ঘাটে মাঠে ভ্রমণ করিতেছে, যখন কাহাকেও গাফেল দেখে তৎক্ষণাৎ তাহার দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। বৈরাগী নাগা সন্ন্যাসীদিগের ভিতরে, তাহাদের বেশ ধরিয়া, তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদের যাহা পায় লইয়া যায়।

মেলার চোর ও জুয়াচোর

কেহ বা দেখে যে, গঙ্গার লহরের ধারে বাসন মাজিতেছে, যে পারে

বাসন থাকে, তাহার বিপরীত পারে ডুব দিয়া ঐ সকল জিনিস লইয়া পলায়। এই মত কতরূপে চুরি করিবার পথ করে, তাহা বুদ্ধির বাহির। যাহারা হরপিড়ির ঘাটে জলের ভিতরে চুরি করে, তাহারা পূর্ব্বে দেখে যে, কোন্ ধনাঢ্য ব্যক্তির ঘরের স্ত্রীগণ জলে নামিয়া স্নানোদ্যোগ করিতেছে, তাহার নিকটে চোর স্নানোদ্যোগে থাকে। যেমন তাহারা ডুব দেয়, চোরও তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তাহার অলঙ্কারের মধ্যে যাহা পারে লয়। স্থানে স্থানে পুলিশের আমলাগণ ভ্রমণ করিতেছে। জলমধ্যে এই মত চুরি করে, ইহাও ধৃত করে। এই সকল চোরের শাসন জন্য গলিতে গলিতে থানা ঘাটী আছে, তাহাতে হাড়-ভুড়ঙ্গ আছে। যাহাকে ধরিতেছে, তৎক্ষণাৎ চৌকিতে লইয়া যাইয়া পায়ে হাড় দিয়া ফেলিয়া রাখিতেছে; মেলার শেষ হইলে দশ দশ বেত মারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খোলসা দেন। মেলার সময় শত শত ব্যক্তি বন্দী আছে; দিনান্তে এক এক পয়সার চাবেনা পায়, তাহাতেই প্রাণধারণ।

পাহাড়ের মধ্যস্থলে সাহেবদিগের বস্ত্রাবৃত গৃহ নির্ম্মিত হইয়া তাহারা তাহাতে থাকিত এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদির কাছারি হইত। চারিজন ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর, কমিশনর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ এবং কেনেল ও কাপ্তেন সাহেব আপন আপন দলবল লইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হস্তী-উপরি আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিত এবং হরপিড়ির ঘাটে জলের উপরি হস্তী দাঁড় করাইয়া, তাহার উপর থাকিয়া সর্ব্বত্র সকল ঘাটে জলের তদারক করা, বিশেষতঃ বেলা চারিদণ্ড থাকিতে নাগাইদ চারিদণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত। হরপিড়ির ঘাটে প্রতিদিবস

স্নানের ঘাটের ব্যবস্থা

অতিশয় ভিড় হয়, ঐ সময় পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, জয়পুরী, কাশ্মীরী, পুরবী দেশ সকলের মনুষ্যগণ স্নান করে এবং আপন আপন মাতৃ পিতৃ ভ্রাতৃ জ্ঞাতি কুটুম্বের মৃত অস্থি যে যাহা লইয়া আইসে, তাহা অর্পণ করে এবং গঙ্গাতে প্রদীপ দেয়—এই সকল কারণ জন্য অতিশয় গোলযোগ হইয়া হুড়াহুড়ি হয়। এজন্য ঐ ঘাটের প্রতি সিঁড়িতে এক এক সিপাই, জলে সাহেব লোক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন। হরপিড়ির ঘাটে জল অধিক থাকিবার হুকুম নাই, সর্ব্বত্র দুই ফুট তিন ফুট জল থাকিতে পারিবে; ইহার অধিক জল থাকিলে মনুষ্য সকল হুড়াহুড়িতে জলে পড়িয়া একের উপর আর এক জন পড়িলে ক্রমে চাপান হইয়া মনুষ্যের ক্লেশ হইয়া বহু মনুষ্যের প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। একে গভীর গভীর জল তাহাতে অতিশয় স্রোত, এজন্য নহরের কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব আপন সরঞ্জাম শুদ্ধ ঐ স্থানে হাজির থাকিয়া জলের ভিতর যে সমস্ত খানা খন্দ ডোবা ছিল, তাহা পাথর দ্বারা ভরাট করিয়া একসা করাইয়া, তাহার উপর তিন ফুটের অধিক না হয় এমত রূপে জল চালান, অধিক জল হইলে অন্য পথ খোলসা করিয়া জল নিকাশ করিয়া দেন। এজন্য স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত আছে।

পূর্ব্বপার পশ্চিমপার দুই মেজেষ্টরের অধিকার। পূর্ব্বপার জেলা বিজনৌর। পশ্চিম পার জেলা সাহরণপুর। এই দুই মেজেষ্টরের কাছারি দুই আপন আপন অধিকারের মধ্যে। সাহরণপুর জেলার মধ্যে হরপিড়ির ঘাট। এ স্থানে অনেক বসতি, বাজার, কঙ্খল সহর এবং জলাপুর—যথায় পাণ্ডাদিগের বাসস্থান। এই

হরপিড়ির ঘাট হইতে কঙ্খল পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ পথ। ইতিমধ্যে অনেক ইমারত আছে। মধ্যে মধ্যে ময়দান এবং রুড়ি সহর। মধ্যে যে সকল বাটী আছে, তাহার এক এক ঘর একশত টাকা ভাড়া; বাহিরের রোয়াক দোকানের জন্য ত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা। এই মত দশ বার হাত জায়গার ভাড়া মেলার কয়েক দিবস জন্য। এ কারণে সকল ঘর ভাড়া দিয়া দোকান করিতে অক্ষম হইয়া ঝড়ির উপর কেহ ছাপর, কেহ পালি, কেহ টাটী বান্ধিয়া দোকানদার সকল দোকান করিল। তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম প্রকাশ করিলেন, 'রুড়িতে যত দোকানদার যে কিছু জিনিসের দোকান করিয়াছে, তাহার জায়গার ভাড়া ফি গজ দুই টাকা হিসাবে দিতে হইবে।' এই সংবাদে সকল দোকানদার অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিজ-নৌরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে তেঁহ কমিশনর সাহেবের নিকট প্রজার পক্ষে সুরিপোর্ট করিয়া খাজনা মহকুপের জন্য স্বয়ং শ্রম লইয়া রুড়ি ভূমির খাজনা মহকুপ করাইয়া সকল ব্যক্তিকে পরম সুখী করিলেন। রুড়িতে যত মনুষ্য দোকানাদি করিয়াছিল, কাহাকেও কোন রকমে এক পয়সা দিতে হইল না।

গো, মহিষ, হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র ইত্যাদি জন্তুগণের আহারাদি জন্য ভুষা, করব, ছোলা, চোকল, নেহরা ইত্যাদির রাশি রাশি স্তূপাকার করিয়া রুড়ির উপর কমবেশ একশত গোলা স্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বদা গ্রাম গ্রাম হইতে দ্রব্যাদি আসিতেছে, তথাচ কুলান করিতে পারে না। প্রায় দুই লক্ষ জন্তুর প্রতি দিবস আহার দ্রব্য চাহি।

কঙ্খল অবধি হরগিড়ির ঘাট পর্য্যন্ত পথে পথে গরু লইয়া ভিক্ষা করিতেছে, কোন গরুর ঝুটার নিকট হইতে এক পদ, কাহারও দুই, কাহারও তিন পদ ঝুটা হইতে বাহির হইয়াছে; কোন কোন গরুর পাছা হইতে এক দুই তিন পদ হইয়াছে, এ সকল পদ অধিকন্তু। আর এক গাভী অতি আশ্চর্য্যদর্শন! তাহার ঝুটাতে দুই ধারে দুই জটা, পাছা হইতে আর তিন পদ, স্ত্রীচিহ্ন দুই, মলদ্বার এক, দুই স্ত্রী-চিহ্ন দিয়া প্রস্রাব নির্গত হয়। এই মত আশ্চর্য্য গরু আর কোথাও দেখা যায় নাই। আর কত লাল নীল শ্বেত পীত কাল শ্যামলা নানাবর্ণের বিপরীত আকৃতি-প্রকৃতির, শৃঙ্গ-লাঙ্গুলের বিপরীত ভাবের এবং অতি খর্ব্ব খর্ব্ব গাভী বহুতর সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতেছে।

কখল নগরে দিগম্বরী, পরমার্থী, বলভদ্রী, মালাধারী, নির্ম্মালী, নির্ব্বাণী, বিষ্ণুস্বামী, হনুমানওয়ারা প্রভৃতি আখড়া-ধারীদিগের আখড়া আছে। তাহাতে ঐ সকল আখড়াতে মোহন্তগণ আপন আপন গদিতে শিষ্য চেলাগণ লইয়া প্রতি দিবস কড়াই করিয়া, বহুলোক একত্র হইয়া, সকলে আহারাদি করিয়া আনন্দে দুঃখী অভুক্ত ব্যক্তিদিগের আহারাদি করাইয়া, সর্ব্বদা আপন আপন ভজন-সাধনে মগ্ন আছে। মালাধারী আখড়াতে দুইশত পরমহংস একত্র, আর আর স্থানে স্থানে পরমহংসগণ আছেন।

কনখলে সাধু-সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসিগণ পাহাড়ের উপরে বনমধ্যে দক্ষেশ্বরে, বিল্বকেশ্বরে, ত্রিধারাতে, সপ্তধারার নিকটে নীলপর্ব্বতে, গুপ্তপর্ব্বতে, আর আর বৃক্ষমূলে সহস্র সহস্র ধুনি জ্বালাইয়া আপন আপন

সাধনে আছেন। কেহ এক পদে, কেহ দুই পদে দাঁড়াইয়া, কেহ ঊর্দ্ধবাহু, কেহ বা লৌহকণ্টক উপরে, কেহ পঞ্চাগ্নি জ্বালিত করিয়া, কেহ মৌনব্রতে, কেহ ফলমূলাহারে, কেহ গলিত পত্র ভক্ষণে, কেহ গোগ্রাসে, কেহ অযাচক হইয়া, কেহ বা ভাঙ্গ-ধুস্তুরা-চরসে মগ্ন হইয়া, বিভূতিতে ভূষিত হইয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ জটাভার শিরোভূষণ করিয়া ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া আছেন।

নীলধারার দুইকূলে কঙ্খল পর্য্যন্ত সপ্তধারাবধি কুড়ির উপরে খাকী, বৈষ্ণব, রামাৎ, নিমাৎ, গিরী, পুরী, ভারতী ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের আসন হইয়াছিল। দশ হাজারের ঝণ্ডু হইবে। ইহারা অযোধ্যা, জনকপুর, মিথিলা, নৈমিষারণ্য, তপোবন, কান্যকুব্জ, বিঠোর, কদলীবন, পঞ্জাব, কাশ্মীর, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, গুজরাট, বোম্বাই, নাথদ্বার, দ্বারাবতী, কাঞ্চী, অবন্তী, জয়পুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, মাড়োয়ার, বিকানীর, জব্বলপুর, ঝাঁসী প্রদেশের নর্ম্মদা, আবু, গিরণার, লোহাগল, রামপুরা, কুশেনি, মণ্ডিসেপাটু, কুন্নুসিমুল্যা এবং আর আর কত শত পর্ব্বত ও বন হইতে সকলে আসিয়াছেন। আপন আপন ভজন-সাধনে সর্ব্বদা মগ্ন আছেন। ইঁহাদিগের সমভ্যারে আসবাব এক এক কুশ রজ্জু কটিবেষ্টিত। কাহার কাষ্ঠের কৌপীন, কাহার কুশের, কাহার কাহার চিমটা, কাহার বা ছোট এক এক কুড়ালি সমভ্যারে আছে। যাঁহাদের সঙ্গে শ্রীমূর্ত্তি শিলা আছে, তাঁহাদের পূজার বসনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আছে। অঙ্গভূষণ ভস্মরাশি, মস্তকে জটা সুশোভিত; ভূমিতে আসন, এক এক ধুনি অবলম্বন করিয়া আপন ভজন-সাধনে সকলে মগ্ন আছেন। ইঁহার মধ্যে অনেকে নানা শাস্ত্রেই পণ্ডিত; ইঁহাদিগের নিকটে যে

কেহ যে কিছু আহারাদির দ্রব্যাদি উপস্থিত করে, তাহা সকলে বণ্টন করিয়া লয় এবং আপনাদিগের ঝণ্ডু ভিন্ন অন্য অন্য অভ্যাগত কি দুঃখী ব্যক্তি, যে কেহ নিকটে থাকে, তাহাদিগকেও দেওয়া হয়। শ্রী৺ ইচ্ছাতে প্রতি দিবস এত দ্রব্যাদি উপস্থিত হয় যে, সকলে আহারাদি করিয়াও দাতব্য হয়, কেহ সঞ্চয় রাখে না; সঞ্চয়ের মধ্যে ধুনির কাষ্ঠ, যাহা পর্ব্বত হইতে শ্রম দ্বারা আনা হয়। এই মত মনানন্দে থাকিয়া কেবল হরেকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিতেছে।

যে সমস্ত আখড়াধারী মোহন্তগণ আসিয়াছেন, ইঁহাদিগের শিষ্য বড় বড় রাজা আমীর লোক সকল আছে। ইঁহাদিগের মানস মতে খরচ খরচা সকল দিয়া থাকে এবং আসবাব সকল রাজাদিগের দেওয়া হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র, আশাশোটা, চামর, মোরছোল, আড়ানি স্বর্ণের (ও) রূপার মণ্ডিত, কাহার কাহার হস্তীর আমারি রূপার শুণ্ড মণ্ডিত, স্বর্ণখচিত বস্ত্র গলদেশে পুচ্ছে, কাহার স্বর্ণের কাহার রূপার আভরণমণ্ডিত, হস্তিগণ, ঘোটকগণের (ও) এক এক মোহন্তের আট, দশ, বার নিশান সমভ্যারে। এক এক নিশানের মূল্য হাজার টাকা অবধি পোনর শত টাকা পর্য্যন্ত। এই মত আসবাবে এবং এক এক মোহন্তের সমভ্যারে হাজার, বার শত, পোনের শত, দুই হাজার, কাহার বা ইহার অধিক চেলাগণ সমভ্যারে আছে।

যত মনুষ্য কুম্ভের মেলাতে হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান জন্য একত্র হইয়াছে, গোস্বামী, সন্ন্যাসী, অবধূত, বৈষ্ণব, রামাৎ, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংস, পরিব্রাজক, আখড়াধারী ইহাদিগের পরস্পর প্রথম স্নান জন্য, এবং নিশান—যাহাকে ঝণ্ডু বলে, তাহা

অগ্র পশ্চাৎ লইয়া যাইবার বিবাদ করিয়া, নিশান অগ্রে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত সংখ্যা করিয়া উভয় দলে বিবাদ হইয়া বহু প্রাণী নষ্ট হইত। এইরূপ আচার প্রায় সকল কুম্ভের মেলাতে হইয়াছে। এজন্য এই কুম্ভের মেলার পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট হইতে আদেশ হইয়াছিল যে, কেহ শস্ত্রধারী হইয়া, কি অগ্নিময় বাণক্ষেপণের যন্ত্র লইয়া, কি যাহাতে মনুষ্য আহত হইতে পারে এমত বস্তু লইয়া, মেলাস্থল বার ক্রোশের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। তৎকারণ চক্রব্যূহের ন্যায় মেলার স্থল করিয়া দুর্গে দুর্গে রক্ষকগণ নিযুক্ত ছিল। এজন্য সকলে নিরস্ত্র হইয়া আসিয়াছে। নাগাগণ অস্ত্রত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে বলিয়া তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে ফুলদোলের মেলা করিয়া, শ্রী৺জগন্নাথ দেবের নূতন কলেবর দর্শনার্থে গমন করিবার উদ্যোগে ছিল। কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মকারক সকলে বিবেচনা করিয়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোসাঞি, সন্ন্যাসী, দণ্ডী, পরমহংস ও বৈষ্ণব, আর হরিদ্বারের পাণ্ডা এবং নানা দেশের পণ্ডিতদিগের সভা করিয়া বিচার করাইয়া স্থির করিলেন যে, এ তীর্থে কাহার অগ্রে স্নান এবং যত রকম উদাসীন আছেন, তাহার মধ্যে কাহার মান্য অধিক। ইহাতে সকলের বিচারে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, গোসাঞি-মোহন্তদিগের অগ্রে স্নান, এ তীর্থে গোসাঞিদিগের স্থানে স্থানে অনেক কীর্ত্তি আছে, তাহাদের সম্মান অগ্রে, পরে ক্রমে ক্রমে স্নান। তাহার বিশেষ কারণ এই দর্শাইল যে, ইতঃপূর্ব্বে দ্বাদশ বৎসর অন্তর যত বার কুম্ভ হইয়াছে এবং দ্বাদশ কুম্ভের পর যে কুম্ভ হয় তাহাকে মহাকুম্ভ বলে, কুম্ভ বলিবার কারণ এই যে, বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিস্থ যে বৎসর হন, ঐ কুম্ভরাশিস্থ বৃহস্পতিতে মহাবিষুবসংক্রান্তির সঞ্চার যে সময়

মহাকুম্ভ

হয়, সেই সময় হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান হয়। এই সময়ের স্নান জন্য নানা দেশের মনুষ্যগণ একত্র হইয়া মেলা হয়, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যখন এমত মেলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গোসাঞিগণ আপন আপন নিশান লইয়া স্নান করিয়াছেন; তাহাতে কেহ আপত্তি করিয়া নিবৃত্ত করিতে পারিত না। এই গোসাঞিদিগের সমভ্যারে অস্ত্রধারী নাগাগণ অনেক থাকিত। তাহারা অগ্রে স্নান জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ছিল। তাহারা রাজার সৈন্য, মহাবল পরাক্রমশালী, এজন্য কেহ তাহাদিগকে জয় করিতে পারিত না। এই সকল পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া গোসাঞিদিগের অগ্রে স্নানের বিধি করিয়া আর আর যত উদাসীন আসিয়াছেন, সকল স্থানে কোম্পানি বাহাদুরের তরফ হইতে চৌকিতে লোক নিযুক্ত হইল—কেহ বিনানুমতিতে স্নান করিতে যাইতে পারিবে না। এই হুকুম কেবল উদাসীন প্রতি। আর আর যত যাত্রিগণ স্নানাকাঙ্ক্ষিত তাহারা যে যখন স্নান করিবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কি উদাসীনদিগের আপত্তি নাই। কোম্পানি বাহাদুরের সিপাহীগণ গোসাঞি প্রভৃতি উদাসীনদিগের চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া রহিল। এখানে হরপিড়ির ঘাটের এমত বন্দোবস্ত করিল যে, বাজার হইয়া সদর যে পথ তাহার তিন স্থানে বাঁশ বান্ধিয়া তিন ঘাটি করিল, তাহার এক এক ঘাটিতে আট জন করিয়া জঙ্গী সিপাহী পথ রুদ্ধ করিয়া আছে। বাজারের পশ্চিম পাহাড়ের ধার হইয়া যে পথ আছে, ঐ পথ হইয়া আসিয়া ঘাটের উত্তর-পশ্চিম দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়া ঘাটে আসিতে হয়। স্নান করিয়া ঘাটের দক্ষিণ দিকে যে নৌকার সেতু আছে, তাহাতে পার হইয়া, রুডির ধারে ধারে যে পথ আছে ঐ পথে আসিয়া সর্ব্ব দক্ষিণে যে নৌকার দুই পুল

আছে, তাহাতে পার হইয়া আপন আপন স্থানে গমন। মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মধ্যে পথ আছে ; যেখানে যে পথ আছে, তাহাতে দুই দুই রক্ষক আছে। হরপিড়ি-ঘাটে প্রতি সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুই জন সিপাহী, উপর চাতালে একশত সিপাহী, রাস্তার মুখে এক এক হাওলদার (ও) পঁচিশ পঁচিশ সিপাহী, জলের ধারে ধারে একশত সিপাহী এবং জলের মধ্যে কাপ্তেন (ও) বিজনোরের মাজিষ্টের এক হস্তীতে এবং কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর ও রুড়কির মাজিষ্টের তিন জন তিন হস্তীতে এবং আর আর সাহেব লোক ও সহরের সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট সাহেব ও আর আর আমলাগণ এক এক হস্তীতে আরোহণ করিয়া জল মধ্যে স্থানে স্থানে বূহ স্থাপিত করিয়া মনুষ্যদিগের হিতার্থে রাখিলেন।

জঙ্গী সিপাহীদিগের যুদ্ধের বেশ নহে, এক এক ধুতি পরা, কোর্ত্তা গায়ে, সাদা টুপী মাথায়, বাঁশের লাঠি হাতে, এই মত বেশে সকল লোকের রক্ষার্থ ভ্রমণ করিতেছে ; কাহারও ক্ষণমাত্র বিশ্রামের সময় ছিল না।

স্নানের সময় আপত্তি হইয়া বিবাদ না হইবার জন্য এমত সুযুক্তি করিল যে, পরস্পর কাহার সহিত কাহার পথমধ্যে, কি ঘাটে সন্দর্শন হইবার সংযোগ রহিল না।

গোঁসাঞিদিগের স্নানযাত্রা

প্রথমে গোসাঞিদিগের স্নান। গোসাঞি-দিগের মধ্যে প্রধান শ্রবণানন্দের গদি। প্রথমে শ্রবণানন্দকে স্নান করিতে আনিলেন। সাহরণপুরের খোদ মাজিষ্টের ও কাপ্তেন সাহেব অগ্রগামী হস্তী আরোহণে একশত সিপাহী লাঠি হাতে, পুলিশের পদাতিকগণ পদব্রজে, অগ্রপশ্চাতে লোক তফাৎ করিতে করিতে লাঠি ফিরাইতে ফিরাইতে চলিল, তন্মধ্যে গোসাঞিয়ের

সমভ্যারে চল্লিশটী উট, একশত সওয়ার ঘোটকের উপর, বার হস্তী, হস্তীর উপরে তাদের নিশান, গোসাঞিং যে হস্তীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার রূপার আমারি, স্বর্ণখচিত ঝুল, শুণ্ডে স্বর্ণ-মণ্ডিত, গলদেশে পুচ্ছে রূপার তবক ইত্যাদি আভরণ, আমারি উপরে শ্রবণানন্দ মোহন্ত, দুই পার্শ্বে দুই শ্বেত চামর, রূপার দাণ্ডি, এক কারচোবের ছত্রি, রূপার দাণ্ডি শিরোপরে, আশাশোটা, পঞ্জা, বল্লম, পঞ্চাশ আড়ানি, মোরছোল এই সকল আসবাব। অগ্রে উটের উপর (ও) ঘোড়ার উপর ডঙ্কা এবং তাসা কাড়া বাদ্য আছে। এই সকল অগ্রে অগ্রে বাদ্যধ্বনি, পরে হাজার এগারশত চেলা সমভ্যারে এবং দুই শত পরমহংস, একশত দণ্ডী ও অপরাপর অভ্যাগত যাত্রীতে কমবেশ এক হাজার সমভ্যারে স্নান জন্য যাত্রা করিয়া, নগরের পশ্চিম দিক্ হইয়া, পর্ব্বতের পূর্ব্বধার দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথ হইয়া বরাবর আসিয়া পূর্ব্বমুখে যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়া হরপিড়ির ঘাটে পহুছিয়া, জলে নামিয়া প্রথমতঃ নিশানকে ঐ ঘাটের জলমধ্যে বাদ্যধ্বনি করিয়া আরতি করা হইল। পরে ঐ নিশানকে সপ্তবার পরিক্রম করিয়া সকলে স্নানাদি করিল। স্নান করিবা মাত্র উক্ত সাহেবগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে ঐ সকল ব্যক্তিকে নৌকার পুলে পার করিয়া নীলধারার নিকটে রুডি হইয়া যে পথ নহরের ধারে ধারে আছে, ঐ পথে আসিয়া দ্বিতীয় পুলে পার করিয়া পুনঃ পশ্চিমপারে আসিয়া, পশ্চিম মুখে যে পথ আছে, তাহাতে আসিয়া চৌরাস্তাতে উঠিয়া যাহার যে স্থানে আখড়া, তাহাকে সেই স্থানে পহুছাইয়া দিল।

এই মত গমনাগমনের প্রথা করিয়া রাজপুরুষেরা সকলে সদলে সমভ্যারে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বার গোসাঞিং, মোহন্ত (ও) আখড়া-

ধারীদিগকে পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া আনিয়া উক্ত রীতিক্রমে সকলকে স্নানাদি ক্রিয়া সমাধা করিল। বার আখড়ার মোহন্তের কাহার আসবাব নিশান, হস্তী, ঘোড়া, উট, আশাশোটা, চামর, মোরছোল ইত্যাদি আড়ানি, পঞ্জা কাহার কম নহে, বরং গুজরাটের বলভদ্রী আখড়ার গোসাঞিয়ের সমভ্যারে এগার হস্তী ও হস্তিনী আছে। ইহাদিগের গমনকালে দেখিতে কি শোভা, তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। গোসাঞিগণ হস্তী আরোহণে দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর মোরছোলের ব্যজন, শিরোপরে ছত্র এবং অপরাপর আসবাব সকল অগ্রগামী শোভাযুক্ত চেলাগণ ঘোর তপস্বী নানারঙ্গে শোভা করিয়া যাইতেছে। রাজপুরুষেরা অগ্রপশ্চাতে, পদাতিকগণ অগ্রে অগ্রে মনুষ্যগণকে অন্তর করিয়া পথের ভিড় ঘুচাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। এই মত সকলকে ক্রমে ক্রমে স্নান করাইতে প্রায় দিবা দুই প্রহর হইল। এখানে সন্ন্যাসিগণ ও বৈষ্ণবগণ মহা-কোপান্বিত হইয়া সকলে আপন আপন চিমটা ও কুড়ালি এবং ধুনির কাষ্ঠের জ্বলিত কুঁদা লইয়া যুদ্ধের বেশে থাকী বৈষ্ণবগণ উঠিল। তাহাদিগকে কাপ্তেন সাহেব এবং বিজনৌরের মাজিষ্টের অনেক স্তুতি করিয়া কহিলেন যে, "দেখ তোমরা সকল সুখ এবং গৃহধর্ম্ম ও কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, শিরেতে জটাভার শিরোভূষণ করিয়া, ভস্মরাশি অঙ্গভূষণ করিয়া, মৃত্তিকাতে ভূমিশয্যা, হস্ত বালিশ, অঞ্জলিতে জলপান করিয়া, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হিম শিশির বসন্তে নিরাশ্রমে অযাচক হইয়া ভগবৎ-পদারবিন্দ পাইবার আশায় কেবল অগ্নি অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেছ এবং তৎহেতুতে তীর্থভ্রমণ ও তীর্থস্নানাদি; ইহাতে তোমাদিগের এত ক্রোধ করা সম্ভব হয় না। অতএব আমাদের

প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হউন। আমরা উত্তমরূপে তোমাদিগকে স্নান করাইয়া আনিব।" এই স্তবস্তুতিযুক্ত রাজপুরুষদিগের বাক্য শ্রুত হইবা মাত্র সকলে হস্তের যুদ্ধের দ্রব্য হস্ত হইতে ফেলাইয়া আপন আপন আসনে বসিলেন। বৈষ্ণবগণের রাগ শান্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ রণবাদ্য বিউগলে ফুক দিবামাত্র যুদ্ধের সৈন্যগণ সজ্জীভূত হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের প্রতি আদেশ হইল খাকী-দিগের চতুষ্পার্শ্বে চক্রবূহ স্থাপিত করিয়া মধ্যস্থলে ইহাদিগকে রাখ। বূহের বাহির বিনানুমতিতে না যাইতে পারে। সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া রাখিল।

সন্ন্যাসিগণের স্নানযাত্রা

খাকী বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের এই মত আবদ্ধ করিয়া কাপ্তেন ও মাজিষ্টের আপন দলবল লইয়া যথায় যথায় সন্ন্যাসিগণ আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া সকলকে স্নান জন্য পূর্ব্ব যেমত পথে গোসাঞিদিগকে লইয়া স্নান করাইয়াছে, সেই পথে সন্ন্যাসীদিগকে লইয়া স্নানার্থে গমন করিল। সন্ন্যাসীদিগের শিষ্য অনেক রাজা এবং ধনাঢ্যগণ আছেন। ইহাদের স্নানে যাইবার আসবাব জন্য হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র, আশাশোটা, পঞ্জা, চামর, মোরছোল, আড়ানি ইত্যাদি যত রাজপরিচ্ছদের দ্রব্যাদি এবং সৈন্যগণ অগ্রপশ্চাৎ শৃঙ্খলামত, গদিয়ান সন্ন্যাসিগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্নানে যাত্রা করিলে পর সমভ্যারে কমবেশ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী, মস্তকে জটাভার বিভূতিভূষণ, রুদ্রাক্ষ-স্ফটিক-পদ্মবীজের মালা ধারণপূর্ব্বক, কাহার কটিতটে কৌপীন লাল রঙ্গের—উপরে বহির্ব্বাস, কাহার লৌহ কি পিতলের শৃঙ্খল কটিবেষ্টিত কাঠের কৌপীন, কেহ কেহ

উলঙ্গ—গাঁজা চরস ভাঙ্গ ধুস্তুরাতে চক্ষু ঢুলু ঢুলু—সকলে শিবাকৃতি হইয়া "হর হর গঙ্গাধর, বম্ বম্" গালবাদ্য করিয়া রঙ্গে ভঙ্গে স্নানে গমন করিতেছে—দেখিতে কিবা শোভা তাহা কহিতে পারি না! কত শত ঊর্দ্ধবাহু অবধূত মৌনব্রতী অনেক সম্প্রদায় যোগিবেশে শিঙ্গা ডম্বুর লইয়া হরগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন (করিতেছেন)। পূর্ব্বোক্ত পথে রাজপুরুষগণের সমভ্যারে হর-পিড়ির ঘাটে আসিয়া স্নান করিয়া পুল হইয়া পার করাইয়া পুনঃ পুলে পার করিয়া পশ্চিম পারে আনিয়া, যাহার যে আসন তথায় তাহাকে পহুছিয়া দিয়া, পরে থাকী বৈষ্ণবদিগের স্নানার্থে লইয়া যাইল। সকলে হরপিড়ির ঘাটের পূর্ব্বপারে নীলধারার নিকটে ছিল, একারণ ঐ সকল সাধুগণকে রুডির রাস্তা হইয়া হরপিড়ির ঘাটের নিকট যে পুল আছে, ঐ পুলে পার করাইয়া, হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার পার করাইয়া তাহাদের আসনে ঐ সকল ব্যক্তি-দিগকে পহুছাইয়া রাজপুরুষগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে কখল যাইয়া রাজগণের স্নান জন্য তদ্বিরে রহিলেন।

প্রথমতঃ বিকানীরের রাজা স্নানে যাত্রা করিলেন। রাজার সমভ্যারে ত্রিশহাজার লোক। প্রথমে ঘোড়ার উপর ডঙ্কা, তাহার পর উটের উপর ডঙ্কা, তাহার পর বাণ নিশান দুই শত, তাহার পরে খাসগেলাস, ভাল ভাল সুলতানী বনাতে কারচোবের কর্ম্ম, তাহার দুই শত স্বর্ণ রূপার আশাশোটা, পঞ্চাশ রূপার ছড়ের বল্লম, পঁচিশ পঞ্জা, দশ ছত্র, অতি উত্তম রেশমী কাপড়ে স্বর্ণ-তারে তারকুশী কারচোব, স্বর্ণের দাণ্ডি, মুক্তার ঝালর, এক ছত্র রাজার মস্তকে আর তদ্রূপ এক আড়ানি শ্বেত চামর, দুই পার্শ্বে দুই স্বর্ণ দাণ্ডি, মোরছোল, তদ্রূপ

বিকানীর-রাজের স্নানযাত্রা

ত্রিশ হস্তী সুসজ্জিত পঁচিশ ঘোড়সওয়ার অস্ত্রধারী মায় বন্দুক রাজার অগ্রপশ্চাৎ আর দুই পার্শ্বে রক্ষার্থে আছে। কাপ্তেন ও মাজিষ্টর সাহেব আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে লইয়া অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় ঘুচাইয়া দিতেছে। এইরূপে গমন করিয়া সহরের পশ্চিম দিক্ হইয়া যে পথ দিয়া আর আর সকলে স্নানার্থে আসিয়াছিল, সেই পথ হইয়া রাজাকে স্নান জন্য আনিয়া হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া, কুশাবর্ত্তের ঘাটে পিণ্ডদান করাইবার জন্য আনয়ন করিল। রাজা ঘাটে পহুছিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেন। নয়সের সোণার নয় পিণ্ডদান, এক হস্তী মায় আসবাব, আর ভাল এক ঘোড়া, সুবর্ণের কড়া, মোতির মালা, হীরার অঙ্গুরি, শালের জোড়া, মুলতানী জোড়, পাগ দোপাট্টা (ও) হাজার মোহর দক্ষিণা দিয়া আপন পাণ্ডাকে তাবৎ দ্রব্য দান করিয়া তক্তারামার উপর উঠিয়া যাত্রা করিলেন। রাণীগণ চতুর্দ্দোলে উঠিলেন। তক্তারামার ষোল দ্বার রূপার নির্ম্মিত, স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদিতে সুশোভিত, আর চতুর্দ্দোলে সুলতানী বনাতের উপর কারচোবের কাজ করা উত্তম ঘেরাটোপে ঘেরা; বাঁশে সোণার মুখ, উপরে সোণার কলস। এই মত চারি চতুর্দ্দোলে চারি রাণী আর সমভ্যারী সকলে হস্তি-পৃষ্ঠে—এই মতে সকলে কুশাবর্ত্তের ঘাট হইতে উত্তরদিকের পুল পার হইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পার নীলধারার পশ্চিম দিয়া যে পথ, তাহা দিয়া আসিয়া দক্ষিণের পুল দিয়া পশ্চিম পার হইয়া, কঙ্খল যাইবার চৌরাহে পহুছিয়া, তথা হইতে কাঙ্গালীদিগের দান জন্য সিকি আধুলি টাকা ফেলিতে ফেলিতে কঙ্খল পর্য্যন্ত পহুছিল। এই মত ক্রমে ক্রমে রাজাদিগের স্নান দান কর্ম্ম সমাপন করাইতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মেলা ছিল। ঐ দিবস হরিদ্বারের

মধ্য রাস্তার বাজার বন্ধ ছিল। ঐ বাজারে কাহার ক্রয় বিক্রয় ঐ দিবস হয় নাই। রাজপুরুষগণের কি পর্য্যন্ত শ্রম এবং অনাহারে ক্লেশ তাহা বলিতে পারি না। ইহারা এত পরিশ্রম করিয়া ঐ সময় স্নানের এমত বন্দোবস্ত না করিলে কত শত মনুষ্যের প্রাণ-দণ্ড হইত তাহা বলা যায় না। এমত রূপ বন্দোবস্ত করাতেও মনুষ্যের ভিড়ে কত শত মনুষ্যের সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মৃতের ন্যায় হইয়াছে। যে স্থলে যাহার সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথা হইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে লইয়া তাহার সুতদ্বিরের দ্বারায় সুস্থ করা, তজ্জন্য লোক এবং চিকিৎসক নিযুক্ত ছিল। এই মতে সংক্রান্তি দিবসের স্নান সমাপন হইল।

সংক্রান্তিতে ঘটোৎসর্গ হরিদ্বার, কিন্তু তথাকার পাণ্ডাগণ মন্ত্রাদি জানে না—মানসে জলদান হইল।

এই মেলাতে শ্রী৺কাশীধামবাসী শ্রীযুত শিবরতন বাবু, যিনি শ্রী৺বিশ্বেশ্বরের গোমস্তা, তাঁহার সহিত মিলন হইয়া একত্রে থাকা এবং উত্তরাখণ্ডভ্রমণ হয়। শিবরতন বাবু কালীবাবুর কাশীধামের দর্শনে পাণ্ডা, যাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা বলে, ইহারা ৺অন্নপূর্ণার সেবাধিকারী, অতি সৎ ব্যক্তি, সর্ব্ব প্রকারে সকল বিষয়ে সততা আছে, দাতা, ভোক্তা, দয়াশীল, সুখী। এ ব্যক্তি ভ্রাতৃসঙ্গে কলহ করিয়া বিষয়ে বিরাগী হইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইঁহার ভ্রাতার নাম বিহারী। তেঁহ ৺বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার দেওয়ান, সকল কর্ম্মের ভারার্পণ শ্যালক জন্য ভ্রাতৃবিরোধ।

সন ১২৬২ সাল ১ বৈশাখ

হরপিড়ির ঘাটে স্নান তর্পণ (৩) নগর ভ্রমণ। এই ছুতিওয়ালা

রাজা দশহাজার লোক সমভ্যারে ৺ স্নানে এবং কুশাবর্ত্তের ঘাটে শ্রাদ্ধ করিতে আইসে। রাজ-পরিচ্ছদ উত্তমরূপ, সমভ্যারে রাজ-পুরুষগণ, পদাতিকগণ পূর্ব্বমত শৃঙ্খলাতে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করাইয়া জলাপুরে রাজার ডেরা ছিল, তথায় পহুছিয়া দিল। রাজা ব্যয়-ভূষণ বিধিমত করিল।

২রা বৈশাখ—৭ বৈশাখ পর্য্যন্ত

শ্রী৺ স্নান তর্পণাদি করিয়া হরপিড়ির ঘাট হইতে কঙ্খল নগর পর্য্যন্ত ভ্রমণ। ক্রমে মেলা ভাঙ্গিল। আমরা অক্ষয়-তৃতীয়া এবং শোমমতী অমাবস্যাতে স্নান জন্য ছিলাম এবং সাধুগণ সকলে ছিল, দোকানদার কেহ দোকানের ভঙ্গ করে না, কেবল গৃহস্থ-যাত্রিগণ অনেকে ছিল না। শোমমতী পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক জেলার অধিক ছিল, রক্ষকগণ সকলেই ছিল। শোমমতীর স্নানান্তে অনেক অনেক সাধু শ্রী৺জগন্নাথ দেবের নূতন কলেবর দর্শনে, গোস্বামী মোহন্ত অনেকেই সূর্য্যগ্রহণ জ্যৈষ্ঠে হইবে তজ্জন্য কুরুক্ষেত্র তীর্থে, কেহ বা গ্রহণে দান জন্য ৺কাশীতে, কেহ কেহ তপোবন দর্শনার্থে, কেহ বা কেদার-নাথ (ও) বদরীনারায়ণ দর্শনার্থে উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করিল। দোকান-দারগণ আপন আপন স্বদেশে যাত্রা করিল। এই মত মেলার ভঙ্গ হওয়াতে কোম্পানি বাহাদুরের যে সকল কর্ম্মকারক সাহেবগণ এবং পল্টন ছিল, সকলে আপন আপন স্থানে গমনোদ্যোগ করিয়া সোহরত দিল যে, "যে কেহ মেলাতে যাত্রী কি দোকানদার আছে, সকলে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। তবে যদি কেহ থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে আপন দ্রব্যাদি সাবধানে রাখিবে। সরকার হইতে চৌকি-পাহারা থাকিবে না; ইহাতে কাহার কিছু ক্ষতি হইলে, সরকার

দায়ী হইবে না।” এই সোহরত দিয়া ৬ বৈশাখ রাত্রি দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে কুচ হইল। যে সমস্ত ঘাসের নূতন ঘর বাড়ী হইয়াছিল, যে যখন যে ঘর হইতে উঠিল, তাহার পর সে ঘর জ্বালাইয়া দিল। এই প্রকারে সকল ঘরে অগ্নি দেওয়াতে অগ্নিময় ক্ষেত্র হইল। ঐ রাত্রি শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইল। সকল মেলা ভঙ্গ হইয়া গেল।

৭ বৈশাখ আমাদিগকে হরিদ্বারে থাকিতে হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অতিশয় জল ও বাতাস হইতে লাগিল। মাঠের মধ্যে গঙ্গার তীরে ঘাসের ঘরে থাকিয়া যত সুখভোগ করা হইল, বস্ত্রাদি শুষ্ক রাখা কঠিন হইল, সকলে এক এক কম্বল ক্রয় করিয়াছিল, তাহা আচ্ছাদনে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

হরিদ্বার হইতে বদরীনারায়ণ

৮ বৈশাখ

প্রাতঃকালাবধি অতিশয় ঝড় বৃষ্টি, তথাচ প্রাতে উঠিয়া শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রী৺বদরীনারায়ণ দর্শনার্থে যাত্রা করিলাম। সমভ্যারে দুই ঝাপান, তিন কাণ্ডি; কাণ্ডিতে আসবাব, ঝাপানে সওয়ার। ঝাপান চৌকি আকৃতি, তাহার উপরে ছত্রি বাঁধা; চারি খুরাতে দুই লম্বা বাঁশ কিম্বা কাষ্ঠের রলা বাঁধা। তাহার ঐ দুই বাঁশে দড়ি দিয়া একটি খাদি বাঁশ দুই হাত আন্দাজ দুই মুখে, ঐ বাঁশ দড়ির সঙ্গে মোড়া দিয়া তাহাতে এক এক মেক আছে। ঐ মেকেতে দড়ির জোর থাকে। ঐ ছোট বাঁশের দুই মুখে দুই জন করিয়া, এক এক ঝাপানে চারি জন করিয়া বাহক। ঝাপানের উপর একজন মানুষ বসিয়া থাকিতে পারে, হাত কি পা মেলিবার স্থান নাই। কাণ্ডি—যাহাতে দ্রব্য সামগ্রী এবং একজন মনুষ্যকে লইয়া যাইতে পারে। কাণ্ডি বাঁশের চেরাটীর ঘেরা বুনার ন্যায়, নীচের তলা বুনা, উপরের মুখ খোলা। ঐ কাণ্ডির ভিতরে দ্রব্যাদি আর তাহার উপরে লেহাপ তোষক কম্বল দিয়া কসিয়া লয়। ঐ যন্ত্র পৃষ্ঠে করিয়া বহন করে, তাহাতে দুই রজ্জু আছে। দুই হাত গলাইয়া, দুই স্কন্ধে দুই মোটা রজ্জু থাকে, আর এক রজ্জু কপালে বেড় কাহার থাকে, কাহার থাকে না। যে কাণ্ডিতে মনুষ্য লইয়া যায়, তাহার বাড়কাটা যেমত বড় মোড়ার ন্যায়, উহার ভিতরে দ্রব্যাদি দিয়া উপরে বসাইয়া পৃষ্ঠে করিয়া লয়। দুই জনার মুখ দুই দিকে, পিঠ একত্রে; সওয়ারের কোমর বেড়িয়া এক

কাপড় দিয়া বাহক আপন বুকের সহিত বন্ধন করে। কাণ্ডিওয়ালা-দিগের এক এক ছোট লাঠির মাথাতে তক্তা দেওয়া আছে, তাহাতে অবলম্বন করিয়া শ্রম দূর করে।

এই মত বড় লাঠি ঝাপানওয়ালাদিগের আছে। ঐ লাঠিতে আশ্রয় করিয়া কাঁধ বদলাইয়া ঝাপান, কাণ্ডি (ও) দাণ্ডি সকল জাতিতে বহন করে। ইহার বেতন চুক্তি করিয়া লয়, হৃষীকেশে টেরির রাজার তরফ লোক বৈসে, তাহার নিকট স্থরাণ হয়। হৃষীকেশ হইতে কেদার-বদরীনারায়ণ দর্শন করাইয়া মেলচৌরিতে পহুছিবার ভাড়া এক এক ঝাপান ৭৫ টাকা। কাণ্ডিতে যত দ্রব্য লইবে তাহার প্রতি মণ ২০ টাকা এমত নিরূপিত করিয়া গমন হইল। শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ সস্ত্রীক দুই জনে দুই ঝাপানে, বাকী সকলে পদব্রজে। শ্রীযুত শিবরতন বাবু ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ও রামচরণ চক্রবর্ত্তী ও নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়ের মাতা ও জ্যেষ্ঠ বধূ, বাবুর পুরোহিতের বধূ, তৎকন্যা কামিনী—ছয় বৎসর বয়ঃক্রম, আর কালীবাবুর জ্ঞাতি-কন্যা পিসী-সুবাদী, দেওয়ান নন্দকুমার বসুর ভগিনী বিন্দুপারা ও কাঙ্গালী নাপিতের ভগিনী, চাকরাণী চৌমনা, চাকর রামচরণ, উপাধ্যায় ও ফতে দুই দারোয়ান, শিবরতন বাবুর চাকর রামধন আর বৃন্দাবনবাসিনী চারিজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক—এই সকলের সমভ্যারে আমাদের উত্তরাখণ্ডে গমন। তদ্‌বাদে যে সকল সমভ্যার ছিল তাহারা বৃন্দাবন যাত্রা করিল। আমরা বাসা হইতে বাহির হইয়া অবধি যেরূপ বৃষ্টি হইতে লাগিল তাহা কি কহিব। সকলে কম্বলের ঘুগী করিয়া তাহা মুড়ি দিয়া পদব্রজে গমন করিতে করিতে ৫ ক্রোশ যাইয়া এক ক্ষুদ্রগ্রাম পাওয়া গেল, কিন্তু তথায়

থাকিবার স্থান নাই। অনেক যত্নে তথাকার চৌকিদারকে আনাইয়া ঐ গ্রামের মধ্যে এক ছোট ঘর পাওয়া গেল, তাহাতে কেবল দাঁড়াইয়া থাকিয়া জল নিবারণ করা হইল। ক্ষণেককাল বাদে কিঞ্চিৎ রৌদ্র হইল, তাহাতে কাপড়াদি সকলে শুখাইয়া লওয়া গেল। কিন্তু ঐ গ্রাম প্রবেশ সময়ে শিবরতন বাবু আপন ভৃত্য সমভ্যারে তথা হইতে অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া অগ্রে গমন করিয়া ছিলেন।

আমরা জল বাতাস জন্ত গ্রাম মধ্যে ছিলাম। পরে দেবতার খোলসা হইলে পর আমরা সকলে ঐ গ্রাম হইতে ছয় ক্রোশ হৃষীকেশ, তথায় গমন করিলাম। ঐ স্থানে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন—এই চারি দেবালয় চারি স্থানে আছে। তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ ঠাকুরের যে মন্দির ঐ স্থানে, লাহোরাধিপতি রাজা রায় রণজিৎসিংহ মহারাজা বাহাদুরের ধর্ম্মশালা, ঐ বাটীতে থাকিবার অনেক স্থান। কিন্তু ঐ স্থানে অনেক যাত্রীতে পূরিয়াছে, স্থান মাত্র নাই। পরে ঐ স্থানের মোহন্তের নিকট যাইয়া স্থানাভাব বিশিষ্ট মতে জানাইতে কহিলেন, "সর্ব্বত্র লোক পরিপূর্ণ আছে, আর দেবতার এই দুর্য্যোগ—কোথাও কাহার যাইবার ক্ষমতা নাই, সন্ধ্যা উপস্থিত। তবে তোমরা এক কর্ম্ম কর—ঠাকুরের যে রসুইমহল আছে, তাহাতে থাক। কিন্তু অপরিস্কার না হয়।" এই কহিয়া আমাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিল। ঐ ঘর মধ্যে থাকিয়া রাত্রে খিচুড়ি আহার করা হইল। রাত্রে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদের পথশ্রমে উত্তমরূপ নিদ্রা হইল এবং অগ্নির সংযোগ ভাল ছিল, ইচ্ছামত তামাকু পান করা গেল।

হৃষীকেশ

৯ বৈশাখ—

প্রাতে উঠিয়া যথায় ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালার নিরিখ হইতেছে, প্রথমে সেই স্থানে যাইয়া, ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালার জামিন লইয়া, কাণ্ডিতে যে জিনিস যাইবে তাহার ওজন করাইয়া টিকিট লইয়া, তথা হইতে এক ক্রোশ লছমন-ঝোলা, তথায় গমন। ঐ ঝোলার নিকট পাহাড়ের ধারে শৌচক্রিয়াদি করিয়া, গঙ্গাতে স্নান তর্পণাদি করিয়া, ঝোলার নিকটে লক্ষ্মণজির মূর্ত্তি আছে, তাহা দর্শন করিয়া ঝোলাতে উঠিতে হইবে। ঝোলা দেখিয়া সকলের জ্ঞান হত হইল, তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচশত হাত রশি বিপরীত পারে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। এই মত তিন রশি দেওয়া আছে। তিন রশিতে দেড় হাত প্রস্থ; ঐ রশিতে অর্দ্ধহস্ত অন্তর এক এক খাদি কাষ্ঠের থাক বান্ধা, যেমন সিঁড়ি মই এইমত থাক থাক বান্ধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেল বন্ধ, কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার উপরে দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া, ঐ খাদি কাষ্ঠের উপর পদক্ষেপ করিয়া, ভীত ব্যক্তি উপরের রজ্জু ধরিয়া ৺গঙ্গা পার হইতে হয়। একজন মনুষ্য যাইতে কি আসিতে পারে, যদি কেহ যাইতেছে আর বিপরীত পার হইতে কেহ আসিতেছে, তাহা হইলেই বড় কঠিন হয়। ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পর্ব্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐ স্থলে আইলে প্রাণ সশঙ্কিত। তাহার কারণ যে, ভাগীরথী ৺গঙ্গা আছেন—তাঁহার জল এমত স্রোতবতী যে, দশ বার শত মণ যে প্রস্তর তাহাকে ভাঁটার ন্যায়

লছমন-ঝোলা

গড়াইয়া, আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল দন্তকাষ্ঠের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশদেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল তথাচ তাহার কলকল শব্দে কর্ণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত এই বিকটরূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্দ্ধহস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছু দূর গমন করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আইলে অতিশয় আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে "ত্রাহি মধুসূদন" "ত্রাহি মধুসূদন" এই অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমন-ঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা যায় যে পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে "পন্থি! সাবধান পগধ্যান, মুখে বল রামনাম, হিঁয়া কহি নাহি হায় আপ্না।" এই শব্দ শূন্য-পথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার বিশেষ তদাকার করিয়া দেখা হইয়াছে, কোন ক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে—দৈববাণী তাহার সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল। পার হইবার সময়ে শ্রীমতী মধ্যম-বধূ অর্থাৎ কালীবাবুর স্ত্রী অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বাবু নানামত বুঝাইয়া স্থির করিলেন। এস্থানে শিবরতন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তেঁহ পূর্ব্বদিবস আসিয়া পার হইয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় পঁহুছিয়া কাটপুরি ও গুড় আহার

করিয়া জলপান করিয়া ঝোলা-পারের শ্রমশান্তি হইল। তথায় পান তামাক সেবন করিয়া সকলে একত্র হইয়া শ্রম শান্তি। পরে তথা হইতে ছয় ক্রোশ ফুলাড়ি। তথায় গঙ্গার তীরে বৃক্ষ-মূলে অবস্থিতি হইল। এই ফুলাড়ি অবধি লক্ষ্মণের তপোবন কহে। তপোবন মধ্যে অনেক সাধু-তপস্বিগণ (ও) মহামহা পণ্ডিতগণ আছেন। অতি সুরম্য বন, তপস্যার উত্তম স্থান। এই মত তপোবন দর্শন করিয়া ফুলাড়ি মোকামে থাকা হয়, বন হইতে কাষ্ঠাদি আহরণ করাইয়া অগ্নির ধুনি বৃহৎ রূপ করাইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া রাত্রে থাকা হইল।

ফুলাড়ি

১০ বৈশাখ—

ফুলাড়ি হইতে প্রাতে গঙ্গায় স্নান-তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে বিজনী ছয় ক্রোশ, পাহাড়ের চড়াই, তথায় গমন। ছয় ক্রোশ ক্রমিক চড়াই, ইহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিশেষতঃ প্রথম পর্ব্বতের উপর এতদুর উঠিতে হইতেছে কিন্তু জগদীশ্বরের এরূপ দয়া প্রকাশিত আছে যে, স্থানে স্থানে জলের ঝরণা এবং বৃক্ষের ছায়া আছে। পাহাড়ে চড়িতে যত ক্লেশ তাহার শ্রম-শান্তির উত্তম উপায় আছে। পর্ব্বত অতিশয় সুরম্য। বন-জল-স্থল-ফল-ফুলে পর্ব্বত সুশোভিত। ঐ পর্ব্বতের উপরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে তথায় এক দোকান আছে, ঐ দোকানে থাকা হইল। দাল রুটী আহার করিয়া ঐ স্থানে থাকা হইল।

বিজনী

১১ বৈশাখ—

বিজলী হইতে মহাদেবকী চটি আট ক্রোশ, ক্রমে পর্ব্বতের চড়াই। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় পহুছিয়া তথায় আহারাদি করিয়া অবস্থিতি।

১২ বৈশাখ—

বিজলী হইতে দশ ক্রোশ ব্যাসকী চটি, এই স্থানে ব্যাস-ঝোলা আছে। পূর্ব্ব যেমত ঝোলা পার হইয়াছিলাম, তাহা হইতে ছোট কিছু আছে। ঐ স্থানে ঝোলাতে পার হইতে হয়। কিছু বেড়ে পাহাড়ের পাকদণ্ডিতে আইলে ব্যাস-গঙ্গা হাঁটিয়া পার হইয়া আসিতে হয়। পার হইয়া ঐ চটিতে আসিয়া গঙ্গার তীরে ব্যাস-আশ্রমের নিকটে থাকা হইল। ব্যাসদেব দর্শন করিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে স্থিত হইল।

ব্যাস-ঝোলা

১৩ বৈশাখ—

ব্যাস-আশ্রম হইতে দেবপ্রয়াগ ছয় ক্রোশ। তথায় আসিয়া ঝোলা পার হইয়া প্রয়াগে স্নান-তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। দেবপ্রয়াগের ঝোলা লছমন-ঝোলার স্থায়। কিন্তু এ ঝোলার রশি ভাল টান আছে, অধিক হেলে দুলে না। ঐ ঝোলা পার হইলে বদরীনারায়ণের পাণ্ডা-দিগের বাসস্থান। প্রায় দুই শত পাণ্ডা আছে। ঐ স্থানে আমাদের পাণ্ডা অভয়ারাম ও বদরী দুই ভ্রাতার বাটী। ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিয়া সঙ্গমে স্নান-তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করিয়া ব্রাহ্মণ, সধবা

দেব-প্রয়াগ

ও কুমারী আদি ভোজন করাইয়া তীর্থের কর্ম্মাদি করিয়া, মৎস্যের তামাসা দেখিতে—আটার গুলি পাকাইয়া জলে ফেলিয়া দিলে পর এমত বড় বড় রোহিত ও মিরগেল মৎস্য সকল আইল, তাহা কি বলিব—এক পোয়া হইতে দুই মণ পর্য্যন্ত, ঐ আটার গুলি খাইতে আসিয়া জল মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহাতে দেখিবার অতিশয় শোভাযুক্ত হইল। প্রয়াগের জলের স্রোত অতিশয়, তাহাতে কেহ স্থির হইতে পারে না। তন্মধ্যে ঐ মৎস্যগণ স্থির হইয়া আহারাদি আনন্দে করিতেছে।

দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর আর মন্দাকিনীর সঙ্গম— দুই গঙ্গার জলের সমান স্রোত। সঙ্গমস্থল অত্যন্ত ভয়ানক, জলের শব্দে কর্ণে তালা লাগে।

এস্থলে অনেক বসতি আছে, এজন্য বাজার ও হালওয়াইয়ের দোকান আছে, দ্রব্যাদি উত্তম পাওয়া যায় না, মোটা পুরি, দধি, চিনি (ও) জিলাপি পাওয়া যায়, তরকারির মধ্যে বিলাতি কুমড়া। এই পাহাড়ে ঝাপানওয়ালাদিগের ঘর। তাহারা দুই দিবসের জন্য ঘরে গেল।

এই স্থান হইতে গঙ্গোত্তরী-যমুনোত্তরী যাইবার আলাহিদা পথ। অতি কঠিন পথ—পাহাড়ের উপর পাকদণ্ডিতে যাইতে হয়। আহারের দ্রব্যাদি সমভ্যারে রাখিতে হয়, পথ মধ্যে মিলে না। গ্রাম তল্লাস করিয়া তথায় আহারাদির চেষ্টা করিতে হয়। ছয় দিবস কষ্ট করিয়া টেরিতে পহুছিলে রাজার বাটী এবং সদাব্রত ধর্ম্মশালা আছে, যে যত দিন তথায় থাকিবে রাজসরকার হইতে আহারের দ্রব্যাদি মিলিবে।

টেরির রাজা

রাজা অতিশয় ধর্ম্মশীল। এই টেরির রাজার রাজ্য দেব-

প্রয়াগ অবধি কেদার-বদরীনারায়ণ পর্য্যন্ত ছিল। তাহাতে যখন ইংরেজ বাহাদুর এতদ্দেশের সকল রাজ্য অধিকার করেন, তখন ঐ রাজা আপন মনে বিচার করিল যে, 'আমার এ রাজ্য পশ্চাৎ থাকিবে না এবং যুদ্ধাদি করিতে ধন ক্ষয় ও বহু প্রাণী নষ্ট হইবে, অতএব ইহাদের সহিত সলা করিয়া আপন ধর্ম্ম ও বিষয়ের অধিকার রাখিতে পারিলে শ্রেয়ঃ আছে।' এই সুবিবেচনা করিয়া জর্জ রেনলিক সাহেবের নিকট যাইয়া কহিলেন যে, "আমার রাজধানী টেরি, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী আমাকে নিষ্কর রাজ্য দেহ, আর তাবৎ রাজ্য তোমরা লহ। এ রাজ্য রাখিবার আমার ক্ষমতা নাই।" এই কথা কহিয়া সকল রাজ্য হইতে ক্ষান্ত হইয়া, এই তিন স্থান লইয়া সুখে রাজ্য করিতেছেন। ঐ রাজা গঙ্গো-ত্তরীর যে কিছু কর ইত্যাদি পাওয়া যায় তাহা পাইতেছেন। তথাকার এক কলস জল লইয়া অন্য স্থানে গমন করিলে এক টাকা কর দিতে হয় এবং স্নান করিতে যত মনুষ্য যাইবে, তাহার পাস রাজসরকারে করিতে হয়।

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী

ঐ রাজার নিকট পাস করিয়া তিন দিবস পর্ব্বতের উপর বরফান পথে শীতে কম্পিত হইয়া গমন করিতে হয়। সে পথে কেবল অগ্নির উত্তাপ আর কম্বল ও পায়ে কুশের জুতা লইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হয়। তথায় পহুছিয়া গঙ্গোত্তরী তীর্থে স্নান-তর্পণাদি। কিন্তু এমন জলের শীত-বীর্য্য যে ক্ষণমাত্র জলে তিষ্ঠিবার ক্ষমতা নাই, তাবৎ শরীরের স্পন্দন রহিত হয়। শ্রী৺গঙ্গাকে ভগীরথ যৎকালে মর্ত্ত্যে আনিয়াছিলেন, হিমালয় হইতে ঐ স্থানে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। পর্ব্বত উপর হইতে এক ভূর্জ্জপত্রের বৃক্ষের মূল

হইতে উত্তর দিক্ হইতে যে ধারা আসিতেছে, সেই গঙ্গোত্তরী, পশ্চিম দিক্ হইতে যে ধারা পতিত হইতেছে, তাহা যমুনোত্তরী। এই দুই ধারা গঙ্গা ও যমুনা এক বৃক্ষের মূল দিয়া পতিত হইতেছে। কিন্তু পর্ব্বতের গতিকে নয় দিনের পথের ফের আছে। জল অতিশয় উচ্চ হইতে পড়িতেছে, শীতের প্রভাবে নিকটস্থ হওয়া যায় না। এই স্থান গমন সময়ে পথে অনেক স্থানে ছিকাতে পার হইতে হয়। ছিকার অর্থ—নদী কি গঙ্গার দুই পারে দুই পাহাড়, তাহাতে বৃক্ষাদি আছে, ঐ বৃক্ষে মোটা রশি দুই পারে বাঁধা আছে, তাহাতে এক জন বসিতে পারে এমত ছোট একটা মেচের আকার, তাহার চারি কোণাতে দড়ি দেওয়া, ঐ দড়ি সিকার মত ঝুলান, তাহাতে আংটা আছে, ঐ আংটা উপরের মোটা রশিতে গলান আছে, তাহার মুখে দুই রশি বাঁধা আছে। যে পারে যখন আসিবে, সেই পারের লোক ঐ রশি ধরিয়া টানিয়া লয়—যে পার হইতে পার হইবে, সেই পারের লোক দুলাইয়া ঠেলিয়া দেয়। যৎকালে মধ্যস্থলে যাইতে হয় প্রাণের আশা থাকে না। নীচে জল অতিশয় বেগবান্, ভয়ঙ্কর শব্দ! আশ্রয় রজ্জু মাত্র, যদি বিপরীত টানিয়া লইবার মনুষ্য না থাকে, তবে অনেক কষ্টে আপন কোমরের ও হাতের ঠেলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পার হইতে হয়।

১৪ বৈশাখ

দেবপ্রয়াগের পাণ্ডার বাটী হইতে আসিয়া ঝোলা পার হইয়া দক্ষিণ পারে আসিয়া অবস্থিতি। ঐ স্থানে শিবরতন বাবু ব্রাহ্মণ ভোজন করান এবং গরুড়জির ভোগ হয়।

দেব-প্রয়াগ

১৫ বৈশাখ

দেবপ্রয়াগ হইতে ছয় ক্রোশ রাণীবাগ। তথায় আহারাদি হয়, চাউল অতি উত্তম। ঐ স্থানে আহার করিয়া গৌতম-আশ্রমের নিকট ময়দানে থাকা হয়। গৌতম মুনির মূর্ত্তি আছে, তাহা দর্শন।

রাণীবাগ

১৬ বৈশাখ

শ্রীনগর। এখানে টেরির রাজার কেল্লা, এক্ষণে কোম্পানির জেলখানা আছে। সম্প্রতি সহর হইতে কাছারি সকল পাহাড়ের উপর গিয়াছে। এ স্থলে বাজার আছে। দ্রব্যাদি সকল পাওয়া যায়। পার্ব্বতীয় সহর, অনেক মনুষ্যের বসতি আছে। ইহার প্রথম ঘাটীতে সরকারের কর্ম্মকারগণ আছে। যত মনুষ্য কেদার-নাথ দর্শনার্থে যাইতেছে, তাহার শুমার করে, কারণ যত মনুষ্য কেদারনাথ দর্শনার্থে গমন করে, এই স্থানের গভীর ফর্দ্দ কেদারনাথের পাণ্ডার নিকট যায়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ মহাপন্থাতে গমন করিতে না পারে। এই শ্রীনগর পর্ব্বত মধ্যে সহর। যে কেহ হরিদ্বার হইতে চনার, দাল, নারিকেলের গোলা, বাদাম, কিস্‌মিস্‌, লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, কালামরিচ, বস্ত্র, চাউল, চন্দন এবং আর আর গন্ধ দ্রব্যাদি শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রী৺বদরীনারায়ণের ভেট পূজা জন্য না লইয়া আইসে, তাহাদিগের যাহার লইবার ইচ্ছা হয়, এই সহরে লইতে হয়। এই স্থান ভিন্ন আর উপরের কোন পাহাড়ে পাওয়া যায় না। দ্রব্যাদি অতি

শ্রীনগর

দুর্ম্মূল্য, তথাচ এই নগরে পাওয়া যায়। নিমপাতার সের চারি টাকা। নিম্ববৃক্ষ এতদ্দেশে নাই, নিম্বপত্র শুষ্ক করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছে।

এখানে বাঙ্গালী কেহ নাই, কেবল আশুতোষ গুপ্ত ডাক্তার। তাঁহার সমভ্যারে জ্ঞাতি-ভ্রাতা এক জন আছেন। এই দুই জন ডাক্তার থানাতে আছেন। আমরা তথায় যাওয়াতে অতিশয় প্রীত হইয়া, আমাদের বাসাতে সন্ধ্যার পর আসিয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কথোপকথন আমোদ প্রমোদ করিয়া, কৌশলে আমাদিগকে দুই তিন দিবস তথায় রাখিবার জন্য চেষ্টা ছিল। আমাদের বাসা জেলখানার উপরের ঘরে হইয়া ছিল। এক্ষণে এই স্থানে কয়েদী থাকে না। তথায় এই দিবস থাকা হইল। সহর এক ক্রোশ পর্য্যন্ত হইবে।

১৭ বৈশাখ

শ্রীনগর হইতে দশ ক্রোশ শিরোবগড়ার চটি, তথায় থাকা হয়।

১৮ বৈশাখ

শিরোবগড়া হইতে রুদ্রপ্রয়াগের পূর্ব্ব পারে পানচাকি এবং চটি আছে। তাহার উপরে এক বৈরাগীর বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতে থাকিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে শয়ন।

১৯ বৈশাখ

রুদ্রপ্রয়াগের ঝোলা পার হইয়া প্রয়াগে স্নান-তর্পণাদি। এই প্রয়াগে নামিবার (পথ) অতি সুকঠিন। একশত ধাপ

নামিয়া পরে এক লোহার শিকল আছে, ঐ শিকল ধরিয়া দশ হাত নীচে গেলে জল পাওয়া যায়। এই স্থানে মন্দাকিনীতে অলকনন্দাতে সঙ্গম, জলের স্রোত অতিশয়। সঙ্গম-স্থান দেখিতে ভয়ঙ্কর। জল এমত শীতল যে, যে স্থানে স্পর্শ হয় তাহার চৈতন্য থাকে না, পানে দন্ত খসিয়া যায়, স্নানান্তে অচৈতন্য দেহ থাকে। কষ্টে সৃষ্টে শৃঙ্খল ধরিয়া নীচে নামিয়া সঙ্গম-স্থানে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ঐ শৃঙ্খল ধরিয়া উঠিতে প্রাণ বিয়োগের ন্যায় কষ্ট। পরে উপরে উঠিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, উত্তাপ দ্বারা দেহের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, রুদ্র-নারায়ণ দর্শন করিয়া, ছয় ক্রোশ যাইয়া পাহাড়ের উপরে কম্বল আচ্ছাদনে রাত্রে থাকা হইল।

রুদ্র-প্রয়াগ

২০ বৈশাখ

ঐ পাহাড় মধ্য হইতে ছয় ক্রোশ যাইয়া পর্ব্বতের খোড়ের ধারে আহারাদি করিয়া চারি ক্রোশ যাইয়া গুপ্তকাশী। এখানে ৺গঙ্গা (ও) ৺যমুনা গুপ্তপথে আসিয়া ঐ স্থানে প্রকাশ হইয়াছেন। গঙ্গার ধারা উত্তর দিকে, যমুনার ধারা পশ্চিম দিকে। শ্রী৺বিশ্বেশ্বর (ও) অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি আছে। মন্দির পূর্ব্বদ্বারী, স্বর্ণমণ্ডিত কলস, এক মন্দির মধ্যে দেব-দেবী শোভা করিয়া আছেন। মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ কুণ্ড আছে, তাহার চতুষ্পার্শ্ব জল স্থল প্রস্তরের সোপান। এই কুণ্ডে গঙ্গার জল গোমুখ দিয়া, আর যমুনার জল সিংহমুখ দিয়া উপর হইতে কুণ্ডে পড়িতেছে। কুণ্ড জলে পরিপূর্ণ আছে, ঐ কুণ্ডে স্নানাদি হয়। অন্নপূর্ণা ও

গুপ্তকাশী

বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণের ও রূপার পঞ্চমুখ ইত্যাদিতে সুশোভিত করিয়া বেশভূষা করা। এই গুপ্তকাশীতে অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী আছেন। ইঁহারা যোগসাধন করিতেছেন। দোকান বাজার বসতি আছে। নগরের ন্যায় স্থান, খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এ স্থানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। কেদারনাথের পাণ্ডা-দিগের এই এক স্থান। এই গুপ্তকাশীতে সকলে মিলন হয়। এখানে ঐ দিবস এত যাত্রী একত্র হইয়াছে যে, থাকিবার স্থান পাওয়া গেল না। পরে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শনান্তর প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া ক্ষেত বাড়ীতে ডেরা ফেলিয়া থাকা হইল। রাত্রে অগ্নির উত্তাপে এবং কম্বল আচ্ছাদনে শীত নিবারণ করা গেল।

২১ বৈশাখ

প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া গুপ্তগঙ্গা (ও) যমুনা কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, বিশ্বেশ্বরের দর্শন করিতে প্রায় চারি দণ্ড বেলা হইল। পরে তুঙ্গনাথের দর্শন। তুঙ্গনাথের পাহাড় আট ক্রোশ উচ্চ চড়াই, বড় বিকট পথ; পাকদণ্ডিতে উঠিতে হয়। এক এক পদ-চিহ্নতে পদক্ষেপ করিয়া যষ্টি আশ্রয়ে আট ক্রোশ চড়িতে হইবে, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত উপরে বৃক্ষাদি আছে, বৃক্ষমূলে বিশ্রাম। এই মতে তাবৎ দিবাতে। পর্ব্বতের শিরোভাগে যে তুঙ্গনাথের মন্দির আছে, তাহাতে মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত, তাঁহার দর্শন। এই পর্ব্বত বরফে আচ্ছাদিত। মন্দির বরফে ঢাকিয়া থাকে। অক্ষয়-তৃতীয়ার পরে বরফ কাটিয়া মন্দির ও পথ সকল মুক্ত করে।

তুঙ্গনাথ

এখানে থাকিবার স্থান ঐ তুম্বনাথের বাটীতে। এই সময়ে খাদ্য-দ্রব্যাদির দুই তিন দোকান পার্ব্বতীয় জমিদার লোক করে, আর সদাব্রত ধর্ম্মশালা আছে। তথায় রাত্রিবাস করিয়া পাহাড়ের উত্তর দিক্ হইয়া নামিয়া পথে আসিতে হয়। চারি দণ্ডের মধ্যে নীচে আসা যায়, কিন্তু নামিতে বড় ক্লেশ—প্রাণের আশা থাকে না। আট ক্রোশ পাহাড় খাড়াই অর্থাৎ সোজা (ও) উতরাই, ইহাতে যত ক্লেশ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ইহাতে অনেক মানুষ চড়াই-উতরাই করিতে ক্ষমবান্ হয় না। এজন্য পাণ্ডাগণ ঐ তুঙ্গ-নারায়ণের অর্থাৎ তুম্বনাথের প্রতিমূর্ত্তি স্বর্ণের রূপার মুখ সকল পর্ব্বতের নীচে অন্য পর্ব্বতে আনিয়া দর্শনার্থে রাখিয়াছে। তথায় উপরের মন্দিরের ন্যায় সকল আসবাব ও মূর্ত্তি সকল এবং পরিচারকগণ আছে। সেই মত রূপা সোণার ছাতা, আশাবরদার, বাদ্যকর এবং পূজারিগণ আছে, যাহা ভেটাদি জমা হয় সকল তুম্বনাথের ভাণ্ডারে জমা হয়।

দর্শনাদি করিয়া পাটন নদীর চটিতে থাকা হয়। দুই চটি নিকট নিকট। সকলে অগ্রে আসিয়া চটিতে থাকিবার স্থান ভাল না পাইয়া তাহার নিকট পর্ব্বতের উপরে তেজপত্রের গাছ সকল আছে, সেই বনে বৃক্ষ মূলে থাকিবার স্থান হইয়াছিল। আমি তুম্বনাথের দর্শনান্তর খুজিয়া খুজিয়া ঐ স্থানে সকলের সমভ্যারে মিলিত হইয়া একত্রে থাকা হইল।

পাটন-চটি

২২ বৈশাখ

পাটন-চটি হইতে ছয় ক্রোশ চড়াই ত্রিযুগ-নারায়ণের পাহাড়।

এ পাহাড়ে চড়িবার সুবিধা আছে, কতক চড়াই তাহার পর কতক পরিসর স্থান। ঝরণা, ময়দান (ও) বৃক্ষের ছায়া স্থানে স্থানে আছে। তথায় বিশ্রামের অতি উত্তম স্থান। ক্রমে চড়াই ও বিশ্রাম করিয়া ত্রিযুগ-নারায়ণের মন্দির পর্ব্বতের শিরোভাগ, তথায় পহুছা হইল। এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্ত্তি আছে, আর মহাদেবের তিন যুগের ধুনি জ্বলিতেছে। নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে যে নাটমন্দির, তাহাতে মহাদেবের ধুনি। বাহিরে পাঁচ কুণ্ড আছে এবং দেব-দেবী মূর্ত্তি সকল দর্শন। ঐ কুণ্ডে স্নান-তর্পণ করিয়া তিল, যব, ঘৃত, মধু, চিনি, ফুল, বস্ত্র (ও) কলা দিয়া ঐ ধুনিতে আহুতি দিয়া, নারায়ণ দর্শন করিয়া আপন আপন ইষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। সাধনার স্থান নগরতুল্য—অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী (ও) মোহন্তগণ তপস্যা করিতেছেন। তপস্যার উত্তম স্থান। এই হিমালয়—গিরিরাজ ও মেনকার বাসস্থান, গৌরীর জন্মস্থান—এই গিরিপুরে পুরবাসী বালিকাগণ সমভ্যারে বাল্যক্রীড়া, শিবপূজা ও তপস্যা করিয়া ছিলেন। তাহার স্থল সকল আছে। এই স্থানে হর-গৌরীর বিবাহ হয়। এ পর্ব্বতে ফলফুলে বৃক্ষগণ সুশোভিত—সজীবিত। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে জলের ভাল ভাল ঝরণা আছে। অন্য অন্য পর্ব্বত হইতে এ পর্ব্বতের মনুষ্যগণ মিষ্টভাষী, স্ত্রীগণ—বালিকা, যুবতী কি বৃদ্ধা—সকলে সুসভ্য, কিন্তু বস্ত্রাভাব—কম্বল পরিধান এবং আচ্ছাদন। সকলের মস্তকে কম্বলের টুপী কিম্বা পাগড়ি। উল-বস্ত্র ভিন্ন সূত্রবস্ত্র পায় না, তাহাতেও দেখিতে শ্রীমান্ আছে। ইহারা ছুচ ও বিদি পাইলে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়। একটি টাকা পাইয়া যত না সন্তুষ্ট হয়, তাহার অধিক একটি ছুচ কি বস্ত্র পাইলে

ত্রিযুগ-নারায়ণ

আহ্লাদযুক্তা হয়। বস্ত্র পরিতে পারে না, মস্তকে বাঁধিয়া পিঠে ফেলিয়া দেয়। এই স্থানে দোকান আছে, চিড়া হইতেছে। গুড়, চিড়া (ও) চাবেনা পাওয়া যায়। ত্রিযুগ-নারায়ণ দর্শনাদি করিয়া পর্ব্বতের উত্তর দিক্ হইয়া নিম্নে উতরাই করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া কাষ্ঠের পুলে গঙ্গা পার হইয়া ঝিল্‌মিল্ চটি। ঐ চটিতে থাকা হইল। এ চটিতে স্থানাভাব (ও) দ্রব্যাভাব। অনেক হাঙ্গামে থাকিবার স্থান করিয়া দাল আটার জন্য বিব্রত। সকল দোকান-দার কহে যে, রসদ মজুত ছিল ফুরাইয়াছে। তাহার পর দোকানদারদিগকে নানাপ্রকার ভয় (ও) মৈত্রতা দেখাইতে আটা দাল ঘৃত পাওয়া গেল। ফি টাকাতে ছয় সের হিসাবে দাল ও আটা, ঘৃত দেড় সের। এই দিবস এই স্থানে স্থিতি।

ঝিলমিল-চটি

২৩ বৈশাখ

ঝিল্‌মিল্ চটি হইতে মুড়কাটা অর্থাৎ মস্তকহীন গণেশ। এই স্থানে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মস্তকহীন হয়। ঐ গণেশ দর্শন করিয়া ছয় ক্রোশ যাইয়া গৌরী-কুণ্ড। এই কুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ। এ কুণ্ডে স্নান করিয়া হরগৌরী দর্শন, নারায়ণকুণ্ডে স্নান করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি দর্শন। এখানে বাজার আছে এবং হালওয়াইদিগের দোকান, তাহাতে অন্য দ্রব্য কিছু পাওয়া যায় না, চাবেনা, গুড় (ও) চিড়া পাওয়া যায়। আটা দাল চাউল ঘৃতাদির দোকান আছে, থাকিবার ঘর ভাল ভাল আছে। এই গৌরীকুণ্ডের মাহাত্ম্য কেদার-মাহাত্ম্যে আছে। পুরাকালে

মুণ্ডকাটা গণেশ

গৌরীকুণ্ড

মহাদেব পার্ব্বতীকে জল উষ্ণ করিতে কহিয়া পরে ভাঙ্গ-ধুস্তুরাতে বিভোর হইয়া যোগাসনে রহিলেন। পার্ব্বতী ক্রোধ করিয়া ঐ জল নিক্ষেপ করেন, তাহাতে যে কুণ্ড হয় তাহার নাম গৌরীকুণ্ড। এই গৌরীকুণ্ডে জলযোগ করিয়া ভীমগড়া চারি ক্রোশ। তথায় পাণ্ডাদিগের তৈয়ার করান ঘর আছে, যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য ঘর এবং দোকান করে। তাহার কারণ এখান হইতে শ্রী৺ কেদারনাথের মন্দির চারি ক্রোশ, এ জন্য এই ভীমগড়াতে যাত্রী সকল থাকে। এই স্থানে ভীমসেন স্বর্গারোহণকালে পতিত হন, হিমের প্রতাপে। এ জন্য ভীমগড়া নাম। এখানে এমত বরফ যে, এই বৈশাখ মাহাতে শীতে কম্পিত হইয়া লুই বনাত কম্বল গাত্রে, ভিতরে তুলাভরা জামা, হাতে পায়ে উলের মোজা দস্তানা, তথাচ দন্তে দন্তে ঠেকিয়া হৃৎকম্প। বরফে স্থান সকল এত আর্দ্র যে, কোন ক্রমে রসুই হয় না। একে কাষ্ঠ অতি দুর্ম্মূল্য, তাহাতে জলের ন্যায় ভূমি, প্রবলরূপে অগ্নি জ্বালিত করিলে এক ক্ষণের মধ্যে শীতল হয়। একজন মনুষ্যের রুটী দাল করিতে দুই আনা কাষ্ঠের কমে হয় না। অনেক কষ্টে বেলা তৃতীয় প্রহর সময়ে পঁহুছান হইল। এখানে আহারের আটা আর অরহরের দাল, ঘৃত (ও) গুড় পাওয়া যায়, চিড়া মোটা মিলে। মধু উত্তম, সফেদ মিছরির ন্যায় ভুরা। ভীমগড়াতে থাকা হইল।

ভীমগড়া

২৪ বৈশাখ

অতি প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বস্ত্রত্যাগ করিয়া কেদারনাথ দর্শনার্থে গমন। গাত্রে তুলাভরা জামা,

তাহার উপর লুই, বনাত (ও) কম্বল মুড়ি দেওয়া, হাতে আপন আপন যষ্টি, স্কন্ধে পূজা ভেটের দ্রব্যাদি।

কেদারনাথ

ইহার পূর্ব্বে চারি দিবসের পথ পাহাড় হইতে বিল্বদল সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাহার পর আর বিল্ববৃক্ষ নাই। ঐ বিল্বদল এবং ঘৃত, মধু, চিনি ও মেওয়া-জাত যে যাহা লইয়া আসিয়াছিল, তাহা লইয়া "বম্ কেদার" বলিয়া কেদারনাথ দর্শনে যাত্রা করিল। ভীনগড়া হইতে চারি ক্রোশ পাহাড়ে উঠিতে হয়। তাহার এক ক্রোশ পথ কোথাও পর্ব্বতের পাথর, কোথাও বা বরফ, কোথাও বা বরফ-গলা জল, কোথাও ঘাসপাতা, এই মতে এক ক্রোশ। তাহার পর তিন ক্রোশ ক্রমিক বরফের উপর হইয়া পথ। পর্ব্বতের উচ্চের কথা কি লিখিব। গঙ্গাসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় চারি শত ক্রোশ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া গমন করিতে হয়, বরফের পর্ব্বত—কত যুগের বরফ জমিয়া আছে, তাহার নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণাদি জন্মে না, কেবল ধবলাকার। চলিতে পায়ের সাড় থাকে না, যেমন ঝিন্‌ঝিনা হইয়া পা অসাড় হয়, সেই মত বরফে পদক্ষেপে পদের অচৈতন্য হয়। পথের ভীষণত্ব কি কহিব! বরফে আচ্ছাদিত পর্ব্বত, তাহায় বরফ সকল কাটিয়া পথ হইয়াছে, এক এক পদক্ষেপ হইতে পারে—এই পরিসর পথ, যে যে স্থানে পদের কোন চিহ্ন আছে, তাহার উপর পদক্ষেপ করিতে হয়। যদি সম্মুখে কেহ আসিতেছে তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশেপাশে পদক্ষেপ করে, তবে মহাবিপদ হয়। পশ্চিম দিকে পদক্ষেপ হইলে বরফে কোমর পর্য্যন্ত কোথায় অস্থায়ী হইয়া ডুবে, পূর্ব্ব-

দিকে পদক্ষেপ হইলে কোথায় যায় তাহার নিরাকরণ হয় না, তাহার কারণ পাহাড়ের গড়েন ; কম-বেশ দশ হাজার হাত নিম্নে মন্দাকিনী বহিতেছেন, তাহার উপরে বরফ আচ্ছাদিত আছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বরফ গলিয়া ফাঁক হইয়াছে, তথায় জানা যায় যে, মন্দাকিনীর স্রোত বহিতেছে। ঐ পূর্ব্ব-দিকে পদক্ষেপ হইলে একেবারে বরফে মগ্ন হইয়া গঙ্গায় পতিত হয়। এক ব্যক্তির পা বেহিসাব পড়িয়াছিল, সে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অনেক নিম্নে বরফের উপরে পতিত আছে। প্রায় এক মাহা হইল প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বরফের গুণে পচে গলে নাই, তাজা আছে। এই সুকঠিন পথ হইয়া এক পুল পার হইয়া কেদারনাথের মন্দির দেখা যায়, পুল হইতে এক ক্রোশ। এ বৎসর একশত এগার হাত বরফ পড়ে, তাহা কাটিয়া মন্দির বাহির করে। মন্দিরের চিহ্ন ইহাতে পায় যে, যত উচ্চ হইয়া বরফ পড়ুক, মন্দিরের উপর যে ত্রিশূল আছে, তাহা আবৃত হইবে না। যে সমস্ত বাড়ী, ঘর, কুণ্ড, তীর্থ (ও) দেবালয় আছে, সকল বরফে ঢাকিয়া আছে—কেবল ধবলাকার, তাহাতে অন্য চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, দেখিতে সুশোভিত। পুরাতন যে বরফ আছে, তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন, নূতন যে বরফ তাহা অতি শুভ্র, সাফা লবণের ন্যায় দানাদার।

কেদারনাথ দর্শনের প্রথমে পঞ্চগঙ্গাতে স্নান-তর্পণ, পরে হংস-তীর্থে শ্রাদ্ধাদি গৃহী মনুষ্যে করিয়া দেবদেব মহাদেবের দর্শন। এ স্থলে পঞ্চগঙ্গা—অলকনন্দা, মন্দাকিনী, দুধগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা (ও) মৌগঙ্গা। এই পঞ্চগঙ্গার সঙ্গম-স্থানে স্নান-তর্পণ, শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিয়া, শ্রী৺কেদারেশ্বর দর্শন করা হইল। তেহারা মন্দির মধ্যে

মহিষাকৃতি মূর্ত্তি। শ্রী৺দেবদেব মহাদেবের মহিষমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বহুকালের মন-মানস এবং দেহ ও চক্ষুর সফলতা করিয়া পর্ব্বতে উঠিবার এবং বন-জঙ্গলের ক্লেশের শান্তি হইল। গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চগঙ্গার সঙ্গম-জলে স্নান করাইয়া বিল্বদল চন্দন দিয়া পূজা করিয়া প্রদক্ষিণান্তর কোল দিতে হয়। মন্দির অতিশয় অন্ধকার, অষ্টদিকে অষ্ট স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভ বেষ্টিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া কেদারকে কোল দিয়া বারংবার প্রদক্ষিণ।

কেদারের মন্দির বরফে ডুবিয়াছিল। অদ্যাবধি মন্দিরের ভিতরের সকল বরফ যায় নাই, সর্ব্বদা জল পড়িতেছে। এই বরফ জন্য শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণের ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পর অক্ষয়-তৃতীয়া পর্য্যন্ত ছয় মাহা দ্বার রুদ্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে এক এক ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিত করিয়া তাক মধ্যে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অসিমঠ ও জোষীমঠ দুই স্থানে দুই গদি আছে। ঐ গদিতে ছয় মাহা পূজা হয়। কেদারনাথের গদি অসিমঠে। মন্দিরের নিকট কোন মনুষ্য কি জীবজন্তু পশু পক্ষ্যাদি কিছু থাকিবার ক্ষমতা হয় না। ঐ ছয় মাস দেবগণে পূজা করে, এ কথা পূর্ব্বাবধি সকলে শ্রুত আছেন। এক্ষণে দেবতাগণের পূজা করার এই চিহ্ন পাওয়া যায় যে, ঘরের ভিতরে ঐ ঘৃত প্রদীপ জ্বালিত থাকে, আর অর্ঘ্যের চাউল ও নীলকমল দিয়া যে পূজা হয়, তাহা ঐ মন্দির মধ্যে থাকে। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিবস মন্দির ও পথ খোলসা হইলে টেরির রাজা অগ্রে দর্শনার্থে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হন। রাজা দর্শন করিবা মাত্র ঐ ঘৃত-জ্বালিত প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। প্রদীপের বাতি ও ফুল যাহা

থাকে তাহা, আর ঐ দেবপূজিত অর্ঘ্যের চাউল ও কমল-পুষ্প রাজা লয়েন, পরে অর্ঘ্যের চাউল ও প্রদীপের শুল ও বাতি রাজা কাহাকেও দেন না, কমল-পুষ্প যাত্রীদিগকে নির্ম্মাল্য দিবার জন্য রাওলের নিকট কেদারনাথের ভাণ্ডারে আমানত থাকে। অর্ঘ্যের চাউলের অতি অল্প ভাগ ভাণ্ডারে আইসে, অনেক স্তব-স্তুতিতে যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহাকে দেন।

মন্দির মধ্যে ঘৃতের প্রদীপ দিবারাত্র জ্বলিতেছে, আলো না হইলে কিছু দৃষ্ট হয় না। নাটমন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে, আর মন্দিরের ভিতর বাহিরে কত দেবদেবী, মুনিঋষিগণের মূর্ত্তি, আর নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে নন্দিকেশ্বর আছেন।

মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে আসিতে বরফে স্পন্দন রহিত হয়। কেদারের মন্দিরের উত্তর দিক্ হইয়া মহাপন্থা। এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তর মুখে গমন করিয়া যাইতে পারিলে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব, যাঁহাকে স্পর্শ করিবা মাত্র দেহ বজ্র তুল্য হইয়া সকায়াতে স্বর্গে গমন করিতে পারে। কিন্তু এই তিন ক্রোশ পথ যাওয়া অতি দুষ্কর, তাহার কারণ দিবারাত্র বরফ জলের ন্যায় বরিষণ হইতেছে, এই শীতবীর্য্যে কেহ মহাপন্থাতে গমন করিতে পারে না। যদি কেহ সাহস করিয়া ঐ পথে গমন করে, তাহা কদাচ পঁহুছিতে পারে না। তাহার কারণ ঐ পন্থাতে পদক্ষেপ করিতে যদি কিছু শব্দ হয়, তবে এমত বরফ খসিয়া পড়ে যে, তাহাতে প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই—তাহার নাম খুনি বরফ। যে অঙ্গে ঐ বরফ স্পর্শ হয়, তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ খসিয়া পড়ে। এই সকল কারণ জন্য শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের এবং টেরির রাজসরকার হইতে ছত্রিশ জন

মহাপন্থা ও হিমলিঙ্গেশ্বর

পার্ব্বতীয় মনুষ্য রক্ষক আছে—কোনক্রমে কেহ বিনানুমতিতে ঐ পথে না যাইতে পারে।

যে সকল রক্ষকগণ আছে, তাহারা লোমসমেত দুম্ব-ভেড়ার চামড়ার জামা, ইজার, টুপী (এবং) তাহার উপর কম্বল আচ্ছাদনে থাকে। অগ্নির কুণ্ড সমভ্যারে ঐ রক্ষকগণ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কষ্টে যাইতে পারে, তাহার পর গমনের ক্ষমতা নাই। একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ, তাহারা দুইজনে কেদারনাথ দর্শনে গিয়া, মন্দির প্রদক্ষিণের সময় মহাপন্থা গমনের পথ স্থির করিয়া, আপন দ্রব্যাদি সকল সমভ্যারে ব্যক্তিদিগের নিকট দিয়া, উলঙ্গ হইয়া, এক কম্বল গাত্রে আচ্ছাদন দিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া গিয়াছিল। পরে রক্ষকগণ জানিতে পারিয়া তাহাকে বহুতর কপট স্তব করিয়া গমন স্থগিত করাইয়া, নিকটে যাইয়া তাহাকে বন্ধন ও প্রহার করিতে করিতে বিচার স্থলে লইয়া গেল, তাহাকে অনেক ভয়-মৈত্র দেখাইয়া অন্য পর্ব্বতে পাঠাইয়া দিল।

যাহার মহাপন্থা হইয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে অগ্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি অন্য অন্য আশ্রম লইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইয়া গোগ্রাসে ভোজন, তদনন্তরে আপন পদে ঝিক করিয়া চরু রন্ধন করিয়া ভোজন, তদনন্তরে রাজার নিকট মহাপন্থা গমনের আবেদন করিতে হয়। রাজা শ্রুত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে রাজভবনে রাখিয়া, উত্তম উত্তম মেওয়াদি তেজস্কর দ্রব্য, দুগ্ধ (ও) ঘৃত প্রচুররূপে আহার করাইয়া, উত্তম শয্যাতে শয়ন করাইয়া, উত্তমরূপ রূপসী যুবতীগণকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া, দুই তিন মাস একত্রে বাস করাতে যদি কিছু বিকার জন্মে তবে তাহাকে

পুনর্ব্বার পায়ের ঝিকে পাকস্থলী বসাইয়া চরু পাক করিয়া আহার করিতে পারিলে, সেই ব্যক্তিকে মহাপন্থা গমনের অনুমতি হয়। ঐ ব্যক্তি এই স্থলে আসিয়া উলঙ্গ হইয়া সকল ত্যাগ করিয়া মহাপন্থাতে গমন করে, এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পায়, তৎপরে কোথা যায়, কি হয়, কেহ দেখিতে পায় না।

কৈলাস

কেদারনাথের মন্দিরের উত্তরাংশ হইতে ঈশান-কোণে ধবল পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, ঐ কৈলাস পর্ব্বত। ঐ স্থানে শ্রী৺হরপার্ব্বতীর মন্দির আছে। এখান হইতে মন্দির স্পষ্ট দর্শন হয় না, ধবল পর্ব্বত স্পষ্টরূপে দেখা যায়; তাহার উপর শৃঙ্গস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ঐ বস্তু মন্দির হয়, তবে দেখা হইয়াছে।

মহাপন্থার শেষভাগে তিন পন্থা আছে—বিষ্ণুপন্থা, রুদ্রপন্থা (ও) ব্রহ্মপন্থা, যে যে পন্থা গমনের ইচ্ছা করে সে সেই পন্থাতে যায়, সাধনক্রমে প্রাপ্ত হয়। কেদার-দর্শনান্তর রেতকুণ্ডের জলপান করিতে যাইতে হয়। অর্দ্ধক্রোশ পথ বরফের উপর দিয়া কুণ্ডে আসিতে হয়। কুণ্ড দীর্ঘ-প্রস্থে চারি হস্ত। চতুষ্পার্শ্বে

রেতকুণ্ড

প্রস্তরের সোপানবদ্ধ বেষ্টিত ঘর আছে; ঐ ঘর মধ্যে কুণ্ড বরফে পরিপূর্ণ ছিল। সম্প্রতি পথ ও কুণ্ডের বরফ কাটিয়া মুক্ত করিয়াছে। এই স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ও) মহেশ্বর ত্রিদেব প্রসূত হন। এইজন্য এই কুণ্ডের জলপান করিবার বিধি। জলপানের নিয়ম এই যে, প্রথমে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাহার বচনের পুস্তক চারি পাঁচ পাত হইবে। তাহার মূলার্থ—এই জল স্পর্শে পাপ দেহ পরিত্যাগ

হইয়া জীবন মুক্ত হইল। দেহকে ভস্মরাশি এবং কালপুরুষকে শিলাতে ফট্ করিবার মন্ত্র। তৎপরে বার তিথি মাস কল্প উচ্চারণ করিয়া তিন গণ্ডূষ বাম হস্তে তিন অঞ্জলি পূরিয়া তিন বার গোগ্রাসে বারংবার কুণ্ডের জলপান করিয়া লম্ফ দিয়া কক্ষবাদ্য করিতে করিতে বাহু আস্ফালন করিয়া দম্ভে কহিতে হয়—

অহং ব্রহ্মঃ অহং বিষ্ণুঃ অহং রুদ্রঃ প্রজাপতিঃ।
মত্তুল্য সর্ব্বতীর্থানি নাস্তীব দেবদানবে॥

এই কথা বারংবার কহিয়া স্থগিত। এই প্রকরণে উদক-কুণ্ডের জলপান করিতে হয়। দুই কুণ্ড একাকৃতি, এক নিয়ম। এ সময়ে এখানে ত্রিরাত্র বাস করিতে কেহ ক্ষমবান হয় না, তাহার কারণ যত বাড়ী ঘর আছে সকলই ডুবিয়া আছে, থাকিবার স্থানাভাব, উদাসীনদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক রাত্র ছিল, কিন্তু এক জন এক টাকার কাষ্ঠে ধুনি করিয়া অগ্নি উত্তাপে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। বর্ষাকালে যাহারা দর্শনার্থে যায়, তাহাদের পথ-ক্লেশ অতিশয়। তাহার কারণ এ সকল পথেও ঝোলা থাকে না, পর্ব্বতের উপর উপর পাকদণ্ডি পথে আসিতে হয়। কিন্তু সে সময়ে কেদারে তিন রাত্র কি সপ্ত রাত্র—যাহার যত দিবস ইচ্ছা হয়, যম-দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া দর্শন-স্পর্শন করিয়া থাকে। তৎকালে বরফ সকল গলিয়া পড়ে, পাণ্ডাদিগের এবং রাজার ধর্ম্মশালার যে সব বাড়ী আছে তাহা মুক্ত হয়, তাহাতে থাকিতে পারে।

কেদারনাথের পাহাড়ে এবং বদরীনারায়ণের পাহাড়ে তিন ক্রোশ অন্তর। কেদারনাথ হইতে বদরীনারায়ণের পাহাড়

উত্তমরূপ দেখা যায়। এক জন পূজারি দুই স্থানে পূজা করিত। ঐ পূজরি-ব্রাহ্মণ আপন স্ত্রীসহ বিবাদ করিয়া, স্ত্রীকে প্রতি দিবস প্রহার করিত; কহিত "আমি দুই পাহাড়ে পূজা করিয়া এলাম, তথাচ তোমার গৃহকর্ম্ম হয় নাই!" এই কহিয়া অতিশয় প্রহার করিত। এক দিবস অত্যন্ত দেহ-যন্ত্রণা পাইয়া দুই দেবের নিকট প্রার্থনা করিল যে, 'তোমাদের পূজার পূজারি হইয়া আমার প্রাণনষ্ট করিতেছে। আমি মরিলে স্ত্রীহত্যার ভাগী তোমাদিগকে হইতে হইবে।' ব্রাহ্মণীর এরূপ খেদোক্তিতে দুই দেব হর-হরির কৃপা হইল, কহিলেন "এক দিবসে দুই পাহাড়ে যাইবার ক্ষমতা থাকিবে না।" মধ্যে এক উচ্চ পর্ব্বত স্থাপিত করিলেন, তাহা লঙ্ঘনের পথ রহিল না। এজন্য এক্ষণে কেদারনাথে (ও) বদরীনারায়ণে নয় দিবসের পথ অন্তর হইয়াছে।

বদরীনারায়ণের পাহাড়

স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর যে ধারা আসিতেছে, নির্ম্মল জল। দুধ-গঙ্গার জল দুগ্ধের বর্ণ, ক্ষীর-গঙ্গার জল ক্ষীরের তুল্য স্বাদু, মৌ-গঙ্গার জল মধুর সমান মিষ্ট, অলকনন্দা সুশীতল। পঞ্চ-গঙ্গা যথায় একত্র মিলিত হইয়া সঙ্গম হইয়াছে, তথায় জলস্রোত ও প্রবাহ অত্যন্ত হইতেছে। স্নানকালীন দেহের স্পন্দন রহিত হয়, তর্পণাদি করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হংসতীর্থে কিম্বা সঙ্গম-স্থানে বসিলে সকল ক্লেশ শান্তি হয়।

পঞ্চ-গঙ্গা

কেদারমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি রেতকুণ্ড (ও) উদককুণ্ডের জলপান করিবে, পানের নিয়ম পূর্ব্বে কহিয়াছি,

সে ব্যক্তির হৃদিমধ্যে তৎক্ষণাৎ এক শিবলিঙ্গাকৃতি জন্মিবে, তাহাতে তাহার যে স্থলে মৃত্যু হউক কাশীতে মৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হইবেক। যে কেহ কেদার-দর্শনের যাত্রা করিয়া পথে প্রাণ-ত্যাগ করিবে, তাহার অধোর্দ্ধ ত্রিসপ্ত পুরুষ উদ্ধার হইবে। কেদার-মাহাত্ম্য মান্য করিলে, তাহা শ্রুত হইলে ফলশ্রুতি হইবে।

পুনর্ব্বার কেদারনাথের মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও প্রদক্ষিণ এবং কোল দিয়া আসিয়া রাওল অর্থাৎ কেদারনাথের গদির মোহন্তর নিকট আসিয়া নির্ম্মাল্যাদি লইয়া, যাহার যথাশক্তি প্রণামী দিয়া, বেলা আড়াই প্রহর গতে তথা হইতে ভীমগড়া আসিতে উদ্যোগ হইল। বৈশাখ মাহার আড়াই প্রহর বেলা, কিন্তু শীতে কম্পবান, কাহারও পদক্ষেপ করিবার ক্ষমতা হয় না। পর্ব্বতে এমত বেষ্টিত যে, সূর্য্যের উদয়াস্ত কিছুই জানা যায় না। একখানি থালার ন্যায়, আকাশ যাহাকে কহে, শূন্যভাগ দেখা যায়। সূর্য্য-তেজ বরফে আচ্ছাদিত আছে।

এখান হইতে গমন করিয়া বরফের নানারকম দেখিয়া শত বৎসরের বরফ বেলওয়ার, সহস্র বৎসরের স্ফটিক হওয়ার আকর স্থান দেখিয়া, পথমধ্যে স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া বেলা চারি দণ্ড থাকিতে ভীমগড়াতে পহুছান হইল। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ-ভোজন।

ভীমগড়া

দ্রব্যাদি কিছু পাওয়া গেল না; আটা, দাল, গুড় (ও) ঘৃত পাণ্ডাদিগকে দেওয়া হইল। তাহারা আপনারা তৈয়ার করিয়া আহার করিল। আমাদিগের তীর্থোপবাস। রাত্রে কেদার, রামদত্ত ও ... পাণ্ডাদিগকে বিদায় করিয়া কমল-পুষ্পাদি সুফল লইয়া থাকা হইল।

২৫ বৈশাখ

ভীমগড়া হইতে চারি ক্রোশ গৌরীকুণ্ড। তথায় স্নান-তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে ছয় ক্রোশ ঝিল্‌মিল্ চটি। তথায় গুড়, ছোলা লইয়া পুল পার হইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে পাহাড়ের মধ্যে থাকা হইল।

গৌরীকুণ্ড

২৬ বৈশাখ

ঝিল্‌মিল্ চটির নিকট পাহাড় হইতে অসিমঠ দশ ক্রোশ। কেদারের গদি এ স্থানে, ছয় মাস উদ্দেশে পূজা হয়। এখানে বাজার আছে, আহারের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, হালওয়ায়ের দোকান আছে। এই কেদারের বাটীতে থাকা হইল। শ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ (ও) শ্রী৺কেদারনাথের গদি দর্শন। ঝোলা পার হইয়া অসিমঠ।

অসিমঠ

অসিমঠ হইতে দশ ক্রোশ—পুথিবাসা, তথায় থাকা হয়।

২৮ বৈশাখ

পুথিবাসা হইতে বার ক্রোশ বামনী চটি। তথায় অবস্থিতি। এখানে দশ বার দোকান আছে।

বামনী চটি

২৯শে বৈশাখ, দশমী

বামনী চটি হইতে বার ক্রোশ ক্ষেত্রপাল। এস্থানে আসিতে অলকনন্দা পার হইয়া পুলের ধারে বাজার আছে, তথায় না থাকিয়া দুই ক্রোশ অন্তরে ক্ষেত্রপালের চটি। তথায় দশ বার দোকান আছে। থাকিবার

ক্ষেত্রপাল

বড় বড় ঘর সকল। তথায় আহারাদি করিয়া অবস্থিতি। এই দিবস শিবরতন বাবুর চাকর অন্যপথে পথ ভুলিয়া যায়।

৩০ বৈশাখ, একাদশী

ক্ষেত্রপাল হইতে আট ক্রোশ পিপড়কুঠী। এখানে থাকিবার ধর্ম্মশালা এবং দোকানদারদিগের দোকানের উপরে থাকিবার উত্তম স্থান আছে। আমাদের আসিবার পূর্ব্বে যাত্রী সকল আসিয়া ঘর লইয়াছে, আর যে ঘর ছিল তাহা ভাল নহে। এজন্য ঐ বাজারের উত্তর পাহাড়ের ক্ষেত বাড়ীতে ডেরা করা হইল। একাদশীর দিবস কাহার রুটী, কাহারও পুরি, কাহারও ফলাহারী দ্রব্য আনাইয়া আহারাদির দ্রব্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, এমত সময়ে মেঘারম্ভ হইয়া জল বাতাস শিলা বরিষণ হইতে লাগিল। আর দেবতার অতিশয় গর্জ্জন। ভয়ে সকলে ত্রাহি ত্রাহি, থাকিবার স্থানাভাব হইয়া বিব্রত; আহারাদির দ্রব্য সকল পড়িয়া রহিল। তথায় নবকৃষ্ণ আর উপাধ্যায় ছিল। আর সকলে এক ক্রোশ চড়াই করিয়া পর্ব্বতমধ্যে এক গ্রাম আছে, তাহাতে নীচজাতির বসতি, উহা-দিগের ঘরে থাকিবার স্থান করিয়া তাহাতে অতি ক্লেশে থাকা হইল। জলবৃষ্টি কিঞ্চিৎ নিবারণ হইলে পর আহার করিতে ঐ স্থানে আমরা চারিজন গিয়াছিলাম, শীত জন্য কেহ আহার করিতে পারিলাম না। পুনর্ব্বার পর্ব্বত উপরে যাইয়া এক ব্যক্তির ঘরের দাওয়াতে পাঁচ জনে অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া রহিলাম।

পিপড়কুঠী

৩১ বৈশাখ, দ্বাদশী

পিপড়কুঠী হইতে ছয় ক্রোশ গরুড়গঙ্গা। পর্ব্বতের উপর হইতে

বেগে জল পতিত হইয়া নদী বহিতেছে। এস্থানে গরুড় তপস্যা করিয়াছিলেন। সে কালে পর্ব্বত কহিল, "পক্ষিরাজ! তুমি আমার পৃষ্ঠে বসিয়া ইষ্টসিদ্ধি করিলে, আমার গুণ কি হইল?" তাহাতে গরুড় কহিলেন যে, "আমার নামে এই গঙ্গা হইল। এই জলে তোমার যে পাথর পড়িবে, সেই পাথরে সর্প-ভয় থাকিবে না।" ঐ গরুড়গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া জলযোগ হয়। তাহার পর ছয় ক্রোশ যাইয়া কুমার চটি। এখানে দুই চটি আছে, এক চটি নীচ জাতিতে স্থাপিত করিয়াছে, এজন্য ভদ্রলোকে থাকে না। তাহার অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর যে চটি তাহাতে অবস্থিতি হইল। এ চটিতে পঁচিশ দোকান আছে, থাকিবার বৃহৎ ঘর।

গরুড়গঙ্গা

কুমার চটি

১ জ্যৈষ্ঠ, ত্রয়োদশী

কুমার চটি হইতে আট ক্রোশ বিষ্ণুপ্রয়াগ। তথায় পুলে পার হইয়া দুই ক্রোশ চড়াই করিয়া যোষীমঠ, যে স্থানে বদরী-নারায়ণের গদি। এই স্থানে ছয় মাহা উদ্দেশে পূজা হয়, ভোগ হয়। এই বাটীতে বাজারাদি আছে এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ ও হরগৌরী-দর্শন। এই গদি হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চে পর্ব্বত উপরে বদরীনারায়ণের ধর্ম্ম-শালা বাটী হইতেছে, তাহার নিকট অবস্থিতি হইয়া আহারাদি। এই যোষীমঠে একজন ডাক্তার আছেন, হিন্দুস্থানী লালা। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া অনেক কথোপকথন হইল।

যোষীমঠ

২ জ্যৈষ্ঠ, চতুর্দ্দশী

যোষীমঠ হইতে আট ক্রোশ পাণ্ডুকেশ্বর। তথায় পাণ্ডবের

স্থাপিত শিব আছেন। অলকনন্দার তীরে তাঁহার, আর চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন। এই স্থানে দোকানের উপরের ঘরে আহার করিয়া মৌওজ চটির নিকট ময়দানে অবস্থিতি।

পাণ্ডুকেশ্বর

৩ জ্যৈষ্ঠ, অমাবস্যা

মৌওজের চটির নিকট হইতে আট ক্রোশ চড়াই বদরী-নারায়ণের পাহাড়। ইতিমধ্যে দুই চটি আছে। চারিক্রোশ যাইয়া বরফভূমি, বরফের উপর দিয়া চলিতে হয়। স্থানে স্থানে প্রস্তরভূমি আছে। কেদার-নাথে যেমত বরফ তাহা হইতে এ পাহাড়ে বরফ কম আছে; কিন্তু শীত অতিশয়। শরীরের স্পন্দন রহিত হয়। জলস্পর্শ করা অতিশয় কঠিন। আট ক্রোশ যাইয়া এক কাষ্ঠের পুল অলকনন্দাতে আছে, তাহা পার হইয়া কিঞ্চিৎ পরে বদরী-নারায়ণের মন্দির। ঐ মন্দিরের নিকট এক বৈরাগীর বাড়ী আছে। তাহার উপরের ঘরে বাসা হইল। বরফের ত্রাসে ঘরে জানালা, কি আওয়াজি কিম্বা আলোর জন্য ক্ষুদ্র ছিদ্র নাই, অতি অন্ধকার ঘর, বিনা প্রদীপ কি অন্য আলো না প্রজ্জলিত করিয়া কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। এমত বদ্ধ-ঘর মধ্যে দুই তিন কম্বলে অঙ্গ আচ্ছাদন করিলে শীত নিবারণ হয়। ঐ বাসাতে আপন আপন দ্রব্যাদি রাখিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, বদরীনারায়ণ দর্শন করা হইল।

বদরীনারায়ণের পাহাড়

তপ্তকুণ্ডের পরিসর কুড়ি হাত দীর্ঘ, ষোল হাত প্রস্থ, কুণ্ড আচ্ছাদিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত ঘর। কুণ্ডের ভিতর পর্য্যন্ত পাথরে

গাঁথা, তাহাতে ঝরণা দিয়া গরম জল আসিয়া পরিপূর্ণ হইতেছে। তিন ঝরণা, উত্তরদিকে এক ঝরণা, পশ্চিম-দিকে ঐ ঝরণার মুখে প্রস্তরে খোদিত গো, সিংহ, হস্তী (ও) ব্যাঘ্র-মুখ সংযোগ আছে। সেই মুখ দিয়া জল কুণ্ড মধ্যে পতিত হইয়া পরিপূর্ণ হয়। ঐ জলে স্নান-তর্পণাদি, যাহার মস্তকের উপর লইতে ইচ্ছা হয়, সে ব্যক্তি ঐ ঝরণার রক্ষক ব্রাহ্মণদিগকে এক একটি পয়সা দিলে, তাহারা ঐ মুখ যে রুদ্ধ করে তাহা খুলিয়া দেয়। ঐ জল অগ্নিশিখার ন্যায় পতিত হয়। কুণ্ডে যে জল আছে তাহা এতাদৃশ উষ্ণ নহে। এই কুণ্ডে স্নানের মাহাত্ম্য অধিক, তাহা বদরীনারায়ণ-মাহাত্ম্যে প্রকাশ আছে। সোমদত্ত নামে এক ব্যক্তি, গুজরাট দেশস্থ বণিক, সস্ত্রীক কেদার-বদরীনারায়ণ দর্শনার্থে আসিয়াছিল। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে তপ্তকুণ্ডে স্নান করিতেছিল। তাহার স্ত্রীর হস্তে হস্তিদন্তের চুড়ি ছিল, জলস্পর্শমাত্র ঐ এক এক গাছি চুড়ি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুক্ত হইল। ইহা দেখিয়া সোমদত্ত এ স্থানে বাস করিয়া রহিল।

তপ্তকুণ্ড

শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণ নরনারায়ণরূপ, পরশপাথর-নির্ম্মিত, দ্বিভুজ, অতি চমৎকার দর্শন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া একণে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাহার কারণ এক ব্যক্তি স্বর্ণকার দর্শন করিতে যাইয়া, পরশ জানিয়া নারায়ণের বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কাতরি দিয়া কাটিয়া লইয়া আইসে; পরে অঙ্গুলিহীন দেখিয়া তদারক দ্বারা স্বর্ণকারের লওয়া প্রকাশ পাইল। ঐ স্বর্ণকার

বদরীনারায়ণ

তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়াছিল। ঐ অঙ্গুলি জোড়া দিতে শ্রীহস্তে জুড়িয়া গেল, কিন্তু তদবধি স্বর্ণকার জাতিতে দর্শন করিতে যাইবার আজ্ঞা নাই এবং আর কোন ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ, কি মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল গদির যে যখন রাওল হয়েন, সেই ব্যক্তি পূজা ও স্পর্শ করিতে পায়। আর সকল মনুষ্য, মন্দির চারিখণ্ড অর্থাৎ চারি হারা তাহার দুই খণ্ড হইতে দর্শন করে। যে ব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতে ক্ষমবান হয়, সে ব্যক্তি তৃতীয় ঘর পর্য্যন্ত যাইয়া দর্শন করিতে পায়। আমি কোন সুযোগে এক পঞ্জাবী সর্দ্দারের সমভ্যারে উত্তমরূপ দর্শন করিয়াছিলাম। মন্দির মধ্যে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ঋষিগণের মূর্ত্তি আছে। এ স্থান পরাশর ঋষির তপস্যার স্থান। পরাশরের পাষাণের দেহ, যোগাসনে তপস্যাকারে আছেন। ব্যাসাদি মুনিগণ যোগাভ্যাস করিতেছেন। শ্রীমন্দির পূর্ব্বদ্বারী। যৎকালে মন্দিরের পটবন্ধ হয় গবাক্ষ-দ্বার আছে, তাহাতে উত্তম দর্শন হয়। মঙ্গল-আরতির সময়ে দর্শনে ভিড় হয় না, মনোসাধে দর্শনাদি করিতে পারে। দর্শনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ। চতুস্পার্শ্বে সাধুগণ সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের সমভ্যারে বিষ্ণুচক্র সীতারাম ও নৃসিংহ-মূর্ত্ত্যাদি আছে। বৈষ্ণব, রামাৎ, নিমাৎ, সন্ন্যাসী, অবধূত, পরমহংস (ও) দণ্ডী প্রভৃতি যোগিগণ নারায়ণ-দর্শনে পুলকিত হইয়া মগ্ন আছেন।

বৈকুণ্ঠ এই স্থান—তাহার সংশয় নাই। এখানে মহাপ্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয়, অন্নপ্রসাদ সকলে সকলকে দিতেছে—মনোবিকার কিছুমাত্র নাই।

শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া রন্ধনশালার নিকট যাইয়া দেখা

হইল, শ্রী৺লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং রাঁধুনী, পাকস্থালীতে এককালীন সকল দ্রব্য—ঝাল, হরিদ্রা, ঘৃত, লবণ যাহা রন্ধনের আবশ্যক, তাহা দিয়া উপর উপর করিয়া পাকস্থালী বসাইয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করে। তাহাতে উত্তম পাকাদি হয়। লক্ষ্মী-হস্তে পাক, ব্রাহ্মণ-গণ টহলমাত্র করিতেছেন। কিন্তু যে যে ব্যক্তিগণ পাকশালাতে থাকিবেন, তাঁহাদের বাক্যাদি কহিবার ক্ষমতা নাই, মুখ বন্ধ থাকে। যে মত জগন্নাথপুরীতে, এখানেও সেইমত। এখানে অধিক প্রসাদ পাওয়া যায় না।

নারায়ণ দর্শনান্তর ব্রহ্মকপালে শ্রাদ্ধাদি। ব্রহ্মকপালে এক-বার পিণ্ডদানে কোটীবার গয়ার ফল। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকপালে পিণ্ড প্রদান করে, সে ব্যক্তি যদিও যাব-জ্জীবন আর পিণ্ডদান না করে, তাহাতেও হানি নাই। ব্রহ্মকপাল বৃহৎ প্রস্তর, তপ্তকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে, অলকনন্দার পশ্চিম তটে, নারদকুণ্ডের দক্ষিণ, বিষ্ণুচক্রের উত্তর। এই উচ্চ প্রস্তর ব্রহ্মকপাল।

ব্রহ্মকপাল

তাহার উপর উঠিয়া, অলকনন্দার তটের দিকে বসিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে অতিশয় শীত হইয়া হৃদ্‌কম্প হয়। বিশেষতঃ ঐ দিন মেঘ বাতাস বরফ বরিষণ হইতে ছিল। বনাত (ও) দুই গাত্রাচ্ছাদান দিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে হইল। পিণ্ডদান সময়ে, পিতৃ-মাতৃ-ষোড়শী করিবার সময়ে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি হইল। বিশেষতঃ ঐ দিবস সূর্য্যগ্রহণ। কিন্তু এস্থলে সূর্য্যগ্রহণ বেলা (এক) প্রহর সময়ে লিখা ছিল; তৎকালে এখানে সূর্য্যদেবকে দৃষ্ট হয় না, বেলা দুই প্রহরের সময়ে সূর্য্যদেবকে দৃষ্ট হয়। আর আর সময়ে পর্ব্বতের শৃঙ্গে রৌদ্র দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহাতে স্বল্প বেলাতে যে গ্রহণ হইয়াছে, তাহা দর্শন কি প্রকারে হইতে পারে ?

তপ্তকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, নারদকুণ্ড, ঊর্দ্ধরেতকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, নাগরাজকুণ্ড (ও) সঙ্গমস্থল—এই সাত স্থানে স্নান করিতে হয়। গৃহীদিগের তর্পণাদি সকল কুণ্ডের স্নান অক্লেশে হয়। নারদকুণ্ডের স্নান অতি সুকঠিন, নারদকুণ্ড ব্রহ্মকপালের উত্তর, তাহার উপর ব্রহ্মকপাল, নীচে তদ্রূপ নারদাসন আছে। দুই প্রস্তরের ভিতর দিয়া একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ আছে। তাহাতে গেট পেছনা থাইয়া পার হইয়া ঐ কুণ্ডজলে স্নান করিতে হয়। জল অতিশয় শীতল, হস্ত-পদের স্পন্দন রহিত হয়। সুড়ঙ্গ পথ হইয়া নামিতে যদি কিছু পা টলে, তবে অকলনন্দার স্রোত-জলে পড়িয়া দেহত্যাগ করিতে হয়। এত কঠিন অন্য সকল মনুষ্য সাহস করিয়া যাইতে পারে না; কিন্তু গেলে কিছু চিন্তা নাই, তবে ক্লেশ আছে।

এতদ্দেশে যদি দিবা এক প্রহর মধ্যে রসুই করিয়া লইতে পারে, তবে আহার করিতে পায়, নচেৎ মেঘ বৃষ্টি বাতাস বরফ প্রতি দিবস বরিষণ হয়; তদন্তে অতিশয় আহারের ক্লেশ।

এখানে বাজার এবং হালওয়াইয়ের দোকান ও মনুষ্যগণের থাকিবার স্থান আছে। দ্রব্যাদি অতি দুর্মূল্য, কিন্তু পাওয়া যায়। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে এস্থানে তৈল পাওয়া যায়, ছয় ক্রোশ অন্তরে এক পর্ব্বতের গ্রাম আছে, তাহা হইতে আনিতে হয়।

বদরীনারায়ণের মন্দির হইতে তিন ক্রোশ সহস্রধারা। এই স্থানে ধারাতে স্নান করিতে হয়। পর্ব্বত উপর হইতে জল পতিত হয়। সহস্রধারার

সহস্রধারা

নিয়ে যাইয়া 'হর হর' শব্দ করিলে সহস্রধার দিয়া জল মস্তকে পড়ে, অতি সুশীতল জল।

কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের গদির রাওল তৈলঙ্গ-ব্রাহ্মণ, গৃহধর্ম্ম-পরিত্যাগী।

দর্শনাদি করিয়া সন্ধ্যার পরে খিচুড়ি মহাপ্রসাদ পাণ্ডা আনিয়া দেয়। ঐ প্রসাদ পাইয়া থাকা হয়। এ তীর্থে তীর্থোপবাস রহিত। এখান হইতে ভোটের রাজ্য নয় দিনের পথ, উত্তর-পশ্চিম দেশ। ভোট গমনাগমন হইতেছে; অতিশয় বরফ, বরফের উপর হইয়া চলিতে হয়। ভোটের জুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে চলে না, কুশের জুতাতে গমন হয়। উলের-পশমের বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্রে থাকিতে পারা যায় না। ভোটে মদ্য-মাংস সকল জাতিতে আহার করে; বিনা মদ্য ব্যক্তি নাই, স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলে আহার করে। ভোটে কুকুর, কম্বল (ও) ঘোড়া ভাল ভাল আছে। শ্বেত-চামর এই দেশে জন্মে। গরুর লেজুড়, চামরী গরু অনেক আছে, দেখিতে অতি সুন্দর। এক এক লেজে এক একটি উত্তম চামর হয়। স্ত্রীলোকেরা অতিশয় বলাধান, পৃষ্ঠে করিয়া দেড় মণ লইয়া যায়, ব্যবসায়ে কালহরণ করে।

৪ জ্যৈষ্ঠ, প্রতিপদ

প্রাতঃকৃত্যান্তর তপ্তকুণ্ডাদি সপ্ত স্থানে স্নান-তর্পণ (ও) তীর্থ-শ্রাদ্ধাদি করিয়া শ্রী৺বদরীনারায়ণ দর্শন, ভেট, ভোগাদির দ্রব্য সকল দিয়া, শ্রীমন্দির পরিক্রম করিয়া, স্থানে স্থানে দর্শন, স্পর্শন সর্ব্বত্র করিয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, আহারাদি হয়। ব্রাহ্মণের

ভোজন মোটা পুরি, কচুরি, লাড়ু (ও) পেড়া পাওয়া গিয়াছিল; তাহাতেই ব্রাহ্মণগণ সন্তোষরূপে ভোজন করিল।

সন্ধ্যার সময় দর্শনাদি হওয়া দুষ্কর, বরফের জন্য দ্বার খুলা হয় না। রাত্রে প্রসাদ আনিয়া পাওয়া হইল। পরে বদরী-নারায়ণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, পাণ্ডাদিগকে যাহার যাহা শক্তি তাহা দিয়া, প্রসাদাদি লইয়া বিদায় হওয়া হইল। পাণ্ডার নাম বদরী ও অভয়—দুই ভ্রাতা। ইহাদের বাটী দেবপ্রয়াগ। ইহারা অতি ভাল মানুষ।

বদরীনারায়ণ-মাহাত্ম্যে শুনা হইল, যে ব্যক্তি বদরীনারায়ণ দর্শনে আসিবে, অগ্রে কেদারনাথ দর্শন করিয়া, রেতকুণ্ড (ও) উদককুণ্ডের জলপান করিবে। বদরীনারায়ণ দর্শন করিবে, ঝাড়িপথে হরিদ্বার পহুছিলে যাত্রা পূর্ণ হইবে। সওয়া লক্ষ ঝাড়ি এক লক্ষ পর্ব্বতের পরিক্রম হয়।

বদরীনারায়ণ হইতে পুনরায় বৃন্দাবন

৫ জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয়া

ভোরে মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া, প্রাতে তপ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি। তাহার পর গবাক্ষ-দ্বার দিয়া উত্তমরূপে দর্শন করিয়া, নারায়ণজির অন্নপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া, তক্ষণাস্তর যাত্রা করিয়া, দশ ক্রোশ—পাণ্ডুকেশ্বর। তথায় আসিয়া অবস্থিতি (ও) দাল-রুটী আহার হয়।

পাণ্ডুকেশ্বর

৬ জ্যৈষ্ঠ, তৃতীয়া

পাণ্ডুকেশ্বর হইতে দশ ক্রোশ কুমারচটি, নীচের পথে জোষীমঠ। পাহাড়ের উপর আসিবার সময়ে পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে যে পথ, তাহা কুমারচটিতে আসিয়া থাকা হইল, দাল-ভাত আহার।

৭ জ্যৈষ্ঠ, চতুর্থী

কুমারচটি হইতে গরুড়-গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া পিপড়-কুঠীতে বাজার মধ্যে এক উত্তম বাটীর উপরের মহলে অবস্থিতি। বেলা আড়াই প্রহর সময়ে পহুছান হইল। যাইবার সময়ে স্থানা-ভাবে এ স্থানে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। উপস্থিত আহার পরি-ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের উপরে নীচ-গৃহে জল বাতাস বরফ জন্য থাকিতে হইয়াছিল। এজন্য পূর্ব্বাহ্ণে রামচরণ চক্রবর্ত্তীকে উত্তম স্থান এবং আহারাদির

পিপড়-কুঠী

তদ্বির জন্ত পাঠান হয়, সকল প্রস্তুত রাখিয়াছিল। পশ্চাৎ সকলে পহুছিয়া রসুই করিয়া, উত্তমরূপে আহারাদি করিয়া অবস্থিতি করা হয়।

৮ জ্যৈষ্ঠ, পঞ্চমী

পিপড়কুঠী হইতে আট ক্রোশ ক্ষেত্রপাল। তথায় গমনকালীন যে সমস্ত দ্রব্য দোকানদারের নিকট রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা লইয়া তথা হইতে এক ক্রোশ পুল। তথায় যে চটি আছে, তাহার এক দোকানদারের নিকট শিবরতন বাবু কাঠের কাটারি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা লইয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ নন্দ-প্রয়াগ। পথমধ্যে তেজবনের ছড়ি ক্রয় করিয়া, নন্দ-প্রয়াগে পহুছিয়া, স্নান-তর্পণাদি করিয়া, স্থিত হইয়া আহারাদি করিয়া, নির্ব্বিণী লওয়া হইল। এই পথমধ্যে আদি-বদরী দর্শন।

নন্দ-প্রয়াগ

৯ জ্যৈষ্ঠ, ষষ্ঠী

নন্দ-প্রয়াগ হইতে দশ ক্রোশ গোবিন্দকুঠী। তথায় সাত আট দোকান (ও) জলের ভাল ঝরণা আছে। অশ্বথ-বটবৃক্ষের ছায়াতে রসুই হয়। আহারাদি করিয়া দুই ক্রোশ আসিয়া আলমোড়া পাহাড়ে যাইবার পথ। এখান হইতে দশ ক্রোশ পাহাড়। ঐ পাহাড়ে ছাউনী এবং ডাক-ঘর ও কালেক্‌টর মাজিষ্টর আছে। সাহেবদিগের বাঙ্গালা, সহর-তুল্য স্থান, সকল দ্রব্যাদি পর্ব্বত মধ্যে পাওয়া যায়, মনোরম স্থান হইয়াছে। ঐ পথের পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া এক নদীর তটে থাকা হইল।

গোবিন্দ-কুঠী

১০ জ্যৈষ্ঠ, সপ্তমী

উক্ত নদীর তট হইতে পাঁচ ক্রোশ আসিয়া কর্ণ-প্রয়াগ। এই সঙ্গমস্থলে স্নান-তর্পণাদি করিয়া কর্ণমুনির আশ্রম ও মূর্ত্তি দর্শনান্তর, এখানে বাজার ও হালওয়াইয়ের যে দোকান আছে, তাহাতে আহারের সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। প্রয়াগ জন্য ব্রাহ্মণ-ভোজন, তদন্তে সকলে জলযোগ করিয়া পার হওয়া হইল। ঝোলা ঘুচাইয়া কাষ্ঠের উত্তম পুল করিয়াছিল, কিন্তু ঐ পুল একেবারে দুই মুখ ভগ্ন হইয়া জলে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য পুনর্ব্বার ঝোলাকৃতি পারাপার জন্য হইয়াছে, তাহাতে পার হইয়া, পূর্ব্ব-পারে ভাল বাজার আছে এবং জমিদারদিগের ও আর আর অনেক মনুষ্যের বসতি। দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, পরে আট ক্রোশ যাইয়া শিম-কুঠী, তথায় দশ দোকান আছে। এই স্থানে অবস্থিতি হইয়া আহারাদি হয়।

কর্ণপ্রয়াগ

শিম-কুঠী

১১ জ্যৈষ্ঠ, অষ্টমী

শিমকুঠী হইতে আট ক্রোশ মেলচৌরী। তথায় পহুছিয়া ঝাপান-ওয়ালা ও কাণ্ডিওয়ালারা বিদায় হইল। এই ঝাপান ও কাণ্ডি-ওয়ালাদিগের চিনথাকী টিকলি পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য অনেক মত কহা হইল এবং এখানের ঝাপান যত টাকায় যাইবে, তাহা হইতে পাঁচ টাকা অধিক পাইবে। তাহারা কোন মতে চারি দিবসের পথ নীচে আসিতে স্বীকার হইল না। তাহার কারণ কহে যে, "আমরা ইহার নীচে গেলে বাঁচিব না; নীচে অতিশয় রৌদ্র, আমাদের

মেলচৌরী

বরদাস্ত হইবে না, সকলের ব্যামো হইবে। আমরা বরফদেশের পাহাড়ের মনুষ্য, মেলচৌরীর নীচের জায়গা, আমাদিগের কোন ক্রমে সহ্য হইবে না।" এজন্য ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালা বিদায় হইল। পুনরায় এখানে ঝাপান ও পিঠু লওয়া হইল। এই অবকাশে আহারাদি করিয়া মেলচৌরী হইতে পাঁচ ক্রোশ লোহাগড়। যে পাহাড়ে লোহার আকর আছে, ঐ সকল লোহা গলাইবার স্থান হইয়া আমবাগের নিকট রাত্রে অবস্থিতি হইল।

লোহাগড়

১২ জ্যৈষ্ঠ, নবমী

প্রাতে উঠিয়া তথা হইতে দুই ক্রোশ আমবাগ, যথায় একজন ডাক্তার আছেন। এখানে কয়েক খানা দোকান আছে, চাল, দাল, আটা, গুড়, ঘৃত, লবণ (ও) তামাক পাওয়া যায়। তথা হইতে চৌড়াকুঠী পিপড়চট্টি ছয় ক্রোশ, তথায় আসিয়া আহারাদি করা হয়, কেবল শিবরতন বাবুর রসুই হইল না। তাঁহার ভৃত্য পশ্চাৎ ছিল, পাকস্থালী ইত্যাদি সকল দ্রব্য তাহার স্থানে, আর কালীবাবুর পিসী পশ্চাতে ছিলেন। আমরা সকলে অন্নাহার করিয়া তাহার পর তিন ক্রোশ আসিয়া বুড়া-কেদার। এখানে কেদারনাথ আছেন কৌশল্যা নদীর পূর্ব্বপারে। ঐ নদী পার হইয়া, এ পারে বাজার ও থাকিবার ঘর সকল আছে. তথায় আমাদের ঝাপানাদি না দেখিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে হইল। তথায় পশ্চাতে মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যাহারা ছিলেন, সকলে একত্র হইয়া সন্ধ্যা আগত হইলে, সকলে একত্র হইয়া ঐ বাজার হইতে মিষ্টান্ন লইয়া, জল খাইয়া ঝাপান অন্বেষণে

বুড়া-কেদার

গমন করা হইল। বিদেশে পর্ব্বতের পথ, মধ্যে মধ্যে নদী আছে—তাহাতে জলের ভিতরে কেবল পাথর। রাত্রিকাল, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, আমরা কয়েক জন মনুষ্য পথে চলিতেছি মাত্র; কোথা পথ কোথা যাইতেছি, তাহার কিছু ঠিকানা নাই, আন্দাজে আন্দাজে পথের অনুমান করিয়া দুই ক্রোশ আসিয়া এক নদীর তীরে চটি আছে, তাহার নিকটে ঝাপান ছিল, বহুকষ্টে সকলে একত্র হওয়া হইল। শিবরতন বাবু রসুই করিয়া আহার করিলেন। রাত্রে অবস্থিতি হইল।

১৩ জ্যৈষ্ঠ, দশমী

উক্ত নদী-তীর হইতে কানাগির চটিতে আহার করিয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি।

১৪ জ্যৈষ্ঠ, একাদশী

কানাগির চটি হইতে আট ক্রোশ কৌশল্যা নদীর ধারে চটি, নদীর তীরে চারি দোকান আছে, তথায় এক ঘরে থাকিয়া তাহার নিকট আম্রবাগ ছিল, তাহাতে আহারাদি হয়। রৌদ্রের কিছু কম হইলে পরে নদী পার হইয়া এক দোলা আছে তাহাতে ঝুলিতে হয়, তাহার পর এক কৌশল্যা নদী সাতবার পার হইতে হইল। চারি ক্রোশ আসিয়া এক চটি নদীর তীরে আছে, তথায় ঝাপান না দেখিতে পাইয়া প্রায় সন্ধ্যা হয়, অত্যন্ত ভীত হইয়া নদী পার হইলাম। নদীতে অতিশয় স্রোত, জলমধ্যে পাথর, তাহাতে ছেতলা, পা দিবা মাত্র পড়িতে হয়, পড়িলে জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়, অনেক সাবধানে নদী বারংবার পার হইয়া পর্ব্বতের ধারে ধারে, কখন উপরে, কখন নীচে হইয়া খুজিতে পর্ব্বত উপরে

এক বাবাজির আখড়া ছিল, তাহার নিকট ঝাপান ছিল, তথা আসিয়া পহুছিলাম। পরে রামচরণ আসিল, তাহার পর বহু বিলম্বে নবকৃষ্ণ প্রভৃতি চারি জন পহুছিল। তাহাদের বাচনিক শুনা হইল, মুখোপাধ্যায় (ও) তস্য মাতা প্রভৃতি পাঁচজন পিছের চটিতে রহিয়াছেন, একাদশীর ক্লেশ জন্য নদী পার (ও) পর্ব্বত চড়াই করিতে পারেন নাই। ঐ দিবস সকলে একত্র হওয়া হইল না, পর্ব্বত উপরে বনের ধারে অগ্নি জ্বালিয়া থাকা হইল।

পাহাড়ের মধ্য হইতে আট ক্রোশ আসিয়া ঢিকলি, এ স্থানে বাজার ও দোকান আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। থাকিবার স্থান ভাল ভাল ঘর দোকানদারদিগের আছে। দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, পক্কান্ন এবং আর খাদ্যদ্রব্য তরিতরকারি সকল পাওয়া যায়। এই অবধি পাহাড় ত্যাগ হইয়া বৃন্দাবন যাইবার গাড়ীর রাস্তা পাওয়া হইল। এখানে ঝাপান ও পিঠু বিদায় করিয়া গাড়ী করা হইল। গাড়ী ইত্যাদি করিবার অবকাশে সকলে একত্র হওয়া হইল। একত্র হইয়া আহারাদি করা হয়। এখান হইতে রামনগরের বাজার দুই ক্রোশ, পাহাড়ের উপর; রেমাজ সাহেব বাজার বসায়। ঐ পাহাড়ে পল্টন ছিল, এক্ষণে অনেক সাহেবের বাঙ্গালা আছে। অতি উত্তম স্থান, সহর-তুল্য, বাজারে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সকল দেখিয়া সন্ধ্যাগতে গাড়ীতে দ্রব্যাদি তুলিয়া গমন করা হইল।

ঢিকলি

রামনগরের বাজার

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ত্রয়োদশী

ঢিকলি হইতে আট ক্রোশ চিনখা, এই স্থানে পূর্ব্বে গঙ্গ

এবং বাজার ছিল, এই স্থান হইতে গাড়ীতে যাইতে হইত, এক্ষণে ঢিকলি চটি হইয়াছে। এ স্থানে বাজার ও দোকানাদি আছে—ভগ্নভাবে। অতি প্রাতে এখানে পহুছিয়া শিব-মন্দিরের নিকট অশ্বত্থ-মূলে অবস্থিতি হইয়া আহারাদি করিয়া নিদ্রা। টীমন চাকর পথভ্রমে পূর্ব্ব দিবস গিয়াছিল, এখানে একত্র হইল। সন্ধ্যার পর গমন।

চিনখা

১৭ জ্যৈষ্ঠ, চতুর্দ্দশী

চিনখা হইতে পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাগতে গমন করিয়া বার ক্রোশ কাশীপুর প্রাতে পহুছিয়া এক আম্রবাগানের মধ্যে অবস্থিতি। এই স্থানে আহারাদির উদ্যোগ করা হইল। কাশীপুরের সহর আম্রবাগান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরবশতঃ অনেক ধনাঢ্য মুসলমান এবং বেণিয়াদিগের উত্তম উত্তম বাড়ীঘর আছে। সহর মধ্যে বাজারে সকল জিনিস পাওয়া যায়, তরকারি, আম্র, তরমুজ, খরমুজ, কাঁকড়ি ও ফুটি পাওয়া গেল। হালওয়াইয়ের দোকানে দধি দুগ্ধ পেড়া বরফি লাড়ু, জিলাপি পুরি কচুরি ইত্যাদি জিনিস এবং আর আর খাদ্য-দ্রব্য লওয়া হইল। আর কাপড় লুই কম্বল, পিতল কাঁসার বাসন, লোহার ও কাষ্ঠের জিনিসের দোকান আছে; এ স্থানে তহশীলদার ও কোতোয়াল আছে। পূর্ব্বে জজ্, ম্যাজিষ্টর, কালেক্টর ও কমিশনরের কাছারি এবং পল্টন ছিল। এক্ষণে সকল কাছারি ও সৈন্য এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণের অফিস সকল এখান হইতে আট ক্রোশ নৈনিতালের পাহাড়ে হইয়াছে। এ পাহাড়ে নৈনিতাল নামে দেবী আছেন—প্রত্যক্ষ। এখানে এক কুণ্ড আছে, কুণ্ডে

কাশীপুর

স্নান (ও) দেবীদর্শন। মহাপীঠস্থান, তালেশ্বর ভৈরব পর্ব্বত উপরে আছেন। ছাউনী হইতে দুই ক্রোশ উচ্চে দেবদেবীকুণ্ড, অতি মনোরম স্থান। এখানে বাঙ্গালি বাবুলোক আছেন, ডাকঘর আছে, বাজার বসাইয়া নগর তুল্য স্থান হইয়াছে। নৈনিতাল তীর্থস্থান। পূর্ব্বে মনুষ্য পশুভয়ে এবং বিকট পথ জন্য কেহ গমন করিতে পারিত না। এক্ষণে কাছারি সকল এবং সৈন্যগণ থাকাতে উত্তম পথ হওয়ায় সকল মনুষ্য অনায়াসে গমনাগমন করিতেছে।

নৈনিতাল

১৮ জ্যৈষ্ঠ, পূর্ণমাসী

কাশীপুর হইতে সম্বলমুরাদাবাদ চৌদ্দ ক্রোশ। বেলা ছয় দণ্ড গতে পঁহুছিয়া নদীর তীরে এক আম্র-বাগান মধ্যে অবস্থিত হইয়া আহারাদির উদ্যোগ হইল। নদীতে স্নান-তর্পণাদি করা হইল। সম্বলমুরাদাবাদ নগরে গ্রাম, হাট, বাজার (ও) ধনাঢ্যগণ আছে।

সম্বল-মুরাদাবাদ

১৯ জ্যৈষ্ঠ, প্রতিপদ

সম্বলমুরাদাবাদ হইতে পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে গমন করিয়া শিরসা বার ক্রোশ, প্রাতে পঁহুছিয়া বাগান মধ্যে অবস্থিতি হইল। আহারাদি করিয়া নিদ্রা হয়। এই মত দিবাতে রৌদ্র জন্য না চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গমন, রাত্রে দুই প্রহরের পূর্ব্বে যেখানে ভাল কূয়া এবং স্থান পাওয়া যাইত, সমভ্যারে জলযোগের দ্রব্যাদি আছে, সকলে জল খাইয়া দুই ঘণ্টা বিশ্রাম। ইতোমধ্যে যাহার যেমত নিদ্রা হউক, তাহার পর উঠিয়া গমন। রাত্রে আসিতে কিছু ভয় নাই, কেহ

শিরসা

কাহার হিংসা করে না, চলিতে চলিতে যাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত, এক বৃক্ষ-মূলে কাপড় পাতিয়া শয়ন করিত, পরে সঙ্গী মিলিত, এই মতে উত্তম চলা হইত, কাহারও ক্লেশবোধ হইত না।

২০ জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয়া

গোমা

শিরসা হইতে গোমা চৌদ্দ ক্রোশ, বেলা এক প্রহর সময় পহুছিয়া, এক বাবাজির আশ্রম আছে তাঁহার নিকট থাকিয়া, আহারাদি করিয়া, বেলা চারি দণ্ড থাকিতে গমন।

২১ জ্যৈষ্ঠ, তৃতীয়া

পুর

গোমা হইতে পূর্ব্ব দিবস বেলা চারি দণ্ড থাকিতে রওনা হইয়া বার ক্রোশ দানপুর, বেলা চারি দণ্ডের সময় পহুছিয়া, আম্রবাগান মধ্যে অবস্থিতি। আহারাদি করিয়া নিদ্রা হয়।

২২ জ্যৈষ্ঠ, চতুর্থী

দানপুর হইতে কোয়েল দশ ক্রোশ, পূর্ব্ব দিবস বেলা চারি দণ্ড থাকিতে রওনা হইয়া প্রাতে কোয়েল সহরে পহুছান হইল।

কোয়েল

এখানে জজ, মাজিষ্টর, কালেক্টর, সদর-আমিন, সদর-আলা (ও) মুনসেফের কাছারি আছে, সৈন্যগণ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবগণ আছে। সৈন্যদিগকে প্রতি দিবস যুদ্ধকর্ম্মে সুশিক্ষিত করাইতেছে। নূতন সৈন্য যুদ্ধ-কর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে। প্রেডের মাঠে প্রতি দিবস কাওয়াজ হইয়া বাড় ঝাড়িতেছে, বাদ্যকরগণ রণবাদ্য করিতেছে। রণবাদ্যে

সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উত্তমরূপে যুদ্ধকার্য্য সাধন করিতেছে। সাহেবদিগের অনেক বাঙ্গালা এবং বাগ-বাগিচা আছে, তাহাতে নানাবিধ শাক-সব্জি জন্মাইতেছে।

সহর-মধ্যে স্থানে স্থানে বাজার এবং সরাই আছে। লাল-কুরতির বাজারে কপি, আলু, মটরশুটী, পিয়াজ, রসুন (ও) মাংস অনেক বিক্রয় হয়। আর আর বাজারে সকল দ্রব্যাদি আছে। তরমুজ, খরমুজা, কাকড়ি, ফুটি ইত্যাদি ফল-ফুলারি দ্রব্যসকল এবং শাক-সব্জি তরকারি সকল আর হালওয়াইদিগের দোকানে নানামত মিষ্টান্ন, পক্কান্ন দ্রব্যে দোকান সাজান আছে। অন্যান্য দ্রব্যের দোকান আছে, অনেক সাহেবলোক এবং বাঙ্গালি আছে, সুতরাং সহর সুশোভিত। শ্রীশ্রী৺ কালীবাড়ী আছে, যেমতরূপ ষ্টেশনে এখানেও কালীবাড়ী সেইমত। বাঙ্গালি বাবুদিগের চাঁদাতে কালীবাড়ীর খরচ। যে কেহ বাঙ্গালি এতদ্দেশে, অনাশ্রয় কি ভিক্ষার্থে অথবা বিবেক হইয়া দেশ-ভ্রমণার্থে আইসে, তাহাদিগকে কেহ বাসাতে স্থান কি অন্ন না দিয়া ঐ ধর্ম্মশালাস্বরূপ কালীবাড়ী, তাহাতে এক জন ব্রহ্মচারী আছেন, বাঙ্গালিব্রাহ্মণ—তথায় ঐ চাঁদার খরচে খরচ-পত্র পায়। কিন্তু যে কেহ বাঙ্গালি কালীবাটীতে উপস্থিত হইবে, অবশ্য খাইতে ও থাকিতে স্থান পাইবে, তাহার অন্যথা নাই।

এখানে বাঁধাকপি বড় বড় পাওয়া যায়, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কপি থাকে, তাহার কারণ শীত থাকে।

সহর হইতে দুই ক্রোশ বাহিরে যাইয়া এক বাগান আছে, ঐ বাগানে যাইয়া স্নান-পূজা এবং আহারাদি করা হইল। কোয়েল উত্তম স্থান।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, পঞ্চমী

কোষেল হইতে পূর্ব্ব দিবস বেলা চারি দণ্ড থাকিতে রওনা হইয়া ষোল ক্রোশ বেশরা। তথায় বেলা ছয় দণ্ডের সময় পহুছান হইল, এক বড় পুষ্করিণী আছে, তাহার তিন দিকে শানবান্ধা ঘাট। ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে আখড়াধারী রামাৎ বৈষ্ণবের এক দেবালয় আছে; অতি সুশীতল ছায়া, ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া বাজার-ভ্রমণে গমন হইল। বাজার গ্রামের মধ্যস্থলে। বাজারে অনেক দোকান আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। হালওয়াইদিগের দোকান সকল আছে, তাহাতে লাড়ু, পেড়া, বরফি, জিলাপি, অমৃতি, রসবড়া, মুগদল, মগধ, শেও, সকরপালা, পুরি, কচুরি, পাকড়ি, তরকারী, দধি, দুগ্ধ, রাবড়ি, খুয়া ইত্যাদি দ্রব্য-সকল (ও) আচার মোরব্বা সকল রকম পাওয়া যায়। তরি-তরকারি সকল আছে। এস্থল বৃন্দাবনের মথুরা-মণ্ডলের সামিল। বলদেবের ক্রীড়াস্থান। এখানে অনেক দেবালয় আছে। সাধুগণ, সন্ন্যাসী, অবধূত (ও) বৈষ্ণবগণের আখড়া আছে। অনেক মেলাদি হয়, ব্যাসদেব তপস্যা করিয়াছিলেন।

বেশরা

পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শে ব্রাহ্মণদিগের বসতি। পুষ্করিণীতে অনেক মৎস্য আছে। এই স্থানে নিম্বমূলে আহারাদি করিয়া জলছত্রের ঘরের পশ্চিমে মহাবীর হনুমানজির মন্দির, অতি সুশীতল স্থান, তাহাতে দিবানিদ্রা হইল। পরে নিদ্রাভঙ্গে পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া পশুপক্ষ্যাদির এবং মৎস্যের কৌতুক দেখা হয়। ইতোমধ্যে শিবরতন বাবু সিদ্ধি তৈয়ার করাইয়া সকলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করাইলেন। মুখোপাধ্যায়,

হনুমানজীর মন্দির

রামচরণ (ও) নবকৃষ্ণ অধিকন্তু পান করিয়া বিভোর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি হয়। তাহার বিশেষ কারণ গাড়োয়ানের ভেদবমি হইয়া পেটের বেদনাতে অতিশয় কাতর হইয়াছিল। নানা প্রকার মুষ্টিযোগের দ্বারা আরাম করিয়া রাত্রি দুই প্রহর গতে গমনোদ্যোগ হইল।

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ষষ্ঠী

বেশরা হইতে পূর্ব্বরাত্র দুই প্রহর গতে গমন করিয়া ছয় ক্রোশ আসিয়া মানসরোবর, তথায় প্রভাত হইল। এথনে অনেক মনুষ্যের বসতি আছে। ব্রজভূমের মধ্যে মানসরোবরের নিকট মাঠগ্রাম; মাঠগ্রামে তহশীলদারের কাছারি, তথা হইতে যমুনার কেশীঘাট চারিক্রোশ। যমুনা নৌকাতে পার হইয়া কেশীঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া; শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রী৺গোবিন্দ জিউ ও শ্রী৺গোপীনাথ জিউর শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া, ৺নন্দকুমার বসুর কুঞ্জে যথা বাসা তথায় পহুছিয়া পূর্ব্বমত আহারাদি করিয়া, কিঞ্চিৎ শ্রমশান্তি করিয়া, বৈকালে বৃন্দাবনের বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শ্রীশ্রী৺জিউদিগের দর্শনাদি করিয়া রাত্রি এক প্রহর গতে বাসায় আসিয়া জলযোগ করিয়া সুখে নিদ্রা।

মানসরোবর ও মাঠগ্রাম

যদবধি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তীর্থযাত্রা জন্য উত্তরাখণ্ডে গমন হইয়াছিল, তদবধি দুই সন্ধ্যা আহার, কি শয্যা পাতিয়া বালিশ মস্তকে দিয়া শয়ন হয় নাই; কেবল বালুকাময় ভূমিতে এবং পাহাড়-পর্ব্বতের বনে জঙ্গলে হিংস্রজন্তুদিগের সম্মুখে ভ্রমণ-গমন (ও) ছোট বড় পর্ব্বত সকল লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। এমত এমত

পর্ব্বত আছে, ক্রমিক চারি পাঁচ দিবস—প্রতি দিবস দশ বার ক্রোশ করিয়া চড়াই করিয়া সীমা পাওয়া যায় না। ঠিক খাড়া চড়াই কত স্থানে আছে, উচ্চে উঠিবার সময় এক এক পদক্ষেপে মৃত্যু কালের শ্বাসের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। বিনাযষ্টিতে যুবক, কি বৃদ্ধ, কি বালক কাহারও পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। উতরাই অর্থাৎ নামিবার সময়ে ততোধিক ক্লেশ। বিশেষতঃ পর্ব্বতে শীতের অত্যন্ত প্রভাব, আহার-দ্রব্য বিরির দাল, যব, গম (ও) মক্কা মিলিত; আটা—ইহাই সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এই আহার করিয়া একলক্ষ পর্ব্বত (ও) সওয়া লক্ষ ঝাড়ির পরিক্রম করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে কিম্বা হরিদ্বারে আসিতে হয়। বালুকাময় ভূমিতে এবং পর্ব্বতের প্রস্তর ঘর্ষণে (ও) বনের কণ্টকে পদ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠে, দেহে অস্থিমাত্র থাকে, রস-রক্ত কিছুই দেহে থাকে না, বর্ণ বিবর্ণ হয়, আকৃতি বিকৃত হয়, এত কষ্ট করিলে উত্তরাখণ্ডে যে সব শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তাহা দর্শন-স্পর্শন করিতে পারে। তীর্থাদি ভ্রমণ করিলে নানাদেশ এবং নানামত মনুষ্য (ও) তাহাদিগের কৃত ব্যবহার দেখা যায়। পার্ব্বতীয় ব্যক্তিগণ সত্যবাদী, মিথ্যাবাক্য কদাচ কহে না। চৌর্য্যবৃত্তি কিম্বা অপ-হরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা মিত্রদ্রোহী কর্ম্ম জানে না। সকলে

পার্ব্বত্য জনসাধারণের অবস্থা

শ্রম করিয়া দিনপাত করে। স্ত্রীলোক সকল অধিক শ্রম করে। ক্ষেতিকর্ম্ম স্ত্রীলোকে করে। পুরুষে কেবল হাল করিয়া জমি জুতিয়া দেয়। পর্ব্বতে অকালমৃত্যু নাই। পিতাসত্বে পুত্রের মৃত্যু হয় না। এজন্য বিধবা স্ত্রী অল্পবয়স্কা নাই। মৎস্য-মাংস আহার সকল জাতির ব্যবহার আছে। পরিধেয়—কম্বল, আভরণ আপন শ্রম দ্বারা যাহা

করিতে পারে তাহাই করে। স্ত্রীলোকেরা ভ্রষ্টা নহে, আর তাহাদের দ্বিধা মন নাই। যুবতী স্ত্রীগণ পর্ব্বতে বনমধ্যে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছে, বনমধ্যে যে সমস্ত উত্তম উত্তম পুষ্প পাইতেছে, আপনি বেশভূষা করিতেছে। আহারের কালাকাল নাই, ক্ষুধা হইলেই আহার করে, রুটী মাংস প্রায় সমভ্যারে থাকে, তদ্ভিন্ন বনফল আছে। কাষ্ঠ আহরণ করিতে সকলেই বনভ্রমণ করে। যাহাদের অঙ্গে শত টাকার আভরণ আছে, তাহারাও কাষ্ঠের বোঝা পৃষ্ঠে বান্ধিয়া বিক্রয় করিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের এত বৈভব, তবে কি জন্য কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া মরিতেছ?" তাহারা শুনিয়া হাসিয়া কহিল, "আমাদের আভরণ যাহা দেখিতেছ, ইহা আমার শ্রম দ্বারা হইয়াছে। আমরা আপন শ্রমে এবং ছাগ-মেষ পালনের দ্বারা অলঙ্কারাদি করি। ক্ষেতিকর্ম্মে যে শ্রম করি, তাহাতে যে অন্ন জন্মে, সকলের আহার এবং রাজস্ব দেওয়া হয়।"

যে যে পর্ব্বতের শিরোপরি শৃঙ্গে বসতি আছে, তাহাদিগকে অনেক নিম্নে আসিয়া জল লইয়া যাইতে হয়। স্ত্রীগণ জলের কলস কাণ্ডিতে বসাইয়া পৃষ্ঠে করিয়া দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উঠে, অধিক হইলেও যাইতে হয়। জল যদি ঝরণা কি গঙ্গা ইত্যাদিতে না থাকে, তবে কূয়ার জল তুলিতে এক শত হাত রজ্জু খাটাইতে হয়। উত্তরাখণ্ডে প্রায় সর্ব্বত্র জল আছে, দৈবাৎ কোথাও জলের কষ্ট, আর যে দ্রব্যের আটার রুটী হইবে, প্রতি দিবস পিসিয়া লইতে হইবে। গো মহিষ ছাগ মেষাদি যাহা পালিত আছে, তাহার সেবাকরা, গৃহে যে পার্ব্বতীয় ধান্য জন্মিতেছে, তাহাদিগকে উদূখল-মুষলে তণ্ডুল করিতে হয়। এত শ্রমে গৃহ-

কার্য্য করিতেছে। ইতোমধ্যে আপন আপন সন্তানের প্রতিপালন করে, অতি দৈন্তদেশ, অর্থহীন।

কেদারনাথ গমনে চারি দিবসের পথ কেবল গোলাপের গাছ, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বন-পর্ব্বত সুশোভিত, গন্ধে আমোদিত, আর পথে পথে কত শত স্থানে কুন্দ শেফালিকা করবী ইত্যাদি আছে। বদরীনারায়ণ যাইবার পথে তিন দিবসের পথ সেওতি, দুই দিবসের পথ গোলাপ পুষ্পের বন, বরাক ফুলের গাছ সকল, জবাপুষ্পের স্থায় অন্তর হইতে দৃষ্ট হইতেছে,—এইরূপে পর্ব্বত সকল সুশোভিত। পর্ব্বতে ভ্রমণ করিলে দুঃখ ক্লেশ মায়া মোহ কিছু থাকে না।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, সপ্তমী

শ্রীবৃন্দাবন ধামে কেশীঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া শ্রী৺গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, শ্যামসুন্দর, রাধাদামোদর, গোপেশ্বর-কৃষ্ণচন্দ্র, রাধারমণ ইত্যাদি এবং ছয় গোস্বামীর ও চৌষট্টি মোহন্তের সমাজ এবং বেণুকূপ (ও) ব্রহ্মকুণ্ডের প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় আসিয়া জলযোগ, পরে আহারাদি সম্পন্ন হইলে পুনর্ব্বার বৈকালে দর্শনযাত্রা।

২৬ জ্যৈষ্ঠ, অষ্টমী

ক্ষৌর-কর্ম্মাদি তিন মাহা তীর্থভ্রমণে করা হয় নাই। ক্ষৌর-কর্ম্ম করিয়া তীর্থান্তর স্নান-তর্পণ, যথাশক্তি কিঞ্চিৎ দান (ও) ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করাইয়া নিত্য নিয়মিত দর্শন-স্পর্শন।

সন ১২৮২ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠাবধি ১৫ মাঘ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন-মথুরা-বনযাত্রা ইত্যাদি দর্শন, স্পর্শন ও ভ্রমণ।

দ্বাদশ-বন-পরিক্রম

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনের ব্রজভূমি ৮৪ চৌরাশি ক্রোশ পরিক্রমের, সন ১২৮২ সালের শ্রী৺ জন্মাষ্টমীর পর দশমীতে শ্রীধাম হইতে যাত্রা করিয়া যাত্রিগণ বন পরিক্রম করে। গোকুলস্থ গোস্বামিগণ কার্ত্তিক মাসে বন পরিক্রম করেন।

২২ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, দশমী

শ্রী৺বৃন্দাবন ধাম হইতে বেলা আড়াই প্রহরের পর যাত্রা করিয়া ১ এক ক্রোশ ভোজনটিলা, এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণ সমভ্যারে মুনিদিগের স্থানে অন্নভিক্ষা করিয়া ভোজন করেন, এইজন্য ইহার নাম ভোজনটিলা। এখানে এক মন্দির উচ্চ টিলার মধ্যে আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠের বেশেতে বিরাজিত। তাহার পরে অর্দ্ধ ক্রোশ অক্রূরঘাট। এই স্থানে যৎকালে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে কংস রাজার ধনুর্যজ্ঞে ছলে রথারোহণে মধুপুরে লইয়া যান, এই স্থানে যমুনা-তটে রথ রাখিয়া অক্রূর যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করেন। এখানে মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব-অক্রূরের প্রতিমূর্ত্তি আছে, এখানে যমুনার জলস্পর্শ করিতে হয়। পরে ২॥০ ক্রোশ মথুরামণ্ডলে ভূতেশ্বর শিব আছেন তাঁহার এবং পাতাল দেবী অর্থাৎ মাহেশ্বরী দেবী দর্শন করিয়া ঐ রাত্রি বৃক্ষমূলে স্থিতি হইল। এক প্রহরের পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তাহাতে মহাক্লেশ।

ভোজনটিলা

অক্রূরঘাট

২৩ ভাদ্র, শুক্রবার, একাদশী

প্রাতে ভুতেশ্বর হইতে গমন করিয়া ৩ তিন ক্রোশ মধুবন। এ বনে কৃষ্ণকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণী আছে। তাহাতে স্নান-তর্পণাদি ও মধুবিহারী ঠাকুরের দর্শন করিয়া দুই ক্রোশ তালবন, এক্ষণে দুইটী প্রাচীন তালবৃক্ষ আছে। পরে দুই ক্রোশ কুমুদবন, কুমুদবিহারী ঠাকুর, কুমুদকুণ্ড (ও) কপিলমুনির মূর্ত্তি দর্শন—এই সাত ক্রোশ পরিক্রম করিয়া মধুবনে আসিয়া থাকা হয়।

মধুবন

২৪ ভাদ্র, শনিবার

প্রাতে মধুবন হইতে দুই ক্রোশ শান্তনুকুণ্ড, এই কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ঐ পর্ব্বতের উপর মন্দির মধ্যে শান্তনুরাজার এবং শান্তনুবিহারী ঠাকুর দর্শন করিয়া তিন ক্রোশ আসিয়া বেহুলাবন (ও) বেহুলাকুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকট বেহুলা গাভী আছে, তাহা দর্শন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া ঐ বনে স্থিতি।

বেহুলাবন

২৫ ভাদ্র, রবিবার

প্রাতে বেহুলাবন হইতে ৫ ক্রোশ রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড (ও) ললিতা প্রভৃতি প্রধান অষ্টসখীর কুণ্ড। ইহার পরিক্রম করিতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রম। পূর্ব্বদিকে শ্যামকুণ্ড, পশ্চিমদিকে রাধাকুণ্ড, তাহার ঈশানে ললিতা-কুণ্ড। এই কুণ্ডের ভিতরে মধ্যস্থলে মণ্ডলাকৃতি অষ্ট সখীর আট কুণ্ড। শ্যামকুণ্ড (ও) রাধাকুণ্ডের মধ্য দিয়া প্রস্তরের সেতু আছে,

অষ্ট সখীর কুণ্ড

তন্মধ্যে এক তমাল বৃক্ষ আছে, মধ্যস্থলে রাধাকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন বেদীর উপরে স্থাপিত আছে। এই শ্যামকুণ্ডে (ও) রাধাকুণ্ডে সেতুর ভিতর দিয়া জল গতায়াত করিতেছে, ডুব দিয়া ভিতরে দুই কুণ্ডে গমনাগমন করা যায়। রাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্ব প্রস্তরে বন্ধন এবং সোপান লালাবাবু করিয়া দিয়াছেন। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীরাধার প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার নিকটে দাস গোস্বামীর সমাজ। পূর্ব্বোত্তরে গোবিন্দজিউর মন্দির। শ্রীবৃন্দাবনে যেমত ছয় গোস্বামীর সেবার দেবালয় আছে, এখানেও সেইমত গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধারমণ, রাধাদামোদর (ও) শ্যামসুন্দর প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তির সেবা এবং অন্য অন্য ভক্তগণের দেবালয়, অতিথিশালা (ও) সদাব্রত ইত্যাদি আছে। এই কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত বৈষ্ণবগণের ভজনের কুটীর আছে, রাধা-কুণ্ডবাসী ব্রজবাসিগণের বসতি আছে। তাঁহারা শ্রীকুণ্ডের ব্রজবাসী। এ স্থানের দান-পূজার দ্রব্যাদি তাঁহাদের প্রাপ্য। বাজার দোকানাদি আছে। খাদ্যদ্রব্য সকল পাওয়া যায়। কুণ্ডে অনেক মৎস্য কচ্ছপাদি আছে, কাহারও বধিবার ক্ষমতা নাই; বৈষ্ণবগণ হিংসা করিতে দেয় না। বনমধ্যে ময়ূর এবং বানর অনেক আছে। মর্কটগণ দৌরাত্ম্য করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া আহার করে, সাবধানে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে ও আসিতে এবং খাইতে হয়। এই দিবস রাধাকুণ্ডে গোবিন্দজিউর বাটীতে অবস্থিতি হইল।

২৬ ভাদ্র, সোমবার, চতুর্দ্দশী

প্রাতে রাধাকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধন পরিক্রমে গমন। রাধাকুণ্ডে

গোবর্দ্ধনে এক ক্রোশ পরিক্রমে সাত ক্রোশ। গোবর্দ্ধনে ভরত-পুরের রাজার অনেক দেবকৃত্যাদি এবং উত্তম উত্তম বাটী আছে। রাজবাটীর চির-নিয়ম এই আছে, রাজকুলে যে কেহ দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার দাহাদি গোবর্দ্ধনে হইয়া সমাজ হইবেক। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বৃহৎ, উচ্চ তাদৃশ নহে। বৃক্ষ-তৃণাদি বহু পরিমাণে জন্মে, সর্ব্বদা তৃণে এবং বৃক্ষলতাতে সুশোভিত, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে গোপালের মন্দির, তাহাতে যে মূর্ত্তিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে মূর্ত্তিমান করিয়া পূজার দ্রব্যাদি সকল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আছে।

গোবর্দ্ধন

প্রথমে কুসুম-সরোবর, পরে উদ্ধব টিলা (ও) উদ্ধব-কুণ্ড। উদ্ধবের প্রতিমূর্ত্তি আছে নীচের ঘরে, উপর ঘরে বলদেব ও জগন্নাথের মূর্ত্তি। তাহার পর নারদকুণ্ড, ঐ কুণ্ডের নিকট নারদ-মুনির প্রতিমূর্ত্তি, পরে ভানুকুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকটে ভরত-পুরের রাজা বলদেব সিংহের সমাজ, অতি উত্তম বাটী, সুরম্য স্থান, ফুলের বাগান ইত্যাদি আছে। পরে মানসীগঙ্গা, চাকলে-শ্বর শিব (ও) চক্রতীর্থের ঘাট। এ স্থলে রূপ-সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন। কৃষ্ণদাস বাবাজি প্রভৃতি মহামহা পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ আছেন। পর্ব্বতমধ্যে অতি নির্জ্জন স্থান। মানসীগঙ্গার মধ্যস্থলে গোবর্দ্ধনের মুখ গোপালের মুকুট, তথায় ভগ্ন পর্ব্বত আছে। মানসীগঙ্গায় জল অনেক, উত্তম জল। শ্রীকৃষ্ণ মানসে এই গঙ্গা করিয়াছিলেন, নন্দঘোষের গঙ্গাস্নান জন্য।

গোবর্দ্ধন-পরিক্রমের তীর্থ সকলের নাম নিম্নে লিখিত হইল—

হরদেবঠাকুর, মনসাদেবী, ব্রহ্মকুণ্ড, ঋণমোচন, পাপমোচন, নিবৃত্তকুণ্ড, দানঘাটী, চক্রসরোবর, চন্দ্রবিহারী-ঠাকুর, বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, কমলকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, আলোরগ্রাম যেথানে গোবর্দ্ধনের পূজা হয়, কিশোরীকুণ্ড, মল্লারকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড— এই স্থানে মাধবেন্দ্রপুরীর নাথজীর সেবা (ও) গোবিন্দজি-দর্শন। পরে গন্ধর্ব্বকুণ্ড, অপ্সরাকুণ্ড, পুছরিগ্রাম, পুছরিলোটা, আগু-সুরভিকুণ্ড, তৎপরে ঐরাবতকুণ্ড, কদমখণ্ডী, গোবিন্দস্বামীর বৈঠক, হরজিকুণ্ড অর্থাৎ হরিদ্রাকুণ্ড, যতিপুরাগ্রাম (ও) বামদিকে বিছুয়াকুণ্ড। শ্রীগোবর্দ্ধনে এই সকল পরিক্রম দক্ষিণাবর্ত্তে করিয়া পরে মানসীগঙ্গাতে স্নান করিয়া এই দিবস এই স্থানে স্থিতি। গোবর্দ্ধনে অনেক মনুষ্যের বাস আছে, উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্যাদি বাজারে পাওয়া যায়। গোবর্দ্ধনের ব্রজবাসিগণ অধিক আহার করিতে পারে, বল অধিক। গিরিগোবর্দ্ধনের এতাদৃশ মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, যৎকালে ভগবান্‌চন্দ্র ব্রজভূমে মানবলীলা-জন্য দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীনন্দগোপ প্রভৃতি গোপসকল পূর্ব্বকুলাচার-মতে পৃথিবীর শস্যহানি হইবার ভয়ে ইন্দ্রপূজাদি করিতেন, সেই-মত পূজার উদ্যোগ করিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধ গোপ-গোপী সকল বন-মধ্যে যাইয়া পূজারম্ভ করিয়াছেন, এমতকালে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব আপন আপন সাঙ্গোপাঙ্গ গোপালগণ লইয়া পূজার স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রজরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে?" তাহাতে গোপগণ কহিলেন, "ইন্দ্র-পূজা হইতেছে", ইহাতে সুবৃষ্টি হইয়া উত্তম উত্তম নব-তৃণাদি জন্মিবে, তাহা গাভী ও তদীয় বৎসগণ সুখে ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধবতী হইবে এবং বৃক্ষসকল নব-পল্লবে

সুশোভিত হইলে সুশীতল ছায়া হইবে, পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া বনের শোভা বৃদ্ধি করিবে।" এই কথা শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ করিয়া গোপগণকে এবং নন্দ-উপানন্দ প্রভৃতি সকলকে উপহাস করিয়া কহিলেন যে, "কি ভ্রান্ত মন, এই জল ইত্যাদি যাহা হয়, তাহাতে ইন্দ্রের কি ক্ষমতা আছে, এ সকল কালক্রমে সময় হইলেই বরিষণ ইত্যাদি (হয়), ঋতুতে ঋতুর কর্ম্ম হইতেছে, তাহাতেই বর্ষাঋতুতে বর্ষণ হয়, এজন্য ইন্দ্রের পূজা করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল দ্রব্য আমাদের রাখালগণকে দেহ, আমরা সুখে ভক্ষণ করিয়া উত্তমরূপে গোচারণ করাইব, বরং গোবৎসের পূজা কর, ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দিবে।" ইহা শুনিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কহিলেন, "এমত কথা কহিতে নাই। তুমি বালক কিছু জান না, ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে মেঘগণ ব্যাপক হইয়া হস্তিদ্বারা জল উঠিলে মেঘে বর্ষণ করে।" তাহাতে ভগবান্ কহিলেন, "পিতঃ! আপনি ভ্রান্ত, ইহা কি কখন হইয়া থাকে! পূর্ব্বাপর এই নিয়ম আছে যে, বাষ্পদ্বারা মেঘের সঞ্চার হইয়া বায়ুতে সর্ব্বত্র চালিত হয়, আকর্ষণে জল উঠিলে বায়ু-গতিতে বর্ষণ হইয়া পৃথিবীতে তৃণ-শস্যাদি জন্মে, ইহাতে ইন্দ্রের ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই, জগদীশ্বর সৃজনের নিয়ম এই মত করিয়াছেন।" এই মত ব্রহ্ম-নিরূপণের বাদানুবাদ করিয়া কহিলেন, যে "ইন্দ্রের পূজা করিলে যদি সাক্ষাৎ হইয়া এই সকল দ্রব্য আহার করেন তবে সত্য, নচেৎ মিথ্যা পূজা; বরং গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তৃণাদি জন্মাইয়া গোবৎস প্রতিপালন করেন, তাঁহার পূজাদি কর, পর্ব্বত স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভক্ষণ করিয়া সকল সুশীতল করিবেন।" ইহাতেও নন্দ-উপানন্দ প্রভৃতি গোপগণ নিবারণ না শুনিয়া পূজাদি করাইতে প্রবৃত্ত

হইলে পর গোপালগণকে ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেব শুদ্ধ ঐ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতে এবং পূজার ব্যাঘাত করিতে লাগিলেন। গোপকুল হাহাকার করিতে লাগিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "যদি তোমাদের এত মনে উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে, তবে গোবর্দ্ধনের পূজা কর, সকল মঙ্গল হইবে।" ইহা কহিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করাইয়া তাহার মধ্যে স্বয়ং গোপালরূপ ধারণ করিয়া পূজার দ্রব্যাদি সকল ভক্ষণ করিলেন। গোপগণ পর্ব্বতকে মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভক্ষণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে রতিমতি হইয়া সকলে আনন্দোৎসবে মগ্ন রহিল। ইতোমধ্যে দেবরাজ পূজা না হওয়া সংবাদ এবং শ্রীনন্দ-নন্দন ব্রহ্মসনাতন কি না, ইহার বিশেষত্ব জ্ঞাত হইবার জন্ত ব্রজভূমে ঝড়-বৃষ্টি দ্বারা বহু উপদ্রব আরম্ভ করিয়া ব্রজভূমির সকল জীবজন্তু-বিনাশের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীনন্দ-নন্দন ব্রজবাসিগণকে কহিলেন, "তোমরা কিছু চিন্তা করিও না, সকলে পর্ব্বতের নিম্নে থাক, রক্ষা পাইবে।" ইহা সকলকে কহিয়া আপন অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা গিরিগোবর্দ্ধন বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করিলেন। তাহাতে ইন্দ্র ব্রহ্মসনাতনরূপে বহু স্তুতি করিলেন। ইহার সবিশেষ শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্ম-পুরাণাদিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

২৭ ভাদ্র, মঙ্গলবার, অমাবস্যা

গোবর্দ্ধন হইতে ৭ ক্রোশ দীগগ্রাম, যাহাকে লাঠাবন কহে, ঐ বনে গমন। তথায় ভরতপুরের বাজার, রাজভবন এবং রাজার বাটী পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ তিন দিকে আছে। পূর্ব্বদিকে

রূপ-সরোবর। এই সরোবরের জল অতিশয় সুশীতল, চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সোপানে ঘাটবান্ধা, বকুল ইত্যাদি নানা বৃক্ষ, লতা এবং পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত হইয়া মনোহর স্থান। ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে শ্রী৺রাম-সীতার বাটী, তাহার সম্মুখে আমরা অবস্থিতি করিলাম। যাত্রিগণকে ব্রজবাসী সকল রূপ-সরোবরে স্নান করাইয়া রূপা দান দিতে হয় বলিয়া, টাকা সিকি যাহার যেরূপ দানের ক্ষমতা তাহা লন। এই লাঠাবন দ্বাদশ-বন মধ্যে নহে; ভরতপুরের রাজা উত্তম ভবন করিয়া যাত্রিগণ এক দিবস ঐ স্থানে থাকিয়া মেলা হয়, এই মানসে ব্রজবাসীদিগকে অনেক বস্ত্রালঙ্কারাদি দিয়া সম্মত করিয়াছিলেন। যাত্রীদিগকে এক দিবস ঐ ভবন দেখিতে ও থাকিতে হয়। পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে রাজার ইন্দ্রভবন নামে বাটী ও বাগান আছে, অতি মনোহর স্থান, চারি খণ্ড বাটী। প্রথম খণ্ডে রাজপুরুষ-দিগের রাজ-কার্য্যের স্থান এবং দ্বারপালদিগের বিশ্রামস্থান; দ্বিতীয় খণ্ডে রাজসিংহাসন, পশ্চিমদিকে দোতলা প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ গৃহ, তাহাতে খণ্ড খণ্ড অনেক গৃহাদি চতুষ্পার্শ্বে আছে, মধ্য স্থলে বৃহৎ-পরিসর নৃত্যশালা, তাহা নানা রঙ্গের বহুমূল্য প্রস্তরে বৃক্ষ-লতা-ফলফুলে সুশোভিত আছে। প্রস্তর খোদিত করিয়া তন্মধ্যে বৃক্ষ-লতার সৃষ্টি, মধ্যে মধ্যে পশু-পক্ষ্যাদির আকৃতি আছে। সম্মুখে নাটমন্দিরের ন্যায় চৌষট্টি দ্বার, এক এক দ্বারে এক এক প্রধান সৈনাধ্যক্ষ সুসজ্জিত হইয়া থাকেন। এই স্থানে বৈঠক, ইহার চতুষ্পার্শ্বে নানাজাতি পুষ্পের এবং লেবু ও দাড়িম্বের উদ্যান আছে। তাহার মধ্যে মধ্যে উত্তম উত্তম বৈঠকের ঘর এবং স্নানের ঘর আছে। ইহার মধ্যে ছোট বড় এক হাজার

দীগগ্রাম ও লাঠাবন